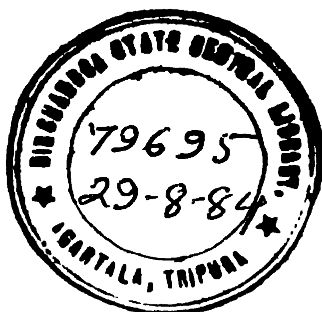
MAHAJUDDHER GHORA (1st Part) Rs. 20.
A Bengali Novel By
Prafulla Roy
Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street Calcutta 700073

মহাযুদ্ধের ঘোড়া

(১ম পর্ব)

UNDER THE MATCHING
GRANT SCHEME
of R R R. L. F.
for the Year.......82

প্রফুল্ল রায়



দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
—অগ্রহায়ণ, ১৩২৫

প্রকাশক ঃ
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
গৌতম রায়

মুদ্রাকর ঃ
রামচন্দ্র দাশ
তারা প্রেস
সুরী লেন
কলিকাতা-৭০০০১৪

২০ টাকা

চলচ্চিত্রে জীবনের রূপকার

শ্রীতপন সিংহ

—শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

মহাযুদ্ধের ঘোড়া (২য়)

আমাকে দেখুন ১/ ২/ ৩

আকাশের নীচে মানুষ

সুখের পাখী অনেক দূরে

প্রফুল্ল রায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প

নোনা জল মিঠে মাটি

সিন্ধুপারের পাখি

নিজের সঙ্গে দেখা

আমার নাম বকুল

একাকী অরণ্যে

আলোয় ফেরা

পূর্বপার্বতী

· স্বর্গের ছবি

নয়না

ধর্মান্তর

সেনাপতি নিরুদ্দেশ

তিনমূর্তির কীর্তি

মহাযুদ্ধের ঘোড়া

(১ম পর্ব)

নাম-করা ডেকরেটরদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ফুল-লতা-পাতা আর নানা রঙের কুঁচনো কাপড় দিয়ে ইউনিভার্সিটির বিশাল হল ঘরটাকে তারা উৎসবের সাজে সাজিয়ে দিয়ে গেছে। সীলিং থেকে, দেয়াল থেকে, পিলারগুলোর গা থেকে ফোয়ারার মতো আলো বেরিয়ে আসছিল এই মুহূর্তে। লাইটগুলোও ডেকরেটররাই লাগিয়ে দিয়ে গেছে।

আজ ইউনিভার্সিটির কনভোকেসন অর্থাৎ সমাবর্তনের দিন।

হলের একধারে বিরাট উঁচু মঞ্চ। মঞ্চের সামনের দিকে অগুনতি চেয়ারে কনভোকেসন গাউন গায়ে কয়েক শো টাটকা টগবগে তরুণ-তরুণী এবং তাদের মা-বাবা বা বন্ধু-বান্ধবরা বসে রয়েছে। সবার চোখমুখ দারুণ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। শিক্ষাজীবনে ওরা কমবেশি সকলেই সফল। সাফল্যের ট্রফি হিসেবে প্রত্যেককে একটি করে ডিগ্রি দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাউণ্ডারি ছাড়িয়ে জীবনের আসল সদর রাস্তায় পা ফেলার জন্য এই ডিগ্রিটা হল পাশপোর্ট। সবাই ভেতরে ভেতরে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করছিল। তাদের চোখ সামনের মঞ্চের দিকে।

এই ভিড়ের ভেতর একটা পিলারের গা ঘেঁষে বসে ছিল অশোক। সেও এ বছরের একজন সফল ছাত্র; আজ তারও একটি ডিগ্রি পাওয়ার কথা। কিন্তু অন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে তাকে একেবারেই মানাচ্ছিল না; ভীষণ বেখাপ্পা লাগছিল। তার গায়ে উৎসবের সাজ নেই। পরনের ট্রাউজারটা ভয়ানক নোংরা আর চিটচিটে। শার্টটা কোঁচকানো মোচকানো, তার ওপর দুটো বোতাম নেই। তিন চারদিন শেভ করে নি; সারা গালে দাড়ি পিনের মতো ফুটে আছে। চুল অবহেলায় পিছন দিকে উল্টে দেওয়া। চোখে-মুখে এক ধরনের বেপরোয়া উদাসীনতা। হঠাৎ দেখলে তাকে সীনিক মনে হতে পারে। দুই পা সামনের দিকে ছড়িয়ে ক্রস করে রেখেছে সে। অথচ একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, অশোক রীতিমত সুপুরুষ। ছ' ফুটের কাছাকাছি হাইট, মেরুদণ্ড টান টান, নাক-মুখ কাটা-কাটা। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে গায়ের চামড়া তামাটে। হাত-পা এবং চোয়ালের হাড় বেশ মজবুত। কিন্তু অশোকের কথা এখন নয়।

এবার সামনের উঁচু মঞ্চের দিকে চোখ ফেরানো যেতে পারে। সেখানে আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য বেদীর মতো করে বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গোটা

মঞ্চটা আলপনা আর শোলার কারুকাজ দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। মঞ্চের সামনের দিকে সুদৃশ্য ক'টি টেবলের ওপর অনেকগুলো মাইক।

এই সমাবর্তন উৎসবে রাজ্যপালের সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। অসুস্থতার জন্য তিনি আসতে পারেন নি। ফলে উপাচার্যকেই সভাপতির দায়িত্ব নিতে হয়েছে। এ ছাড়া বিশেষ দীক্ষান্ত ভাষণ দেবেন সোমদেব চট্টোপাধ্যায়। তিনি একজন বিখ্যাত ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিষ্ট; ওয়ান অফ দি মেকার্স অফ মডার্ণ ইণ্ডিয়া। আর ডিগ্রিগুলো বিতরণ করবেন অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তিনি আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। এ সব কথা আগেই মাইকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ওই তিনজন ছাড়া মঞ্চে আরো কয়েকজন শিক্ষাবিদ এবং বিজ্ঞানীকে দেখা যাচ্ছে। নিজের নিজের ক্ষেত্রে তাঁরা যথেষ্ট কৃতী এবং শ্রদ্ধেয়। তাঁদের কেউ কেউ আন্তর্জাতিক খ্যাতিরও অধিকারী। এই বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত অতিথিরা যে যাঁর নাম লেখা নির্দিষ্ট আসনে বসে ছিলেন। তবু অনিবার্য ভাবে যিনি সবার চোখ নিজের দিকে টানছিলেন তিনি শিল্পপতি সোমদেব চট্টোপাধ্যায়।

সোমদেবের বয়স ষাটের কাছাকাছি কিন্তু পঞ্চাশের বেশি দেখায় না। গায়ের রঙ টকটকে। নির্ভাঁজ মসৃণ ত্বক। সরু কোমর, চওড়া মাংসল কাঁধ। শরীরে এক গ্রামও অনাবশ্যক চর্বি নেই। ছ' ফুটের ওপর লম্বা হবেন। ঘন জোড়া ভুরু তাঁর, বড় কপাল চুল নিখুঁতভাবে ব্যাক ব্রাশ করা। কোন অদৃশ্য মেক-আপ ম্যান রগের চুলে এবং মাথায় এলোমেলো সাদা রঙের ব্রাশ টেনে দিয়েছে। ওইটুকু বাদ দিলে তাঁর সারা গায়ে কোথাও বয়সের ছাপ নেই।

সোমদেবের নাক কপাল থেকে খাড়া নেমে এসেছে। মাঝারি চোখের দৃষ্টি দূরভেদী। ঈষৎ ভারী ঠোঁট, নিখুঁত কামানো গাল, ধারালো চিবুক। না জানলে তাঁকে অভারতীয় মনে হতে পারে। তা ছাড়া সোমদেবকে শিল্পপতি বলে ভাবা যায় না ইনটেলেকচুয়াল বা অধ্যাপক বলতে যে চেহারা চোখের সামনে ভাসে সোমদেবকে দেখলে তাই মনে পড়ে যায়।

সোমদেব যদিও এবারই প্রথম দীক্ষান্ত ভাষণ দেবেন তবু এর আগেও বেশ কয়েক বছর ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তাঁকে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। শুধু এই ইউনিভার্সিটিতেই না, দেশের অন্যান্য ইউনিভার্সিটিও তাঁকে কনভোকেসনের দিন আমন্ত্রণ জানায়। হাজার রকম ব্যস্ততা এবং সমস্যার মধ্যেও যতগুলো সমাবর্তনে যাওয়া সম্ভব তিনি যান। নিজের নানা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটের জন্য দেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে বাছা

বাছা ছেলেদের তিনি তুলে নিয়ে আসেন। কনভোকেসনে যাওয়া ছাড়াও দেশের অনেক ইউনিভার্সিটির সঙ্গে অন্যভাবে তাঁর যোগাযোগ আছে। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক বা উপাচার্যদের কাছ থেকে ফোন করে ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রদের খোঁজখবর তিনি আগেই নিয়ে থাকেন। ভাল ছাত্ররা জানে না তাদের অনেকের ঠিকানা সোমদেবের কাছে আছে। মোট কথা, শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন তাজা রক্ত বইয়ে দেবার পক্ষপাতী তিনি। এতে আশ্চর্য ভাল রেজাল্ট পাওয়া যায়। কিন্তু সোমদেবের কথা এখন নয়।

সমাবর্তন উৎসবের মতো একটি অনুষ্ঠানে যা-যা থাকা দরকার—গাম্ভীর্য, শুচিতা, সুরুচি, সবই এই সুসজ্জিত হল-ঘরে রয়েছে।

একসময় সভাপতি ধীরে ধীরে উঠে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সফল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন এবং আশীর্বাদ জানিয়ে এই আশা প্রকাশ করলেন, ভবিষ্যতে তারা যেখানেই যাক না, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্র্যাডিসন আর মর্যাদা যেন অক্ষুণ্ণ রাখে। মনে রাখতে হবে তারা প্রত্যেকে এই ইউনিভার্সিটির একেক জন এ্যামবেসেডর। সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর তিনি জানালেন, এবার ডিগ্রিগুলো দেওয়া হবে। তারপর দীক্ষান্ত ভাষণের পর সমাবর্তন অনুষ্ঠান শেষ।

সভাপতির কথা শেষ হতে না হতেই দু'জন অত্যন্ত স্মার্ট যুবক মঞ্চের এক কোণ থেকে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এলো। তাদের একজনের হাতে ছাত্র-ছাত্রীদের নামের দু'টি তালিকা। আরেক জনের হাতে প্রকাণ্ড সুটকেশে ডিগ্রির সুদৃশ্য কাগজ এবং মখমলের বাক্সে সোনার মেডেল। ওরা ইউনিভার্সিটির কর্মী। নামের একটা লিস্ট সভাপতির হাতে দিয়ে আরেকটা লিস্ট অনুযায়ী দু'জনে চটপট ডিগ্রি আর মেডেলগুলো সামনের টেবলের ওপর সাজিয়ে ফেলল।

সভাপতি প্রধান অতিথিকে ডিগ্রি দেবার জন্য অনুরোধ করতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সভাপতি লিস্ট দেখে নাম পড়ে যেতে লাগলেন, 'অমিতাভ বসু, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ইন ইকনমিক্স—'

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে একজন কর্মী ক্ষিপ্র হাতে অমিতাভ বসুর ডিগ্রি এবং সোনার মেডেলের বাক্স প্রধান অতিথির হাতে তুলে দিল। তিনি গম্ভীর মুখে সস্নেহ স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এদিকে হল-ঘরের ভিড় থেকে দারুণ উজ্জ্বল চেহারার একটি যুবক বেরিয়ে এসে খুবই মর্যাদার ভঙ্গিতে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল।

সোমদেব বেদীর মতো আসনে বসে অমিতাভকে লক্ষ করছিলেন। দেখে খুব ভাল লাগল। ইকনমিক্সের এই অসাধারণ ছেলেটির খবর তিনি আগেই

পেয়েছিলেন। অনেক ছেলে আছে যারা লেখাপড়ায় ব্রিলিয়াণ্ট কিন্তু একেবারেই স্মার্ট বা ঝকঝকে নয়। এই জাতীয় বইয়ের পোকা তাঁর ভীষণ অপছন্দ। ব্রিলিয়ান্সের সঙ্গে সোমদেব আরো যা চান তা হল স্মার্টনেস। অমিতাভর ঠিকানা তিনি আগেই ডিপার্টমেণ্টাল হেডের কাছ থেকে নিয়ে রেখেছিলেন। মনে মনে স্থির করে ফেললেন, ছেলেটিকে দু-চারদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য চিঠি পাঠাবেন।

দু'ধারে পর পর চেয়ারের রো ; মাঝখান দিয়ে প্যাসেজ। প্যাসেজ ধরে অমিতাভ যখন মঞ্চের কাছাকাছি চলে এসেছে আর তাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য গোটা হল-ঘর হাততালিতে ফেটে পড়েছে সেই সময় ঘটানাটা ঘটে গেল।

দু' পা ক্রস করে আগের মতোই বেপরোয়া ভঙ্গিতে বসে ছিল অশোক। আচমকা সে পা গুটিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর চারিদিকের হাততালির শব্দ ডুবিয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ডিগ্রি চাই না, চাকরি চাই। ডিগ্রি চাই না, চাকরি চাই—'

সমস্ত হল-ঘরটা জুড়ে একটা পবিত্র সিম্ফনি গম্ভীর কোমল নিখাদে বেজে যাচ্ছিল যেন। হঠাৎ সেটা ছিঁড়ে-খুঁড়ে টুকরো টাক্‌রা হয়ে ছড়িয়ে গেল।

এতক্ষণ গোটা হলের কয়েক হাজার চোখ অমিতাভর ওপর স্থির হয়ে ছিল।' চমকে সবাই অশোকের দিকে ফিরল।

বিব্রত ক্ষুব্ধ সভাপতি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে অনুরোধ জানালেন, 'ইট্‌স ভেরি সেক্রেড অকেসান। প্লীজ ডোণ্ট ডিসটার্ব। সিট ডাউন—'

অশোক থামল না। উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে যেতে লাগল, 'উই ডোণ্ট ওয়াণ্ট ডিগ্রি, গিভ আস জব।'

সভাপতি আরো বার কয়েক আবেদন জানিয়ে গেলেন। কিন্তু অশোক চুপ করল না। ইচ্ছা করলে লোকজন দিয়ে তাকে হলের বাইরে বার করে দেওয়া যায়। কিন্তু কনভোকেসনের মতো একটি সুন্দর পবিত্র অনুষ্ঠানে সভাপতি অতটা রূঢ় হলেন না। অশোকের চিৎকার সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তিনি সমাবর্তনের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। অমিতাভ তার ডিগ্রি আর বেশ কয়েকটি মেডেল নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গিয়েছিল। সভাপতি তারপর নামের পর নাম পড়ে যেতে লাগলেন। অন্য ছেলেমেয়েরা খুব শান্তভাবেই তাদের ডিগ্রি বা ডিগ্রির সঙ্গে মেডেল-টেডেল নিয়ে যেতে লাগল। তবে এটা ঠিক, সমস্ত আবহাওয়ায় এক ধরণের উত্তেজনা আর অস্বস্তি ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

মঞ্চের মাঝখানে বসে একটি মানুষ পলকহীন তাকিয়ে তাকিয়ে অশোককে

লক্ষ করছিলেন। তিনি সোমদেব চট্টোপাধ্যায়। এদিকে অনেক ভালো ছেলে ডিগ্রি নিয়ে চলে গেছে। তাদের অনেকেরই দুর্ভাগ্য, সোমদেবের মনোযোগ তাদের দিকে ছিল না।

সোমদেব বহু কনভোকেসনে উপস্থিত থেকেছেন কিন্তু এরকম ঘটনা আগে আর কখনও দেখেন নি। এত মানুষের ভিড়ে যে বেপরোয়া একরোখা ভঙ্গিতে একক কণ্ঠস্বরে অনবরত নিজের কথা বলে যেতে পারে নিশ্চয়ই তার সাহস আছে। গাদা গাদা ছেলে-মেয়ের মধ্যে ওই ছেলেটিকে তাঁর অসাধারণ এবং একেবারে আলাদা রকমের মনে হচ্ছিল। ছেলেটির নাম তিনি জানেন না, তবে প্রবলভাবে সে তাঁকে আকর্ষণ করছিল।

সোমদেবের পেছনের তিনটে আসনে বসে ছিলেন ম্যাথামেটিক্স, মডার্ণ হিস্ট্রি আর ফিলজফির প্রফেসররা। ঘাড় ফিরিয়ে তাঁদের কাছে জিজ্ঞেস করেও অশোকের নামটা তিনি জানতে পারলেন না। অথচ জানার জন্য অত্যন্ত কৌতুহল বোধ করছিলেন। হয়তো কিছুটা উত্তেজনাও। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল ছেলেটির গায়ে কনভোকেসন গাউন নেই। যে পোশাকে সে এখানে এসেছে তা সমাবর্তনের উপযুক্ত নয়। সোমদেবের সন্দেহ হল, সমস্ত অনুষ্ঠানটিতে একটা গোলমাল পাকাবার জন্যই কি ছেলেটা এখানে ঢুকে পড়েছে? ঘাড় ফিরিয়ে তিনি এবার সেই তিন প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেটি কি এ বছর পাশ করেছে?'

তিনজনেরই এক উত্তর; তাঁরা জানেন না।

ছেলেটি সম্পর্কে কৌতুহল উত্তেজনা এবং আকর্ষণ নিয়ে বসে রইলেন সোমদেব।

এক সময় সভাপতি মাইকে নাম ডাকলেন, 'অশোক ব্যানার্জি, সেকেণ্ড ক্লাস ইন ইকনমিক্স। প্লীজ কাম এ্যাণ্ড টেক ইওর ডিগ্রি—'

সোমদেব দেখলেন সেই ছেলেটিই প্যাসেজের ওপর দিয়ে বেপরোয়া ভঙ্গিতে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে। এতক্ষণে তার নামটা জানা গেল। সেই সঙ্গে কোন সাবজেক্ট নিয়ে পাশ করেছে, তা-ও। তা হলে আলটপকা কিছু একটা ঝঞ্ঝাট বাধাবার জন্য সে এখানে ঢুকে পড়ে নি। আজ এই সুসজ্জিত বিশাল হল-ঘরে আসার সম্পূর্ণ অধিকার আছে তার।

নামটা কোথায় যেন আগেই শুনেছিলেন সোমদেব। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল, ইকনমিক্সের প্রফেসর ঘোষ অমিতাভর সঙ্গে সঙ্গে অশোকের নামটাও করেছিলেন। ছেলেটি নাকি অমিতাভর চাইতেও ব্রিলিয়ান্ট কিন্তু একেবারেই

ডিসিপ্লিন্‌ড না, ভয়ানক ক্ষ্যাপাটে। ইচ্ছা হলে ক্লাস করল, নইলে করল না। অথচ ইকনমিক্সের বেসিক এবং জটিল থিয়োরিগুলি তার কাছে জলের মতো সহজ। কিন্তু কেরিয়ারের দিকে একেবারেই নজর নেই। চালু শিক্ষাব্যবস্থাকে মোটেই শ্রদ্ধা করে না।

অশোক মঞ্চের কাছে চলে এসেছিল। প্রধান অতিথি তার হাতে ডিগ্রির কাগজটা দিতেই সেটা উঁচুতে তুলে চিৎকার করে বলল, 'এটা দিয়ে কী হবে?' মাইক কাছেই রয়েছে। ফলে তার গমগমে গলা হলের দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল।

সভাপতি ভারী গম্ভীর স্বরে বললেন, 'যাও, নিজের জায়গায় গিয়ে বসো। যথেষ্ট ট্রাবল ক্রিয়েট করেছ। নো মোর প্লীজ। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদার কথা ভেবে এবার ভদ্র আচরণ করবে। আমার ইউনিভার্সিটির ছেলে এ রকম হবে, ভাবতেও পারি নি।' তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল তিনি রেগে গেছেন।

অশোক সভাপতির কথা কানেও নিল না। ওখানে দাঁড়িয়েই ডিগ্রির কাগজটা জোরে জোরে নাড়তে নাড়তে চিৎকার করতে লাগল, 'এই কনভোকেসনে অনেক ভালো ভালো ফাঁকা কথা আমরা শুনেছি; আরও শুনব। কিন্তু ওগুলো মীনিংলেস। একটা ভাইটাল প্রশ্নের উত্তর শুধু জানতে চাই, এই ডিগ্রিটা কি চাকরির গ্যারাণ্টি দিতে পারে? কোন অফিসে এটা দেখালে কি চাকরির এ্যাসুওরেন্স পাওয়া যাবে?'

সভাপতির ফর্সা মুখে শরীরের সব রক্ত উঠে এসেছিল। ক্রুদ্ধ গলায় তিনি বললেন, 'ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি দিতে পারে, চাকরির গ্যারাণ্টি নয়।'

অশোক চেঁচিয়ে যেতে লাগল, 'তা হলে কি ধরে নিতে হবে এই এক টুকরো বাজে কাগজের জন্য স্কুলে দশ বছর আর কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আরও ছ'বছর টোটাল ষোল বছর আমরা ওয়েস্ট করেছি? আমাদের লাইফের বেস্ট ষোলটা বছরের দাম এই একটা স্ক্র্যাপ পেপার?'

সভাপতি গলার স্বর উঁচু পর্দায় তুলে আবার বললেন, 'আমি বলছি নিজের জায়গায় ফিরে যাও।'

অশোক বলতে লাগল, 'এই ডিগ্রি যখন জব গ্যারাণ্টি দিতে পারছে না তখন এটার দাম ফুটো পয়সাও না। এই বাজে কাগজটা বাড়ি নিয়ে যাবার মানে হয় না।' বলেই ডিগ্রিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। তারপর 'ডিগ্রি চাই না, চাকরি চাই' বলতে বলতে নিজের সীটের কাছে ফিরে এলো কিন্তু

বসল না। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে একই কথা বলে যেতে লাগল।

সোমদেব অশোকের দিকে তাকিয়েই ছিলেন। তিনি শুনেছেন, দেশের এডুকেসন সিস্টেমের বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা বলছে। কিন্তু এভাবে প্রোটেস্ট করতে আগে আর কাউকে কখনও দেখেন নি।

মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে অশোক যা বলে গেল, যেভাবে ডিগ্রিটা ছিঁড়ে হাওয়ায় ওড়াল এবং এখনও প্রায় শ্লোগান দেবার ভঙ্গিতে একটু ও না থেমে যা সে বলে যাচ্ছে তাতে চমকে যেতে হয়।

অসাধারণ ব্রিলিয়ান্ট ছেলেদের কথা আলাদা। তারা সংখ্যায় আর ক'জন! ইউনিভার্সিটি থেকে বেরুবার পর তাদের কোথাও না কোথাও জায়গা হয়ে যায়। কিন্তু মাঝারি মেরিটের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে স্কুল কলেজ আর ইউনিভার্সিটিতে ষোলটা বছর কাটিয়ে কনভোকেসনের দিন যে ডিগ্রির কাগজটা হাতে করে বেরিয়ে আসে সেটা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাদের কতটা সিকিউরিটি দেয়? সোমদেব জানেন প্রতিদিন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের লাইন আধ মাইল করে লম্বা হচ্ছে। বরফের বলের মতো আন-এমপ্লয়েডদের সংখ্যা বছরে দ্বিগুণ করে বেড়ে যাচ্ছে। নিজের অফিস বা ফ্যাক্টরিগুলোর গেটে রোজই অগুনতি বেকার যুবকের ভিড় দেখতে পান সোমদেব। তিনি জানেন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যত ছেলেমেয়েকে বি-এ, এম-এ, বি-কম, এম-কম, ইত্যাদির ছাপ মেরে বার করে দিচ্ছে বাইরে তত চাকরি-বাকরির স্কোপ নেই। ফলে শিক্ষার এই সিস্টেমটি সম্পর্কে মানুষের শ্রদ্ধা বা আস্থা কমে যাচ্ছে। কিন্তু কনভোকেসনের দিন একটি ছেলে এ ভাবে বিস্ফোরণ ঘটাবে, এটা ভাবতে পারেন নি সোমদেব।

এদিকে সভাপতি আবার তালিকা দেখে ছাত্রছাত্রীদের নাম ঘোষণা করতে শুরু করেছিলেন। ছেলেমেয়েরা তাদের ডিগ্রি নিয়ে যাচ্ছিল।

সবগুলো ডিগ্রি দিতে ঘন্টাদুয়েক সময় লেগে গেল। তারপর সভাপতি জানালেন, 'এবার বিখ্যাত শিল্পপতি সোমদেব চট্টোপাধ্যায়কে সমাবর্তন ভাষণ দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানাচ্ছি।'

সোমদেব উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সামনের টেবলে মাইক ছিল। তিনি বলতে শুরু করলেন, 'আমার তরুণ বন্ধুরা—'

কিন্তু তাঁর কথা আর শোনা গেল না। অশোক তার সীটের কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ মঞ্চের দিকে সে দৌড়ে এল। তারপর গলার স্বরটা চার পাঁচ পর্দা উঁচুতে তুলে দিল, 'এই পয়সাওলা সুখী ভদ্রলোকের ভালো ভালো উপদেশ আমরা শুনতে চাই না। নো অ্যাডভাইস, নো এম্পটি ওয়ার্ডস। উই

'ওয়ান্ট সিকিউরিটি, উই ওয়ান্ট গ্যারান্টি ফর আওয়ার ফিউচার।'

সভাপতির ধৈর্য শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। দৌড়ে সোমদেবের কাছে এসে অশোকের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন। তারপর ঘুরে মঞ্চের পেছন দিকে তাকালেন। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন কর্মী দাঁড়িয়ে ছিল। সভাপতি তাদের বললেন, 'পুলিশে খবর দিন।'

হল-ঘরের বাইরেই পুলিশ ছিল। দু-তিন মিনিটের মধ্যে তিন-চারজন অফিসার ভেতরে চলে এল এবং সভাপতির নির্দেশে অশোককে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল। উত্তেজনাশূন্য শান্ত পবিত্র-আবহাওয়ায় সোমদেব চট্টোপাধ্যায় আবার নতুন করে দীক্ষান্ত ভাষণ শুরু করলেন। কিন্তু চারপাশের এত নৈঃশব্দ বা গাম্ভীর্য তাঁর ভাল লাগছিল না। সিমফনিতে নতুন একটা মাত্রা এনে দিয়েছিল অশোক। তার জন্য আজকের এই কনভোকেসনে অন্য রকম একটা ডাইমেনসন এসে গিয়েছিল। সোমদেবের মনে হতে লাগল অশোককে বার করে দেবার পর হল-ঘরটা যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। তার আর কোন রকম চার্ম নেই।

দুই

পুলিশ অফিসাররা বাইরে এসে অশোকের হাত ছেড়ে দিয়েছিল। অশোক তাদের মুখের দিকে একবারও তাকালো না। পিছনের হল ঘরটাও দেখল না। লম্বা লম্বা তেলহীন রুক্ষ চুল কপাল আর চোখের ওপর এসে পড়েছিল। এক ঝটকায় সেগুলো পেছনে সরিয়ে দিয়ে ট্রাউজারের পকেটে হাত পুরে একটা বিড়ি এবং দেশলাই বার করে আনলো। বিড়িটা ধরিয়ে টানতে টানতে এলোমেলো পা ফেলে ইউনিভার্সিটির কম্পাউণ্ড পার হয়ে সামনের বিরাট চওড়া রাস্তায় চলে এল। ডানদিকে ক'পা গেলেই বাস স্ট্যাণ্ড। অশোক একবার ভাবল, একটা বাস-টাস পেলেই বাড়ি ফিরে যাবে। পরক্ষণেই তার মনে পড়ে গেল, চারটের সময় রেখা কফি হাউসে আসবে। কনভোকেসন আগে হয়ে গেলে অশোককে সেখানে অপেক্ষা করতে বলেছে। আর রেখা যদি আগে ফিরতে পারে অশোকের জন্য বসে থাকবে।

অশোকের আজ কনভোকেসন, সে আজ ইউনিভার্সিটিতে শেষ ডিগ্রিটা পাবে। এব্যাপারে রেখার উৎসাহ এবং উত্তেজনা তার চাইতে অনেক বেশি।

সে যে এম-এ পর্যন্ত পড়েছে বা পড়তে পেরেছে তার পেছনে ছিল রেখার ক্রমাগত তাড়া। নইলে কবেই অশোক পড়াশোনা ছেড়ে দিত। আজ কনভোকেসনে তার সঙ্গে রেখারও আসার কথা ছিল। নেহাত একটা ইন্টারভিউ পড়ে যাওয়ায় আসতে পারে নি।

বাঁ হাত উল্টে ঘড়িটা একবার দেখে নিল অশোক। সবে আড়াইটা বাজে। এখন কফি হাউসে যাওয়ার কোন মানে হয় না।

ঘণ্টা দেড়েক রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়ালো অশোক। চারপাশে মানুষের স্রোত, গাদা গাদা গাড়ি, ঝকঝকে সাজানো দোকান, শো-উইণ্ডোতে অজস্র লোভনীয় জিনিসের একজিবিসন। কিন্তু কোনদিকেই তার লক্ষ ছিল না। অন্যমনস্কর মতো সব কিছুর ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে সে কফি হাউসে চলে এল।

এখন এখানে দারুণ ভিড়। প্রতিটি টেবল ঘিরে কলেজ বা ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা থোকায় থোকায় বসে আছে। প্রায় সব মুখই চেনা। রোজই এই সময়টা কফি হাউস ওদের দখলে থাকে। কলেজের ছেলেমেয়ে ছাড়া আরো কিছু তাজা টগবগে যুবকের মুখও অশোকের চোখে পড়ছে। তাদের কেউ লিট্‌ল ম্যাগাজিন বার করে, কেউ ছবি-টবি আঁকে, কেউ বা পলিটিকস নিয়ে মেতে আছে। গোটা কফি হাউস জুড়ে কোরাসে মাছিদের ভন-ভনানির মতো একটানা শব্দ হচ্ছে।

অশোক এধার থেকে ওধারে সবগুলো টেবল একবার দেখে নিল। না, রেখা এখনও আসে নি। তার মানে রেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু কোথাও বসার জায়গা নেই। অশোক একবার ভাবল, বাইরে গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। রেখা এলে ওখান থেকেই তাকে নিয়ে কোথাও গিয়ে বসবে। কিংবা বাড়িও ফিরে যেতে পারে।

ঠিক এই সময় দূরে কোণের দিকের একটা টেবল ফাঁকা করে পাঁচ ছ'টা ছেলেমেয়ে হুল্লোড় করতে করতে বেরিয়ে গেল। অশোক আর বাইরে গেল না, নানা টেবলের ফাঁক দিয়ে এঁকে বেঁকে রাস্তা করে ফাঁকা টেবলটায় গিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বেয়ারা জল দিয়ে গেল। জলটা ঢক ঢক করে খেয়ে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে নিল। এখন রাত ন'টা পর্যন্ত এখানে বসে থাকলেও কেউ কিছু বলবে না।

সেই এগারোটার সময় ডাল সেদ্ধ দিয়ে চাট্টি ভাত খেয়ে কনভোকেসনে এসেছিল অশোক। এখন চারটে। অনেক আগে থেকেই সে টের পাচ্ছিল

ভীষণ খিদে পেয়েছে ; খিদেটা পেটের ভেতর অনবরত ছুঁচ ফুটিয়ে যাচ্ছিল। অশোক চিন্তা করল, বেয়ারাকে ডেকে ভেজিটেবল স্যাণ্ডউইচ আর কফির অর্ডার দেবে কিনা। পরক্ষণেই তার খেয়াল হল পকেটে এক টাকার একটা নোট আর কিছু খুচরো পয়সা পড়ে আছে। এতে স্যাণ্ডউইচ আর কফি হয় না। তাকে এখন রেখার জন্য বসে থাকতে হবে। রেখা টুইসানি করে। ওর ব্যাগে সব সময় পাঁচ দশ টাকা থাকেই।

বেয়ারাকে ডেকে আরেক গ্লাস জল চেয়ে নিল অশোক। জলে কতটা ক্যালরি আছে সে জানে না। দু' নম্বর গ্লাসটা শেষ করার পরও সে টের পেতে লাগল খিদেটাকে চাপা দেওয়া যায় নি। পেটের ভেতরটা চিন চিন করতেই লাগল।

কিছুক্ষণ পর একটা ছেলে তার টেবলে এসে বসল। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, গালে পাতলা দাড়ি, বড় বড় চুল অযত্নে পেছনে উল্টে দেওয়া। পরনে পাজামা আর গুরু পাঞ্জাবী, পায়ে চপ্পল, কাঁধ থেকে পাটের তৈরি নক্‌শা-করা সাইড ব্যাগ ঝুলছে।

ছেলেটাকে অনেক দিন ধরে কফি হাউসে দেখছে অশোক। নামও জানে— কনকেন্দু। একটা চটি কবিতার কাগজ বার করে। নামটা অদ্ভুত—'কবু'র'। কবু'র শব্দটার কী মানে, অশোক জানে না। জানবার ইচ্ছাও নেই। সে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার কনকেন্দু ?'

সাইড-ব্যাগ থেকে এক কপি 'কবু'র' বার করে কনকেন্দু বলল, 'আমাদের এই ইসুটা বেরিয়েছে। একটু দেখবেন, অশোকদা—'

অশোক দু-চার পাতা উল্টে কপাল কুঁচকে তাকালো, 'রট্, এ সব করে কি হয় ! ওয়েস্টেজ অফ টাইম এ্যাণ্ড এনার্জি।'

'কি করব, চাকরি-টাকরি পাচ্ছি না। একটা কিছু অকুপেসন তো দরকার।'

'ডু এনি ড্যাম থিং একসেপ্ট দিস—'

'তাহলে তো ওয়াগন ভাঙতে হয়, কি স্মাগলারদের গ্যাঙে নাম লেখাতে হয়।'

'তাই কর।'

'আপনি ভীষণ সিনিক অশোকদা—'

'মুখে বলছ সিনিক, মনে মনে নিশ্চয়ই শুয়ারের বাচ্চা বলছ !'

কনকেন্দু বলল, 'আপনাকে নিয়ে আর পারা যায় না।' বলে আর দাঁড়াল না ; দূরে অন্য একটা টেবলের এক থোকা ছেলেমেয়ের মধ্যে মিশে গেল।

অশোক চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে সিগারেট টানতে লাগল। সিগারেটটা

যখন পুড়তে পুড়তে শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় হঠাৎ চোখে পড়ল বাঁ দিকের দুটো টেবলের পর একটা ফাঁকা টেবলে একা মনোজ বসে আছে। অনেক দিন পর মনোজকে কফি হাউসে দেখা গেল। লেখাপড়ায় দারুণ ব্রাইট ছিল সে। বিরাট ফ্যামিলি ব্যাক-গ্রাউণ্ড। ঠাকুরদা ছিলেন বিখ্যাত এডুকেসনিস্ট, বাবা বিরাট সরকারী অফিসার। অঢেল টাকা ব্যাঙ্কে। তবু ছেলেটি ভদ্র বিনয়ী নম্র। চিৎকার করে কথা বলে না সে, শব্দ করে সিগারেট খায় না, বড়দের সম্মান দেয়। হঠাৎ পড়াশোনা ছেড়ে সে রাজনীতি নিয়ে মেতে উঠল। মতবাদের দিক থেকে মনোজ এক্সট্রিমিস্ট। পলিটিক্সে জড়িয়ে পড়ার পর সে আর কফি হাউসে আসত না। তার সম্বন্ধে তখন নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শোনা যেত; সেগুলো প্রায় কিংবদন্তীর মতো। বছর পাঁচ ছয়েক আগে হঠাৎ শোনা গেল, মনোজ পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। তারপর তার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল অশোক।

মনোজ তাকে দেখতে পেয়েছিল। একটা হাত ওপরে তুলে অল্প হাসল সে, তারপর উঠে এসে অশোকের সামনে দাঁড়াল।

ছেলেটাকে আগে থেকেই পছন্দ করত অশোক। বলল, 'দাঁড়িয়ে কেন, বসো না—'

মনোজ দ্বিধার গলায় বলল, 'বসবো?'

'হোয়াই নট?'

'না, মানে—' একটা চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসতে বসতে মনোজ বলল, 'জেল থেকে রিলিজড হবার পর পুরনো বন্ধু-টন্ধু যাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে তাদের বেশির ভাগই আমাকে এ্যাভয়েড করছে। এই যে কফি হাউসে এসেছি, এখানেও আমার বন্ধুরা আছে কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে কথা বলছে না। আমাকে কেউ যেন চেনে না। বাট আই এ্যাম এ নরম্যাল হিউম্যান বীয়িং।'

মনোজের দ্বিধার কারণটা এবার বুঝতে পারল অশোক। লক্ষ করল ছেলেটার চেহারা অনেক খারাপ হয়ে গেছে। টকটকে গায়ের রং ছিল এক সময়, এখন রংটা পোড়া তামার মতো। চোখ গর্তে ঢুকে গেছে। কণ্ঠার হাড় গজালের মতো ফুটে বেরিয়েছে। অশোক শুনেছিল জেলে মনোজের ওপর খুব টরচার করা হয়েছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'কবে ছাড়া পেলে?'

মনোজ বলল, 'চারদিন আগে।'

'এখন কি করবে, ভাবছ?'

'কিছু ঠিক করি নি। সবে তো বেরুলাম। দেখি কি করা যায়—'

কোন ব্যাপারেই অশোকের তেমন আগ্রহ নেই। কিছুই তার মধ্যে সেভাবে ঢেউ তোলে না বা তাকে আকর্ষণ করে না। জীবন সম্পর্কে সে পুরোপুরি পেসিমিস্ট। অশোক ধরেই নিয়েছে এখানকার সামাজিক প্যাটার্নে কিছু হবার নয়। তবু যে ক'টা বিষয়ে তার সামান্য কৌতূহল আছে তার একটি হল মনোজ। মনোজের ভদ্রতা বা বিনয় তার ভাল লাগে। কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি করে তাকে আকর্ষণ করেছে ছেলেটার বেপরোয়া চরিত্র। মনোজের সামনে ছিল উজ্জ্বল কেরিয়ার, পেছনে বিরাট ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড। সব ছেড়ে ছুড়ে নিজেকে সে ছুঁড়ে দিয়েছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক এক রাজনীতির মধ্যে। অশোক তখনই বুঝেছিল, ছেলেটার মধ্যে কোথায় যেন খানিকটা আগুন আছে। সে বলল, 'শুনেছি জেলে তোমাদের ওপর খুব অত্যাচার করা হয়েছে—'

মনোজ হাসল, উত্তর দিল না।

অশোক আবার কি বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই রেখা টেবলের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'তুমি এখানে! আমি ওদিকটা খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

কলেজে ঢোকার পর থেকে ইউনিভার্সিটির শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত, তাই বা কেন, তারপরও প্রায় নিয়মিতই কফি হাউসে আসছে অশোক। এখানে এলে সে এদিকটায় কখনও বসে না; দরজা দিয়ে ঢুকলেই ডান দিকে যে টেবলগুলো পর পর সাজানো রয়েছে তার একটা দখল করে নেয়।

অশোক জানাল, আজ ওধারে টেবল ফাঁকা না পেয়ে তাকে এধারে চলে আসতে হয়েছে।

রেখা তার কথা শুনল কি শুনল না। বলল, 'কনভোকেসনে গিয়ে তুমি আজ কী করেছ!' তার স্বর উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল।

পকেট থেকে আরেকটা সিগারেট বার করে ধরিয়ে নিল অশোক। মুখ থেকে হাওয়ায় ধোঁয়ার আংটি ছেড়ে খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, 'এর মধ্যেই তা হলে শুনে ফেলেছ। কে বললে?'

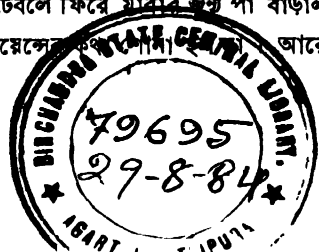
'যে-ই বলুক, তোমার মুখ থেকে আমি শুনতে চাই—'

মনোজ এই সময় উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আপনারা কথা বলুন অশোকদা, আমি যাই।' রেখাকে অল্পস্বল্প চেনে সে, তবে আলাপ নেই।

অশোক বলল, 'উঠলে কেন, বসো না—'

কিন্তু মনোজ বসলো না। তার পুরনো টেবলে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াল।

অশোক বলল, 'তোমার জেল এক্সপিরিয়েন্সের কথা শোনা হল না। আরেক দিন শুনব কিন্তু—'


79695
29-8-84

'আচ্ছা—' মনোজ চলে গেল।

রেখা তার সিন্থেটিকের বড় লেডীজ হ্যাণ্ড ব্যাগটা টেবলের ওপর রেখে বসে পড়ল। তারপর আগের মতো উত্তেজিতভাবেই বলল, 'এবার বল—'

রেখার বয়স বাইশ তেইশ। রং ফর্সাও না, কালোও না। দুয়ের মাঝামাঝি। ডিমের মতো লম্বাটে মুখ; ছোট কপালের ওপর থেকে কোঁচকানো কোঁচকানো ঘন চুলের ঘের। চুলগুলো একবেণী করে পিঠের ওপর ফেলে রেখেছে রেখা। ধারালো নাক সটান কপাল থেকে নেমে এসেছে। ঘন পালকে ঘেরা ভাসা ভাসা চোখ, সরু চিবুকের তলায় মুসুর ডালের মতো একটা লালচে তিল, পাতলা ঠোঁট। গোল ফুলদানির মতো গলা। টান টান হাত দুটো কাঁধ থেকে নেমে এসেছে।

এই মুহূর্তে তার পরনে ছোট ছোট ময়ূর ছাপ দেওয়া সস্তা দামের প্রিন্টেড শাড়ি আর এক রঙা নীল ব্লাউজ। পায়ে স্লিপার। বাঁ হাতে চৌকো একটা ঘড়ি ছাড়া কোন রকম গয়না-টয়না নেই। এই সামান্য সাজেই রেখাকে দারুণ ভাল লাগছিল। তাকে ঘিরে আশ্চর্য এক ব্যক্তিত্ব কোথায় যেন অদৃশ্য ফ্রিজ শটের মতো স্থির হয়ে আছে।

অশোক বলল, 'তার আগে কিছু খাবার-দাবারের অর্ডার দাও। ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে।'

রেখা বলল, 'আমাকে দেখলেই তোমার খিদে পায়।'

'খিদেটা তোমাকে দেখার আগেই পেয়েছিল। কিন্তু আমার ব্যাপার তো জানো। ক্যাশ ভীষণ শর্ট। তাই তোমার জন্যে খিদেটাকে এতক্ষণ ওয়েটিং লিস্টে ফেলে রেখেছিলাম।'

রেখা চোখ কুঁচকে অশোককে একবার দেখল। তারপর বেয়ারাকে ডেকে কফি আর পকোড়া আনতে বলল।

অশোক বলল, 'শুধু পকোড়ায় কি হবে! চিকেন স্যাণ্ডউইচের অর্ডার দাও না—'

'চিকেন স্যাণ্ডউইচ! আমার ব্যাগে ক'টা টাকা পড়ে আছে জানো?'

'ক'টা?'

'ওনলি ফিফটিন। আজ মাসের আঠারো তারিখ। এখনও বারোটা দিন ঐ টাকায় চালাতে হবে। বেশি খিদে পেলে বাইরে চল; মুড়ি খাওয়াব। এক টাকায় পেট ভরে যাবে।'

অশোক উঠল না। দু'পা সামনের দিকে ছড়িয়ে চেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে

সিগারেট টানতে লাগল। বলল, 'একেবারে প্রোলেটারিয়েটদের মতো কথাবার্তা।'

ভুরুতে ভাঁজ ফেলে রেখা একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'এবার কনভোকেসনের ব্যাপারটা বল।'

অশোক বলল, 'যা শুনেছ সেন্ট পারসেন্ট কারেক্ট। নতুন আর কিছু বলার নেই।'

'তাহলে সত্যিই তুমি ডিগ্রির পেপারটা ছিঁড়ে ফেলেছ!'

'ইয়েস।'

অশোকের মুখে স্বীকারোক্তি শোনার পরও পুরোপুরি যেন বিশ্বাস করতে পারল না রেখা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ছিঁড়লে কেন?'

অশোক বলল, 'প্রোটেস্ট জানাতে। সেটা আমি কনভোকেসন হলেই বলে এসেছি। তুমি যার কাছে শুনেছ সে এটা বলে নি?'

আস্তে মাথা নাড়ল রেখা, 'বলেছে। তবে এটা ভাবা যায় না।' একটু থেমে আবার বলল, 'এ রকম চীপ স্টান্ট দিয়ে হীরো হওয়ার কোন মানে হয়!'

রেখার গলার স্বর ভারী। বোঝা গেল, অশোক ডিগ্রিটা ছিঁড়ে ফেলায় সে খুব কষ্ট পেয়েছে। কষ্ট পাওয়ার যথেষ্ট কারণও আছে তার। বি.এ.টা পাশ করার পর অশোক আর পড়তে চায় নি। রেখাই জোরজার করে পড়িয়েছে। শুধু তাই না, টুইসানের টাকা থেকে অশোকের ইউনিভার্সিটির মাইনে, একজামিনেসনের ফী ইত্যাদি যাবতীয় কিছু সে-ই দিয়েছে। অশোক অনেকবার বলেছে, 'আমার জন্যে এত খাটুনির পয়সা নষ্ট করছ কেন?' রেখা বলেছে, 'নষ্ট করছি, তোমাকে কে বললে? ফিউচারের জন্য এটা আমার ইনভেস্টমেন্টও তো হতে পারে।' অশোক বলেছে, 'ফিউচার সম্বন্ধে তুমি খুব ভাবো, তাই না?' রেখা বলেছে, 'সবাই ভাবে!' একটু চিন্তা করে অশোক হেসে হেসে বলেছে, 'তুমি বোধহয় লিকুইডেসনে যাওয়া কোম্পানিতে ইনভেস্ট করলে। আমার কোন ফিউচার নেই। ভবিষ্যৎ কমপ্লীটলি ব্লাক।' রেখা বলেছে, 'দেখা যাক। কোন্ ঘোড়া জিতবে সেটা না জেনেও তো লোকে বাজি ধরে।'

টালিগঞ্জে একই বাড়িতে রেখারা এবং অশোকরা থাকে। ছেলেবেলা থেকে তারা একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে। অশোক জানে রেখা তাকে ভালবাসে।

অশোক সামনের দিক থেকে পা দুটো গুটিয়ে এনে টেবলের ওপর দিয়ে ঝুঁকল। বলল, 'একে তুমি স্টান্ট বলছ!'

রেখা বলল, 'নিশ্চয়ই।'

বেয়ারা পকোড়া আর কফি দিয়ে গেল। খেতে খেতে অশোক বলল, 'নেভার। আমি শুধু জানাতে চেয়েছি ঐ রদ্দি কাগজটার দাম একটা ফুটো পয়সাও না।'

'ওটা ছিঁড়ে গেইন কী করলে ?'

'আগেই তোমাকে বলেছি, ওটা আমার প্রোটেস্ট। গেইন কি লসের প্রশ্নই ওঠে না। যাদের সামনে ছিঁড়েছি তারা ডেফিনিটলি ব্যাপারটা নিয়ে ভাববে।'

'তোমার তাই ধারণা ?'

'ইয়েস।'

'ঘোড়ার ডিম ভাববে।'

পকোড়া খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অশোক কফিতে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, 'মাথা থেকে ওটা এখন বার করে দাও। তোমার ইণ্টারভিউ কি রকম হল ?'

'ভালো না।'

'কেন ?'

'চাকরিটা হল স্টেনো-টাইপিস্টের। ইণ্টারভিউ বোর্ডের লোকেরা জিজ্ঞেস করল, কত সালে কিলিমিঞ্জেরোতে রেকর্ড স্নো-ফল হয়েছিল, কোন্ খেলায় পেলের মালাইচাকি সরে গিয়েছিল, কুইন এলিজাবেথ কোন্ বছর আঠারো বার হেঁচেছিল—এই সব।'

অশোক ঠোঁটের ওপর রগড়ের একটু হাসি ফোটাতে ফোটাতে বলল, 'স্কাউণ্ড্রেলগুলোর সেন্স অফ হিউমার আছে।'

রেখা বলল, 'আসলে ইণ্টারভিউ একটা শো। আগে থেকেই লোক ঠিক করা আছে। তবে আমি কিন্তু ওদের ছাড়ি নি।'

'কী করেছ ?'

'ডেসপারেটলি ওদের বললাম, আপনাদের একটা কথারও উত্তর দিতে পারব না। আমার ক'টা প্রশ্নের জবাব দিন তো। দালাই লামার ছোট পিসীর নাম কী ? আসছে বছর ডার্বিতে কোন্ ঘোড়া জিতবে ? নেবুচাডনেজারের মামাশ্বশুর দিনে ক'বার দাড়ি কামাতেন ? চুরুট ধরাতে গিয়ে কবে প্রথম চার্চিলের আঙুলে ছ্যাঁকা লেগেছিল ? যা মুখে এসেছিল তাই বলে গেলাম।'

অশোক শব্দ করে হেসে উঠল। টেবলে জোরালো একটা চাপড় মেরে বলল, 'দারুণ বলেছ। ফ্যানটাস্টিক। শুনে ওরা কি করলে ?'

রেখা বলল, 'কি আর করবে, চোয়াল পাথরের মতো শক্ত করে বসে রইল। আমি উঠে পড়লাম।'

অশোক একটু ভেবে বলল, 'এই নিয়ে ক'টা ইন্টারভিউ দিলে?'

'আটাশটা।'

'হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করার পর থেকেই তো চাকরির জন্যে দরখাস্ত আর ইন্টারভিউ দিয়ে আসছ, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর ডিস্টিংসান নিয়ে বি-এ পাশ করলে। হুস করে তিন চারটে বছর কেটে গেল কিন্তু চাকরি পেয়েছ?'

রেখা উত্তর দিল না।

অশোক কফির কাপটা শেষ করে বলল, 'ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি আর সার্টিফিকিটের ইউটিলিটি ভ্যালু কতটুকু বুঝতে পারছ?'

রেখা এবারও চুপ করে থাকল।

অশোক বলতে লাগল, 'এই জন্যেই আমি ডিগ্রিটা ছিঁড়ে ফেলেছি। তুমি তোমার ঐ স্ক্র্যাপ পেপারগুলো মাদুলি করে গলায় ঝুলিয়ে না রেখে ছিঁড়ে ফেলে দাও।'

'আমি তোমার মতো পেসিমিস্ট না; নিশ্চয়ই একদিন কিছু একটা হয়ে যাবে।'

'তোমার মতো অপ্টিমিস্ট খুব বেশি দেখি নি। ঠিক আছে, আশায় থাকো।'

আর কিছুক্ষণ এলোমেলো কথার পর কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল রেখা। ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আরে বাবা, সাতটা বাজে। সেই দুপুরবেলা বেরিয়েছি, ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। চল, বাড়ি ফেরা যাক।'

অশোকের আর ভাল লাগছিল না। কনভোকেসন হলে সেই দারুণ উত্তেজনার পর এখন তারও ক্লান্তি লাগছে। বলল, 'চল—'

বেয়ারাকে ডেকে বিল মিটিয়ে ওরা কফি হাউসের বাইরে চলে এলো।

কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যা নেমে গেছে। তবে অন্ধকার এখনও গাঢ় হয় নি। পাতলা ফিনফিনে নাইলন শাড়ির মতো আবছা অন্ধকার গোটা সন্ধ্যাকে জড়িয়ে রয়েছে। তবে এরই মধ্যে রাস্তায় রাস্তায় কর্পোরেশনের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। দোকানে দোকানে, শো-উইণ্ডোগুলোতেও ঝলমলে আলো। চারদিকে ঠেলা-রিক্শা-প্রাইভেট-কার-ট্যাক্সি-ট্রাম-বাস স্রোতের মতো ছুটছে।

ট্রাম রাস্তার দিকে যেতে যেতে রেখা বলল, 'একটা কথা—'

অশোক তার দিকে ফিরল, 'কী?'

'এখান থেকে আমরা হেঁটে এসপ্ল্যানেডে যাব। সেখান থেকে শাট্‌ল বাস

ধরে টালিগঞ্জ। একদম মিনিবাসে উঠতে চাইবে না। আমার ব্যাগে কি আছে তোমাকে বলেছি।'

অশোক বলল, 'তুমি একটা থার্ড ক্লাস।' একটু থেমে আবার বলল, 'দিন দিন যে রকম হিসেবী হয়ে উঠছ তাতে তোমাকে ইণ্ডিয়ার অডিটর জেনারেল করে দেওয়া উচিত।'

রেখা সামান্য হাসল।

তিন

টালিগঞ্জে বাস থেকে নেমে অাঁকা-বাঁকা গলি ধরে সাত-আট মিনিট হাঁটবার পর অশোক আর রেখা বাড়ির কাছে পৌঁছে গেল।

এখানকার রাস্তায় পীচ নেই; শুধু খোয়া আর খোয়া। কুমীরের পিঠের মতো গোটা রাস্তাটা এবড়ো খেবড়ো।

ওদের বাড়িটা বিরাট এক ব্যারাকের মতো। ওপরে ছাদ নেই; ছাদের বদলে এ্যাসবেস্টসের ছাউনি। তবে দেয়াল ইঁটের, মেঝে সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো। একটা বড় চৌকো উঠোনকে ঘিরে গোটা তিরিশেক ঘর গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। একেক ঘরে একেক জন ভাড়াটে। কেউ কেউ অবশ্য দুটো করে ঘর নিয়েও আছে। বাড়িটাকে ভালো টাইপের বস্তি বললেই মানায়।

বাড়িটার উল্টো দিকে রাস্তার এ-ধারে টিনের চাল আর দরমার বেড়া দিয়ে ঘিরে ললিতের চায়ের দোকান। ললিত এ পাড়ারই ছেলে। স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর ঝাড়া দু' বছর এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে ঘোরাঘুরি করে যখন বুঝল কিছু লাভ নেই তখন এই চায়ের দোকান খুলেছে। দোকানটার সামনের দিকে খান তিনেক বেঞ্চ পাতা, ভেতরেও একটা বেঞ্চ আছে। সারাদিনই ললিতের দোকানে ভনভনে মাছির মতো একটা ভিড় লেগে থাকে। পাড়ার যত বেকার ছোকরা স্কুল ফাইনাল, হায়ার সেকেণ্ডারি, বি-এ কি আই-টি-আই থেকে ডিপ্লোমা নেবার পর চাকরি-বাকরি না পেয়ে এখানেই বসে থাকে। এটা হল বেকারদের একটা হেড কোয়ার্টার, রেঁদেভুও বলা যায়।

ললিতের দোকানে ইলেকৃট্রিক কানেকসান নেই। সন্ধ্যার পর সে একটা হ্যাজাক জ্বেলে দেয়। এখন হ্যাজাকের নীল্‌চে আলোয় দেখা গেল জমজমাট আড্ডা

চলছে। বেঞ্চগুলো দখল করে সেই চিরস্থায়ী ভিড়টা অনড় বসে আছে। এখন ফুটবল সীজ্‌ন; তাই নিয়েই প্রচণ্ড চিৎকার চলছিল।

অশোক আর রেখাকে আসতে দেখে চেঁচামেচি থামল। অন্য যুবক-যুবতীকে একসঙ্গে যেতে দেখলে ওদের মধ্যে কেউ কেউ আওয়াজ দেয়, কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সিটি মারে কিংবা রগরগে দু-একটা কমেণ্ট ছুঁড়ে দেয়। কিন্তু অশোক আর রেখার এমন একটা ব্যক্তিত্ব আছে যে ওরা এ-সব নোংরামো করতে সাহস পায় না। তা ছাড়া দুজনের সম্পর্কটা ওরা জানে। ওরাই বা কেন, এ পাড়ার সবাই জানে। অশোক বা রেখা লুকিয়ে-চুরিয়ে কিছু করছে না। সবটাই তাদের প্রকাশ্য দিবালোকের মতো পরিষ্কার। তা ছাড়া ওরা জানে ছাত্র হিসেবে অশোক ব্রিলিয়াণ্ট; ইচ্ছা করলে সে দুর্দান্ত রেজাল্ট করতে পারে। কিন্তু অশোক ক্ষ্যাপাটে ধরনের, কেরিয়ার বা ভবিষ্যতের দিকে তার একেবারেই নজর নেই। ওর সম্বন্ধে এ পাড়ার যুবকদের এক ধরনের শ্রদ্ধাই আছে।

ললিতের চায়ের দোকানের একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছিল অশোকরা। ওদের দেখে হৈচৈ-টা একটু কমে এলো। ছেলেরা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। একজন জিজ্ঞেস করল, 'এই ফিরলেন অশোকদা?'

অশোক আস্তে ঘাড় কাত করল, 'হ্যাঁ।'

আরেকটি ছেলে, মুখ-চেনা কিন্তু তার নাম জানে না অশোক—বলল, 'আজ আপনাদের কনভোকেশন ছিল না অশোকদা?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার লাইফের তো আজ একটা দারুণ দিন, তাই না?'

কি রকম?'

'আজ ইউনিভার্সিটির হাইয়েস্ট ডিগ্রিটা পেলেন।'

'ডিগ্রিটা আমি ছিঁড়ে ফেলেছি।'

ছেলেরা হাঁ হয়ে রইল। অশোকের আর দাঁড়াতে ইচ্ছা করছিল না, কথা বলতেও না। কনভোকেসন হলে দু-তিন ঘণ্টা সময় দারুণ উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে। নার্ভের ওপর চাপ পড়েছে খুবই। এখন ভীষণ ক্লান্তি লাগছে। ললিতের চায়ের দোকান পেছনে ফেলে এলোমেলো পা ফেলে অশোক তাদের বাড়িতে এসে ঢুকল। রেখাও তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে।

আগেই বলা হয়েছে, বাড়িটা চারকোণা প্রকাণ্ড ব্যারাকের মতো; মাঝখানে দশ কাঠার মতো জায়গা জুড়ে বিরাট উঠোন। উঠোনটাকে ঘিরে এ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া গোটা তিরিশেক ঘর। মেঝে অবশ্য পাকা। দেওয়ালে পাঁচ ইঞ্চি

ইঁটের গাঁথনি। এক ধারে গোটা ছয়েক পায়খানা, দুটো টিউবওয়েল আর গোটা চারেক বাথরুম। এখানে একটা সুবিধা এই—ইলেকট্রিক কানেকসনটা আছে। সব মিলিয়ে বাড়িটা একটু ভালো টাইপের বস্তি আর কি।

এখানে প্রায় প্রতিটি ঘরেই একটা করে ভাড়াটে ফ্যামিলি রয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ দু-খানা ঘর নিয়েও আছে। তবে কল-জল-পায়খানা সব কমন।

সেই উনিশশো সাতচল্লিশে দেশ ভাগের খবর কাগজে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে এক ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মাড়োয়ারী জলের দরে এখানে জায়গা কিনে রাতারাতি বাড়িটা তুলেছিল। তারপর হুড়হুড় করে তখনকার ইস্ট পাকিস্তান থেকে লোক এসে প্রথমে কলকাতা শহর বোঝাই করে ফেলল। তারপর উপচে শহরতলীগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ল।

পার্টিসানের দু'মাসের ভেতর মাঙ্গীরাম লাখোটিয়ার এই ব্যারাক ভর্তি হয়ে গেল। এখানকার প্রায় সব ভাড়াটেই পূর্ব বাঙলার রিফিউজি।

বাড়িতে ঢুকলেই চোখে পড়ে উঠোনের মাঝখানে একটা ঝাড়ালো চীনা চেরীর গাছ। গাছটা উঠোনের আধখানা জুড়ে মাথার ওপর ছাতা ধরে আছে।

এখন, সন্ধ্যার পরে পরে এই সময়টায় সব ঘরেই আলো জ্বলছে। পোলট্রিতে যেমন হয়, অবিকল সেই রকম হাঁস-মুরগির ছানার মতো গাদা গাদা কাচ্চাবাচ্চা উঠোনময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এই বাড়িটার ডানদিকের সারিবদ্ধ ঘরগুলোর দু-খানা ঘর নিয়ে থাকে রেখারা, বাঁদিকের দু'খানা ঘর নিয়ে অশোকরা।

ওরা উঠোনের মাঝামাঝি চলে এসেছিল। রেখা বলল, 'আমাদের ঘরে আগে যাবে, না তোমার কাকা-কাকিমার সঙ্গে দেখা করে আসবে?' বলে ডাইনে ঘাড় ফিরিয়ে এক পলক নিজেদের ঘর দুটো দেখে বলল, 'বাবা মনে হচ্ছে, তোমার জন্যে আজ আগেই চলে এসেছে।'

সেই রকম কথাই আছে। রেখার বাবা ভূপাল বোস সকালেই বলে দিয়েছিল, কনভোকেসন থেকে ফিরেই যেন অশোক তাদের ঘরে আসে। আজ এমন একটা দিন; রাত্তিরে তাদের ওখানে খাওয়া-দাওয়ার কথাও বলে দিয়েছিল। আবার কাকাও বলে রেখেছে আজ তাড়াতাড়ি ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে আসবে।

এক পলক ভেবে অশোক বলল, 'তুমি তোমাদের ঘরে যাও। আমি কাকা-কাকিমার সঙ্গে দেখা করে আসছি।'

'বেশি দেরি করো না।'

'আচ্ছা।'

রেখা ডান দিকে চলে গেল। অশোক ওদের ঘর দুটোর কাছাকাছি আসতেই দেখতে পেল কাকা-কাকিমা তাদের ঘরে রয়েছে। কাকা হরনাথ তক্তপোশে জম্পেস করে বসে বিড়ি টানছে। আর কাকিমা মালতী চাল বাছছে। হরনাথ অশোকের আসল কাকা নয়, কোন রকম রক্তের সম্পর্কই নেই তার সঙ্গে! হরনাথ তার বাবার বন্ধু। কিন্তু এ সব কথা পরে।

হরনাথের বয়স ষাট ছুঁই ছুঁই। লম্বা পাতলা চেহারা, ভাঙা গাল, কণ্ঠার হাড় গজালের মাথার মতো ঠেলে বেরিয়ে আছে। মাথায় কাঁচা পাকা চুল, একমুখ খাপচা খাপচা দাড়ি। চোখ দুটো কিন্তু দারুণ জ্বলজ্বলে। মনে হয় সে দুটোর পেছনে বেশি পাওয়ারের আলো যেন বসানো রয়েছে। সর্বক্ষণ তার মুখে স্নিগ্ধ একটা হাসি আঠার মত আটকানো থাকে। খুবই আমুদে মানুষ সে।

হরনাথ একটা ফ্যাক্টরিতে ওয়েল্ডার না ফিটার। চাকরি যা-ই করুক, সে একজন মাঝারি ধরনের শ্রমিক নেতা। সৎ এবং নির্লোভ মানুষ হিসেবে সহকর্মীরা তাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। যে কোম্পানিতে হরনাথ চাকরি করে তার ম্যানেজমেণ্ট তাকে অনেক বড় প্রমোশন দিতে চেয়েছিল। তবে একটি শর্তে। তাকে শ্রমিক নেতৃত্ব ছাড়তে হবে। হরনাথ রাজী হয় নি। সে ফিটার বা ওয়েল্ডারই রয়ে গেছে।

মালতীর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এখনও একটা চুল পাকে নি, একটা দাঁত পড়ে নি। গোলগাল জাপানী পুতুলের মতো গড়ন; এক মাথা ঘন মেঘের মতো চুল। চোখে প্রতিমার চোখের মতো লম্বাটে টান, সরু চিবুক, সটান নাক। মালতী রাগ করতে জানে না, চড়া গলায় কথা বলতে পারে না। সামান্য কারণে শিশুর মতো অবাক হয়ে যায়। কথায় কথায় নিতান্ত অকারণেও হেসে ওঠে।

হরনাথ আর মালতীর দুই ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলেরা বড়, মেয়ে ছোট। ছেলে দুটো নান্টু আর ঝন্টু পড়ে ক্লাস টেনে আর নাইনে। ওরা পিঠোপিঠি, বছর দেড়েকের ছোট বড়। মেয়ে সোনা পড়ে ক্লাস সিক্সে। ওরা এখন কাকা-কাকিমার পাশের ঘরে পড়ছে। ওই ঘরটা অশোকের। বারান্দায় টিন দিয়ে ঘেরা রান্নাঘর। আরেকটা দিক ফাঁকা। সেখানে উঠে অশোক ডাকল, 'কাকা—'

হরনাথ বারান্দার দিকে মুখ বাড়িয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'আয় আয়-'

মালতীও চাল বাছা আপাতত স্থগিত রেখে ঘুরে বসেছে।

অশোক ঘরের ভেতর এসে দাঁড়াল।

হরনাথ হাত বাড়িয়ে বলল, ';াখি ডিগ্রিটা—'

অশোক বলল, 'আনি নি।'

'কী ব্যাপার—দ্যায় নি?'

'দিয়েছিল, ছিঁড়ে ফেলেছি।'

'ছিঁড়ে ফেলেছিস!' হরনাথ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, 'কেন, ছিঁড়লি কেন?'

অশোক সেই পুরনো উত্তরটা দিল। অর্থাৎ একটা অকেজো বাজে কাগজ বাড়িতে এনে কোন লাভ নেই। চাকরি যখন পাওয়া যাবে না তখন ওটার প্রয়োজনই বা কী?

একটু চুপ করে থেকে হরনাথ বলল, 'তা বেশ করেছিস। যা, হাত মুখ ধুয়ে আয়। তোর জন্যে এখনও চা খাই নি।'

হরনাথ অসন্তুষ্ট হয়েছে কিনা বোঝা গেল না। মালতী এতক্ষণ একবার হরনাথের দিকে, আরেক বার অশোকের দিকে তাকাচ্ছিল। হরনাথ যখন বলল, 'বেশ করেছিস,' তখন সেও একমুখ হেসে বলল, 'বেশ হয়েছে, জঞ্জাল গেছে। তোর কাকা যা বললে তাই কর; হাতে মুখে জল দিয়ে আয়। আমি চায়ের জল চাপিয়ে দিচ্ছি।' স্বামীর সব কথায় মালতীর সায় নিঃশর্ত।

অশোক বলল, 'ঠিক আছে, চা কর। তবে রাত্তিরে কিন্তু খাব না।'

'কেন রে?'

'রেখাদের ওখানে খেতে বলেছে।'

চা খেয়ে একটু পর রেখাদের ঘরের দিকে গেল অশোক।

উঠোনের মাঝামাঝি আসতেই দেখা গেল রেখার বাবা ভূপাল বোস ওদের বারান্দায় মোড়া পেতে বসে আছে। কোলকুঁজো মার্কা চেহারা, চোখ দেড় ইঞ্চি গর্তে ঢোকানো, ঘোলাটে চাউনি, পানের রসে ছোপানো ক্ষয়াটে দাঁত, সব সময় অজানা কোন ভয়ে সন্ত্রস্ত। ভদ্রলোক একটা মার্চেন্ট অফিসের লেজার কীপার। তিনটি মেয়ে তার—রেখা যমুনা আর শ্যামলী। রেখা সবার বড়। বি-এ পাশ করে টুইসনি করছে আর চাকরির জন্য এ্যাপ্লিকেসনের পর এ্যাপ্লিকেসন, ইন্টারভিউর পর ইন্টারভিউ দিয়ে যাচ্ছে। যমুনার এবার বি-এ ফার্স্ট ইয়ার, শ্যামলী আসছে বছর সেকেণ্ডারি দেবে।

ভূপাল বোসের আর দু'বছর মোটে চাকরি আছে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং গ্র্যাচুইটি মিলিয়ে যা পাওয়া যাবে তাতে এতগুলো লোকের ক'দিন চলবে! তার পরের কথা ভাবতে গেলে রক্তচাপ হুড়হুড় করে নেমে যায় ভূপাল বোসের।

তাছাড়া ঘাড়ের ওপর তিন তিনটে মেয়ে। অবশ্য রেখার ব্যাপারে তার তেমন দুশ্চিন্তা নেই। অশোকের সঙ্গে বড় মেয়ের সম্পর্কটা এ তল্লাটের আর সবার মতো সে-ও জানে। ভূপাল বোসের ধারণা দু'দিন আগে হোক আর দু'দিন পরেই হোক, বিয়েটা ওদের হবেই। তার আগে অবশ্যই অশোকের একটা চাকরি হওয়া দরকার। চাকরিটা হলে আর দেরি করবে না সে। ভূপাল বোস জানে এ বিয়ে হলে তার বিশেষ খরচ খরচা নেই। ভালবাসার বিয়েতে বাপ-মায়ের এই এক সুবিধে।

রেখার মোটামুটি একটা ব্যবস্থা হয়ে থাকলেও যমুনা আর শ্যামলী রয়েছে। শ্যামলীটা ছোট। ভূপাল একেক সময় ভাবে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে লোন নিয়ে যমুনার বিয়েটা দিয়ে দেবে। যতটা হাল্কা হওয়া যায় আর কি। পরমুহূর্তেই তার চিন্তা হয় টাকাটা এখনই খরচ করে ফেললে ভবিষ্যতে কী খাবে। তার চাইতে যমুনা বা শ্যামলী যদি রেখার মতো ভাল ছেলে জুটিয়ে ফেলতে পারত বেঁচে যেত ভূপাল বোস। অবশ্য এখনও সময় আছে। তা ছাড়া ভেতরে ভেতরে যদি জুটিয়েও থাকে ভূপাল সে খবর পায় নি। আর তিন মেয়ের কেউ যদি বিয়ে-টিয়ে না করে চাকরি-বাকরি নিয়ে সংসারের পেছনে দাঁড়ায়, ভূপাল বোস সব চাইতে খুশী হবে।

এ তো গেল রেখার বাবার কথা। তার মা প্রতিমা রোগা দুর্বল ক্ষয়াটে চেহারার এক মহিলা। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে শরীরে দড়ির মতো শিরাগুলো বেরিয়ে আছে। বারো মাস এ্যানিমিয়ার পেসেণ্ট প্রতিমা। জোরে কথা বলতে পারে না, জোরে হাসতে পারে না। দু' পা গেলেই হাঁপাতে থাকে। তার স্বর রুগ্ন, হাসিটা অসুস্থ।

এই মুহূর্তে বারান্দার ঘেরা জায়গায় বসে রান্না করছিল রেখার মা। রেখা হাতে হাতে এটা সেটা এগিয়ে দিয়ে মাকে সাহায্য করছিল। দুই বোন যমুনা আর শ্যামলী একটা সিনেমার বই কাড়াকাড়ি করে দেখছিল। তবে একটা ব্যাপার বোঝা যায়, সবাই অশোকের জন্য অপেক্ষা করছে।

বারান্দার সামনে এসে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অশোক। ভূপাল বোস এক কথায় হরনাথের মতো আজকের কনভোকেসনের ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলবে না। ঘ্যানঘেনে গলায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানতে চাইবে। অশোক ঠিক করে ফেলল, আগে থেকে কিছু ভাববে না ; মুখে যে উত্তর আসে তাই বলে ফেলবে।

প্রতিমা অশোককে দেখতে পেয়েছিল। দুর্বল গলায় বলল, এসো, এসো—'

ভূপাল বোসও বাঁকানো পিঠ অনেকখানি সোজা করে খানিকটা ব্যস্ত হয়ে

পড়ল। সর্দি-বসা ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'তোমার জন্যে আজ আর বড়বাজার যাই নি। অফিসের পর বাসে ঝুলতে ঝুলতে চলে এসেছি।' ছুটির পর ভূপাল বোস বড়বাজারে এক মারোয়াড়ীর গদিতে গিয়ে খাতা লেখে। এই বাড়তি আয়টা না হলে সংসার চলে না। আজ অশোকের খাতিরে খাতা লেখা স্থগিত রেখে চলে এসেছে।

অশোক চোখ কুঁচকে এক পলক ভূপালকে দেখল। তারপর বারান্দা পার হয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সিনেমা ম্যাগাজিনটা একধারে রেখে যমুনা আর শ্যামলী খুব ব্যস্তভাবে পাড়ের সুতো দিয়ে তৈরি একখানা নকশাদার গালচে মেঝেতে পেতে দিল।

রেখাদের ঘরে তের চোদ্দ বছর ধরে আসছে অশোক। দিনে কম করে দু-তিন বার তো আসেই। রোজ অন্তত দু'বার এসে এতগুলো বছরে কম করে কয়েক হাজার বার আসা হয়ে গেছে। কিন্তু আগে কোনদিন তার জন্য এ রকম গালচে পেতে দেওয়া হয় নি। আজকের খাতিরটা একেবারে আলাদা।

অশোক বসে পড়েছিল। যমুনা আর শ্যামলী তার গা ঘেঁষে বসল। রেখার বোন দুটো তাকে দারুণ পছন্দ করে। তারও খুব ভাল লাগে ওদের। শ্যামলীর নাকে আলতো করে একটা টোকা দিল অশোক ; আদরের ভঙ্গিতে যমুনার চুল এলোমেলো করে দিল। তারপর ভূপাল বোসের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কী যেন বলছিলেন—'

ভূপাল অনেকখানি উৎকণ্ঠা নিয়ে গলা বাড়িয়ে ছিল। এবার মোড়াটা নিয়ে বারান্দা থেকে ঘরের দরজার কাছে চলে এলো। বসতে বসতে বাইফোকাল লেন্সের গোল চশমার তলা দিয়ে ঘোলাটে চোখে অশোককে একবার দেখে নিল। তার উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, 'রেখা বলছিল আজ কনভোকেসনে তুমি নাকি ডিগ্রি ছিঁড়ে ফেলেছ। কথাটা সত্যি ?'

রেখা তা হলে খবরটা আগেই দিয়ে রেখেছে। যাক্, কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেল। অশোক বলল, 'হানড্রেড পার্সেন্ট সত্যি।'

অশোকের মুখে শুনেও কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না ভূপাল বোস। বিমূঢ়ের মতো সে বলল, 'এত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে ডিগ্রিটা পেলে। আর পেয়ে কিনা সেটা ছিঁড়ে ফেললে !'

অশোক বলল, 'কী হবে ওটা দিয়ে ?'

ভূপাল একটু থতমত খেয়ে গেল। আজ যে অশোককে এত খাতির করে খাবার নেমন্তন্ন করা হয়েছে তার কারণ একটাই। এম-এ পাশ করেছে সে, এবার

একটা চাকরি-টাকরি হয়ে গেলেই রেখার সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারটা পাকা করে নেবে। তবে এই মুহূর্তে বিয়ের কথাটা তুলতে পারল না ভূপাল। শুধু বলল, 'মানে চাকরি-বাকরির জন্যে তো ওটা দরকার।'

'আপনার ধারণা ওটা থাকলেই চাকরি পেয়ে যাব?'

ভূপাল বোসের চোখ আরো ঘোলাটে হয়ে গেল। এবার সে কিছু বলল না।

অশোক আবার বলল, 'কনভোকেসন হলে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ডিগ্রির সঙ্গে চাকরির গ্যারাণ্টি দেওয়া হচ্ছে কিনা। কেউ তার উত্তর দিলে না। তখন ডিগ্রিটা ছিঁড়ে ফেললাম।'

ঘড়ঘড়ে গলায় ভূপাল বোস বলল, 'তাহলে এবার কী করবে?'

অশোক বলল, 'সেভাবে কিছুই ভাবি নি। তবে কিছু না পেলে বিড়ির দোকান দিতে পারি, হকারি করতে পারি, এসপ্ল্যানেডে জুতো পালিশের বাক্স নিয়ে বসতে পারি। আর কিছু না পেলে ওয়াগন ব্রেকারদের দলে ভিড়ে যাব।'

অশোকের বলার ধরনটাই এই রকম। গুম হয়ে খানিকক্ষণ বসে থাকল ভূপাল বোস। তারপর হাতের ভর দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, 'তোমরা গল্প-টল্প কর, আমি একটু নরেশদার ঘর-থেকে ঘুরে আসি।'

নরেশ—নরেশ ভট্টাচার্য ভূপালের বন্ধু, এই ব্যারাক বাড়িরই ভাড়াটে।

এম-এ পাশ ভাবী জামাইয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং তার চাকরি বাকরি নিয়ে আজ জমিয়ে আলোচনার ইচ্ছা ছিল ভূপাল বোসের। কিন্তু অশোকের কথা বলার ধাঁচ দেখে তার সব উৎসাহ এক ফুঁয়ে জুড়িয়ে গেল। ছেলেটার সব ভাল কিন্তু কথাবার্তা যেন কেমন—কাটা-কাটা, রুক্ষ, চোয়াড়ে।

ভূপাল বোস চলে যেতেই যমুনা বলল, 'তুমি কী অশোকদা।' ছেলেবেলা থেকে অশোককে দেখছে তারা। আপনি-টাপনি করে আর বলে না।

অশোক যমুনার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'আমি কী?'

'কোথায় বাবাকে বলবে, 'আই-এ-এস কমপীট করে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হবে, নইলে আই-এফ-এস হয়ে লণ্ডন-প্যারিস-ওয়াশিংটন ঘুরে বেড়াবে। তা নয়, জুতো পালিশ, হকারি, ওয়াগন ভাঙা! এর কোন মানে হয়। তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।'

যমুনা মেয়েটা এমনিতে খুব ভাল। তবে ভীষণ ফাজিল। অশোক বলল, 'ইয়ার্কি হচ্ছে!'

যমুনা এবার বলল, 'দিদি আসার আগে তোমার ফিউচার নিয়ে বাবা রিসার্চ করছিল। বলছিল, অশোক এমন ব্রাইট স্টুডেন্ট; নিশ্চয় দারুণ একটা কিছু হয়ে

যাবে। কিন্তু দিদি এসে বলল ডিগ্রিটা ছিঁড়ে ফেলেছ। তখনই বাবা স্পীকটি নট হয়ে গেল। তারপর তুমি যেই হকারি, জুতো পালিশ, ওয়াগন ভাঙার কথা বললে তখন বাবার হয়ে গেল। তুমি একেবারে থার্ড ক্লাশ অশোকদা—' বলে ঠোঁট কামড়ে কামড়ে হাসতে লাগল।

বারান্দা থেকে রেখার মা অসুস্থ রুগ্ন গলায় বলল, 'তোমাকে নিয়ে রেখার বাবার অনেক আশা অশোক; অফিসের বন্ধুবান্ধবদের কাছে গর্ব করে কত কথা বলে।'

অশোক উত্তর দিল না।

শ্যামলী ওপাশ থেকে বলল, 'অশোকদা ডিগ্রি ছিঁড়ে ফেলেছে বলে ছাড়ছি না কিন্তু। এম-এ পাশ করেছ, মেজদি আর আমাকে সিনেমা দেখাতে হবে। আসছে শুক্রবার ধর্মেন্দ্র-হেমার একটা দুর্দান্ত ছবি আসছে। ফার্স্ট ডে'র ফার্স্ট শোতে দেখব কিন্তু—'

অশোক বলল, 'আমি একেবারে প্রলেটারিয়েট; আমার ওপর প্রেসার দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে?'

'আমরা কোন কথা শুনতে চাই না।'

'ও-কে, সিনেমার জন্যে তোমাদের দিদির কাছে হাত পাততে হবে দেখছি। রেখার কাছে লোন যা বাড়ছে আর ভাবতে পারি না।'

রেখার কাছ থেকে অশোক যে প্রায়ই টাকা নেয়, এর মধ্যে কোন লুকোচুরি বা ঢাকাঢাকির ব্যাপার নেই। সবাই এটা জানে।

শ্যামলী বলল, 'সে আপনি দিদির সঙ্গে বুঝবেন।'

যাই হোক, শ্যামলী এবং যমুনার সঙ্গে এলোমেলো গল্প করতে করতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। ততক্ষণে রেখার মায়ের রান্নাবান্না শেষ হয়েছে, ভূপাল বোসও গল্প-টল্প করে ফিরে এসেছে।

এক সময় রাতের খাওয়া সেরে নিজেদের ঘরে ফিরে এলো অশোক।

রাত্তিরে একটা ঘরে হরনাথ মালতী আর সোনা থাকে। অন্য ঘরটায় থাকে নান্টু ঝিন্টু এবং অশোক।

হরনাথ আর মালতী অশোকের জন্যই জেগে বসে ছিল। তাকে দেখে বলল, 'খাওয়া হয়েছে?'

অশোক বলল, 'হ্যাঁ।'

'কী খাওয়ালো?'

'দু রকমের মাছ, পাঁঠার মাংস, দই-মিষ্টি—'

মালতী মজা করে বলল, 'জামাইয়ের জন্যে আয়োজন তো খারাপ করে নি ভূপাল বোস।'

হরনাথ বলল, 'অনেক রাত হয়ে গেছে। যা, শুয়ে পড় গে—'

পাশের ঘরে এসে অশোক দেখল, নান্টু ঝিন্টু ঘুমিয়ে পড়েছে। ওরা ডানদিকের দেয়াল ঘেঁষে একটা তক্তাপোশে শোয়। আর বাঁ পাশের দেয়ালে ফালিমত যে তক্তাপোশটা রয়েছে সেটা অশোকের। এক ধারে সস্তা টেবল চেয়ার। দু-তিন বছর আগে রাসবিহারীর রথের মেলা থেকে ওগুলো কিনে এনেছিল অশোক। টেবলের ওপর নান্টু ঝিন্টু সোনা এবং তার নিজের বই-খাতা ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। আর আছে পুরনো একটা টেবিল ক্লক, রবীন্দ্রনাথের একটা ছবি। এছাড়া ঘরটার এধারে ওধারে টুকিটাকি অনেক জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

মালতী আগেই মশারি টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। টেবলে এক গেলাস জলও রেখে গেছে। এক চুমুকে জলটা খেয়ে ফেলল অশোক, তারপর আলো নিভিয়ে মশারির ভেতর ঢুকে পড়ল।

অশোকের মাথার দিকে একটা জানালা। তার ওপারে বুনো কচুর জঙ্গল, ঝোপঝাড়, তারপর কচুরিপানায় বোঝাই মজা পুকুর। তার ওপর অন্ধকারে শিলুয়েট ছবির মতো কিছু বাড়িঘর! জানালার ফ্রেমে রুপোর থালার মতো গোল একখানা চাঁদ আটকে রয়েছে।

শুয়ে শুয়ে খানিকক্ষণ জানালার বাইরের দৃশ্য দেখল অশোক। ঝোপঝাড় থেকে একটানা ঝিঁঝিদের কনসার্ট উঠে আসছে। সব দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল অশোক।

চার

সকালবেলায় কার ধাক্কায় যেন ঘুমটা ভেঙে গেল অশোকের। ধড়মড় করে উঠে বসে সে দেখল নান্টু ঝিন্টু আর চায়ের দোকানের ললিত তক্তাপোশের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের তিনজনেরই চোখেমুখে দারুণ উত্তেজনা।

নান্টু এবং ঝিন্টুকে রোজ ঘুম থেকে উঠলেই দেখা যায়। কিন্তু ললিতকে

আজই প্রথম তার ঘরে এ সময় দেখতে পেল অশোক। খুব অবাক হয়ে গেল সে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল, 'কী ব্যাপার, কী হয়েছে ?'

ললিত নাণ্টু এবং ঝিণ্টু হড়বড় করে ভীষণ উত্তেজিতভাবে যা বলল তা এই রকম। একটু আগে একটা প্রকাণ্ড দামী গাড়ি তাদের গলিতে এসে অশোককে খোঁজাখুজি করছিল। এখানে ওখানে জিজ্ঞেস করে ললিতের চায়ের দোকানে আসে গাড়িটা। ললিত গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে অশোককে খবর দিতে এসেছে। এক ফাঁকে নাণ্টু এবং ঝিণ্টুও গাড়িটা দেখে এসেছে। এত বড় আর এত দামী গাড়ি আগে কখনও এ পাড়ায় নাকি ঢোকে নি।

অশোক বুঝতে পারছিল না, ঐ রকম একটা বিশাল গাড়ি নিয়ে কে তার খোঁজে আসতে পারে। ইউনিভার্সিটিতে যাদের সঙ্গে সে পড়েছে তাদের অনেকেরই গাড়ি-টাড়ি আছে। কিন্তু গাড়িওলা বন্ধুদের কেউ কোনদিন তাদের এই গলিতে আসে নি।

ললিত তাড়া দিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি চলুন অশোকদা, ওদের অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি।'

'যারা এসেছে তাদের নাম-টাম বলেছে ?'

'না! আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে বলল শুধু। চলুন—'

'তুই যা। আমি মুখ ধুয়ে আসছি।'

ললিত চলে গেল।

এমনিতে অশোকের রোজ দেরি করে ঘুম ভাঙে। আচমকা ঘুম ভাঙিয়ে দেবার জন্য সে বিরক্ত হয়েছে যথেষ্ট। তবে কারা তাকে খুঁজছে জানার জন্য কৌতূহলও খুব হচ্ছিল।

খুব তাড়াহুড়ো করল না অশোক। মশারির ভেতর থেকে বাইরে বেরুতে বেরুতে নাণ্টুকে জিজ্ঞেস করল, 'কাকা বেরিয়ে গেছে ?' হরনাথের বাঁধা টাইমের ডিউটি নয়। কখনও সকাল, কখনও দুপুর, কখনও বা রাতের শিফটে তার ডিউটি পড়ে। এখন হরনাথের কী ডিউটি চলছে অশোকের ঠিক খেয়াল নেই। হরনাথ বাড়ি থাকলে অশোক তাকে পাঠিয়ে খবরটা আনাবে।

নাণ্টু বলল, 'হ্যাঁ, বাবার মর্ণিং ডিউটি। ভোরবেলা চলে গেছে।'

অশোক আর কিছু না বলে বাইরে বেরিয়ে এলো। বারান্দায় তিন চারটে জলে বোঝাই প্লাস্টিকের বালতি পর পর সাজানো রয়েছে। তাড়াতাড়ি কোন রকমে মুখটা ধুয়ে বাইরের রাস্তায় চলে এলো সে। সঙ্গে সঙ্গে নাণ্টুও এসেছে।

সত্যিই রাজহাঁসের পাখার মতো সাদা ধবধবে একটা দারুণ দামী ইমপোর্টেড

লিমুজিন ললিতের চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে মাথায় টুপি এবং সাদা জিনের উর্দি-পরা একজন শোফার ছাড়া আরেকজন পাতলা মেদহীন চেহারার মধ্যবয়সী লোককে দেখা গেল। সামনের সীটে শোফারের পাশে তিনি বসে ছিলেন। নিখুঁত কামানো মুখ, ব্যাকব্রাশ করা চুল, টান টান চেহারা, পরনে দামী ট্রাউজার আর বুশ শার্ট।

গাড়িটাকে ঘিরে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে। ললিতের চায়ের দোকানে সেই ছেলে ছোকরারা তো আছেই, চারপাশের বাড়ি-টাড়ি থেকে কিছু বয়স্ক লোকজন এবং বাচ্চাকাচ্চা বেরিয়ে এসে কাছে দাঁড়িয়েছে। এ গলিতে এ রকম একটা গাড়ি আসা রীতিমত ঐতিহাসিক ঘটনা।

অশোক আসতেই সবাই সরে সরে রাস্তা করে দিল। গাড়িটার কাছে গিয়ে সেই স্মার্ট চেহারার ঝকঝকে মধ্যবয়সী লোকটিকে অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাইছেন আপনারা ?' ললিত খবর দেবার পরও সে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছিল না।

ভদ্রলোক বললেন, 'অশোক ব্যানার্জিকে।'

'এ্যাড্রেস কি ?'

'বারো নম্বর নীলাম্বর ঘটক লেন।' বলতে বলতে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন ভদ্রলোক।

ওটা অশোকদের ব্যারাক বাড়িরই ঠিকানা। এই অচেনা ভদ্রলোক যে তারই কাছে এসেছেন সে সম্পর্কে অশোক পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হয়ে গেল। কিন্তু তার কাছে এঁর কী প্রয়োজন থাকতে পারে, সেটাই শুধু বোঝা যাচ্ছে না। অশোক বলল, 'কি ব্যাপার বলুন তো ?'

'আপনিই কি অশোক ব্যানার্জি ?'

'হ্যাঁ।'

যাক, এতক্ষণে আসল লোককে পাওয়া গেল। আপনার এ্যাড্রেস বার করতে অনেক খোঁজাখুঁজি করতে হয়েছে।'

'আমাদের বাড়ির নম্বরগুলো পর পর সিস্টেমেটিক্যালি সাজানো নেই। নতুন লোকের পক্ষে এ্যাড্রেস খুঁজে বার করতে ভীষণ অসুবিধা হয়। কিন্তু আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পারছি না তো।'

'চিনবার কথা নয়। আগে আমরা কেউ কাউকে দেখি নি। আমার নাম প্রমথেশ মল্লিক। চ্যাটার্জিসাহেব আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি।'

ব্যাপারটা আরো জট পাকিয়ে গেল। একে প্রমথেশ মল্লিককেই চেনে না অশোক, তার ওপর কে এক চ্যাটার্জিসাহেব এর মধ্যে ঢুকে গেলেন। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'চ্যাটার্জি সাহেব কে ?'

'সোমদেব চ্যাটার্জি। বিগ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট এ্যাণ্ড বিজনেস ম্যাগনেট।'

এবার মনে পড়ে গেল। কাল কনভোকেসনে সোমদেবের দীক্ষান্ত ভাষণের সময় সে প্রোটেস্ট জানিয়েছিল। কিন্তু তিনিই যে রাত পোহাতে না পোহাতে তার কাছে লোক পাঠিয়ে দেবেন, এটা ভাবতে পারে নি অশোক। তার মতো স্মার্ট ছেলেও অনেকক্ষণ বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'আমার কাছে তাঁর কী দরকার ?'

প্রমথেশ বললেন, 'আমি ঠিক বলতে পারব না, তবে উনি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেছেন। সে জন্যে এই গাড়িও পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'আমি কেন যাব ? তাঁর কাছে তো আমার কোন রকম দরকার নেই। তা ছাড়া আমরা কেউ কাউকে চিনিও না।'

'প্লীজ চলুন, আপনি না গেলে আমি খুব অসুবিধায় পড়ে যাব।'

'আপনার অসুবিধার কি কারণ থাকতে পারে ? স্ট্রেট গিয়ে বলবেন, অশোক ব্যানার্জি এলো না।'

গলার স্বর নীচু করে প্রমথেশ বললেন, 'সেটা হয় না মিষ্টার ব্যানার্জি।'

অশোক এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'কেন হয় না ?'

'আমি ওঁর কাছে চাকরি করি তো। একটা কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। সেটা করতে না পারলে উনি মনে করবেন আমি ইনকমপীটেন্ট। দয়া করে আসুন। চ্যাটার্জি সাহেব আপনার জন্যে ওয়েট করছেন।'

'অদ্ভুত ব্যাপার তো! চ্যাটার্জি সাহেব ওয়েট করছেন বলেই আমাকে দৌড়ুতে হবে! আমি কিন্তু তাঁর কাছে চাকরি করি না মিঃ মল্লিক।'

তোষামোদের গলায় এবার প্রমথেশ বললেন, 'দ্যাটস রাইট, দ্যাটস রাইট। শুধু আমার দিকটা একটু কনসিডার করে চলুন। প্লীজ—'

প্রমথেশ খুবই চতুর এবং দারুণ কাজের লোকও। অনবরত কাকুতি-মিনতি করে শেষ পর্যন্ত অশোককে রাজী করিয়ে ফেললেন। অশোক বলল, 'একটু দাঁড়ান ; আমি বাড়িতে বলে আসছি।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

অশোক ব্যারাক বাড়িতে ফিরে এসে দেখল, সদর দরজায় পনেরো ষোল ঘর ভাড়াটের প্রায় সবাই ভিড় করে আছে। তাদের মধ্যে রেখা আর মালতীকেও

দেখা গেল। বোঝা যাচ্ছে অশোকের খোঁজে দামী গাড়ি আসার খবরটা কারো জানতে বাকি নেই। সবার চোখেমুখে দারুণ কৌতূহল।

মালতী বেশ উদ্বিগ্ন ভাবেই জিজ্ঞেস করল, 'কে এসেছে রে তোর কাছে?'

অল্প কথায় গোটা ব্যাপারটা জানিয়ে অশোক বলল, 'আমি ওদের সঙ্গে একটু যাচ্ছি কাকীমা।'

'কখন ফিরবি?'

'দেখি—'

'গোলমাল টোলমাল হবে না তো?'

'গোলমালের কি আছে; তুমি ভেবো না।'

অশোক প্রমথেশের সঙ্গে যাওয়ার কথাটা মালতীকে বলার জন্যই এসেছিল। কাকা-কাকীমাকে না বলে ও কোথাও যায় না। সদরের কাছে মালতীকে পেয়ে যাওয়াতে আর ভেতরে ঢুকল না। গাড়িটার দিকে যখন সে আবার ফিরে যাচ্ছে রেখা হঠাৎ পিছু ডাকল, 'শোন—'

অশোক ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী?'

'শেভ করে শার্ট-প্যান্ট বদলে যাও—'

অশোকের মনে পড়ে গেল, পাঁচ ছ'দিন দাড়ি কামায় নি সে। তা ছাড়া কাল যে কোঁচকানো-মোচকানো ময়লা ট্রাউজার আর শার্ট পরা ছিল সেগুলো আর বদলানো হয় নি। রাত্তিরে ওগুলো পরেই সে শুয়ে পড়েছিল।

অশোক চোখ কুঁচকে রেখার দিকে তাকাল, 'আমি কি বিয়ে করতে যাচ্ছি যে জামাই সাজতে হবে? গালে দাড়ি নিয়ে এগুলো পরেই যাব।' অশোক আর দাঁড়াল না; সোজা গাড়ির কাছে চলে গেল।

প্রমথেশ ব্যস্তভাবে পেছনের দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'উঠুন।' অশোক উঠলে তিনি তার পাশে বসে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

শোফার স্টার্ট দিয়ে গাড়িটাকে গলির ভেতর থেকে বড় রাস্তার দিকে নিয়ে গেল। পেছনে একগাদা কাচ্চা বাচ্চা এবং বয়স্ক মানুষ সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

পাঁচ

দামী লিমুজিন অশোকদের গলি-টলি পেছনে ফেলে এখন ট্রাম রাস্তায় এসে পড়েছে। এতটুকু ঝাঁকুনি নেই। গাড়িটা তেলের মতো গড়িয়ে যাচ্ছিল। তার চাকার তলায় এ্যাসফাল্ট-মোড়া রাস্তাটা ফিতের মতো দ্রুত গুটিয়ে যাচ্ছে।

দু ফুট পুরু গদির ভেতর ঢুকে দেড় লাখ টাকা দামের গাড়িটায় করে যেতে যেতে অশোকের কাছে গোটা ব্যাপারটা অ্যারেবিয়ান নাইটসের কোন গল্পের মতো অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। সোমদেব চ্যাটার্জি তাকে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি পাঠিয়েছেন শুনে প্রথমটা সে অবাকই হয়েছে। তবে আসার ইচ্ছা খুব একটা ছিল না। প্রমথেশ যখন নরম গলায় তোষামোদ করছিলেন তখন সে বিরক্তই হচ্ছিল। কিন্তু এখন রীতিমত কৌতুহল হচ্ছে। অশোক কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না, হঠাৎ সোমদেবের মতো এত বড় একজন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আর বিজনেস ম্যাগনেটের চোখ তার ওপর এসে পড়ল কেন ?

গাড়িতে ওঠার পর একটা কথাও কেউ বলে নি। হঠাৎ অশোক প্রমথেশের দিকে ফিরে ডাকল, 'মিস্টার মল্লিক—'

প্রমথেশ জানালার বাইরে অন্যমনস্কর মতো তাকিয়ে ছিলেন। দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। ব্যস্তভাবে বললেন, 'কিছু বলবেন ?'

'মিস্টার চ্যাটার্জি কেন আমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন, সত্যিই কি আপনি জানেন না ?'

'বিশ্বাস করুন, আমি কিচ্ছু জানি না। আমি চ্যাটার্জি সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি। সব ব্যাপারেই উনি আমাকে জানান। কিন্তু আপনার বিষয়ে কিছুই বলেন নি।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে অশোক জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আমার ঠিকানাটা মিস্টার চ্যাটার্জি কোথায় পেয়েছেন জানেন ?'

প্রমথেশ বললেন, 'জানি। কাল উনি ইউনিভার্সিটিতে কনভোকেসন এ্যাড্রেস দিতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে নিয়েছেন।'

এরপর আর কোন কথা হল না। কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়িটা কলকাতার সব চাইতে দামী এবং পশ লোকালিটিতে একটা বাড়ির কমপাউণ্ডে ঢুকে পড়ল। প্রায় একরখানেক জায়গা জুড়ে বিরাট কমপাউণ্ড। চারপাশে নকশা-করা

দেয়ালের ওপর তারকাঁটার ফ্রেম বসিয়ে বাহারে ঝাড়ালো লতা তুলে দেওয়া হয়েছে।

ভেতরে টেনিস কোর্ট, লন, লনে গার্ডেন আমব্রেলা, ফোয়ারা, নুড়ির রাস্তা, রাস্তার দু-ধারে কনিক্যাল আকারের ছোট ছোট ঝাউ গাছ এবং নানারকম দামী দুষ্প্রাপ্য ফুল আর ক্যাকটাস দিয়ে সাজানো বাগান। ব্যাকগ্রাউণ্ডে মডার্ন আমেরিকান আর্কিটেকচারের তেতলা বাড়ি।

এই মুহূর্তে বাগানে প্রায় ডজনখানেক মালী ফুল পাতা আর গাছ-টাছের পরিচর্যা করছে। কেউ টেনিস কোর্টের ঘাস 'মোয়ার' দিয়ে সমান করে ছাঁটছে; কেউ বা লম্বা পাইপ দিয়ে চারদিকে জল ছিটোচ্ছে।

নুড়ির রাস্তায় গাড়িটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ফিটফাট কেতাদুরস্ত একটা বেয়ারা দৌড়ে এসে দরজা খুলে দিল।

প্রমথেশ বললেন, 'নামুন মিস্টার ব্যানার্জি, আমরা এসে গেছি।'

অশোক নেমে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে প্রমথেশও। তারপর ভি-আই-পিদের যেভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয় ঠিক সেইভাবে অশোককে নিয়ে সামনের বাড়িটার দিকে চললেন।

গোটা বাড়িটা এয়ার কণ্ডিশানড। নিচে দরজার কাছে সাত ফুট লম্বা এবং সেই অনুপাতে চওড়া শিখ বন্দুক কাঁধে বসে ছিল। প্রমথেশদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে লম্বা স্যালুট হাঁকল। তারপর বিরাট কাচের দরজা খুলে দিল।

ঢুকেই প্রকাণ্ড ড্রইং রুম। ছ ইঞ্চি পুরু পার্সিয়ান কার্পেটে মোড়া এ রকম সাজানো ড্রইং রুম আগে ফিল্মেই দেখেছে অশোক। প্রমথেশ বললেন, 'বসুন মিস্টার ব্যানার্জি।'

অশোক একটা সোফায় নিজেকে ছেড়ে দিল।

একধারে একটা উঁচু স্ট্যাণ্ডে নানা রঙের অনেকগুলো টেলিফোন রয়েছে। প্রমথেশ সোজা সেখানে গিয়ে ডায়াল ঘুরিয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলে ফিরে এলেন। তবে বসলেন না। অশোককে বললেন, 'আসুন মিস্টার ব্যানার্জি, চাটার্জি সাহেব আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

অশোক উঠে প্রমথেশের সঙ্গে ড্রইং রুমের আরেক ধারে চলে এলো। আগে লক্ষ্য করে নি, এবার চোখে পড়ল, এখানে একটা অটোমেটিক ফিল্ট রয়েছে।

দরজা খুলে অশোককে নিয়ে লিফ্‌ট-বক্সে ঢুকে বোতাম টিপলেন প্রমথেশ। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে লিফ্‌টটা তেতলায় উঠে এলো।

বাইরে বেরিয়ে প্রমথেশের সঙ্গে যেতে যেতে অশোকের চোখে পড়ছিল, শুধু

ড্রইং রুমটাই নয়, গোটা বাড়িটাই পার্সিয়ান কার্পেটে মোড়া। করিডরে কিংবা প্যাসেজের বাঁকে বাঁকে পাথর এবং ব্রোঞ্জের নানারকম সুদৃশ্য স্কাল্পচারের নমুনা। আর আছে অদ্ভুত অদ্ভুত চেহারার তিনকোণা, চারকোণা, ছকোণা ইত্যাদি ইত্যাদি টবে দুষ্প্রাপ্য সব অর্কিড। দেয়ালে মডার্ন আর্টিস্টদের ছবি। দেখা যাচ্ছে সোমদেব চ্যাটার্জি ছবি এবং নিসর্গ ভালবাসেন।

আরও একটা ব্যাপার চোখে পড়েছিল অশোকের। অনেকগুলো বেয়ারা এ্যাটেনসনের ভঙ্গিতে করিডরে দাঁড়িয়ে আছে। যেন ডাক আসার অপেক্ষা; এলেই তারা দৌড়ে যাবে।

কিছুক্ষণ পর একটা ঘরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন প্রমথেশ। অগত্যা অশোককেও থামতে হল। ঘরের দরজায় দামী পর্দা ঝুলছে; ভেতরটা কিছুই চোখে পড়ে না। বাইরে থেকে প্রমথেশ খুব বিনীত সুরে বললেন, 'মে উই কাম ইন স্যার?'

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর থেকে ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'কাম ইন—' স্বরটার মধ্যে অদ্ভুত এক ব্যক্তিত্ব মাখানো রয়েছে।

পর্দা সরিয়ে প্রমথেশের সঙ্গে অশোক ঘরে ঢুকল।

এ ঘরটা সোফা-ডিভান-এ্যাকুয়েরিয়াম ইত্যাদি দিয়ে চমৎকার সাজানো।

অশোক দেখল, একটা ডিভানে আধশোয়ার মতো করে শরীর এলিয়ে রেখেছেন সোমদেব। তাঁর পরনে পাতলা স্লিপিং স্যুট। অর্থাৎ ঘুম ভাঙার পর পোশাক বদলান নি; ওই অবস্থাতেই তেতলার এই ড্রইং রুমে এসে ঘুমের পরবর্তী আলস্য উপভোগ করছেন।

সোমদেবের সামনে দু-ধারে দুটো উঁচু টেবল। একটা টেবলে আজকের লেট সিটি এডিসনের সবগুলো খবরের কাগজ ডাঁই করা রয়েছে। সেই সঙ্গে আছে ইকনমিক্স এবং ট্রেড-ইণ্ডাস্ট্রি সংক্রান্ত দুটো দৈনিক; কিছু উইকলি বা মান্থলি। আরেক টেবলে নানারকম কাগজপত্র। খুব সম্ভব এই কাগজগুলো তাঁর বিভিন্ন কোম্পানির অ্যানুয়াল অডিট রিপোর্টের খসড়া বা করেসপণ্ডেন্স অথবা অন্যান্য ডকুমেন্ট। এক পলক দেখে এ রকমই মনে হল অশোকের।

ওদের দেখে সোমদেব উঠে বসলেন। বললেন, 'তুমি এসেছ; আই অ্যাম ভেরি হ্যাপি। তোমাকে কষ্ট দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছি। প্লীজ ডোণ্ট মাইণ্ড ফর দা ট্রাবল।' একটু থেমে বললেন, 'আমার চাইতে তুমি অনেক ছোট। তুমি করে বলছি কিন্তু—' বলতে বলতে ডিভান থেকে নেমে পড়লেন।

অশোক বলল, 'ঠিক আছে।'

সোমদেব বললেন, 'চল, আমরা ওখানে গিয়ে বসি।' খানিকটা দূরে সোফা-টোফা সাজানো রয়েছে। সোমদেব সেদিকে এগিয়ে গেলেন।

তাঁর সঙ্গে যেতে যেতে অশোক বলল, 'সকালবেলা আমার ঘুম ভাঙিয়ে তুলে এনেছেন কেন?'

উত্তর না দিয়ে সোমদেব বললেন, 'আর ইউ ইন এ হারি?'

'না।'

'তা হলে আর তাড়া কি।' সোমদেব ঘাড় ফিরিয়ে অল্প হাসলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাকে আনার একটা কিছু পারপাস আছে। সব বলব। আগে একটু গল্প-টল্প করি।'

অশোক বিরক্ত হচ্ছিল; তবে কিছু বলল না।

সোফাগুলোর কাছে অশোককে বসতে বললেন সোমদেব। তারপর নিজে বসতে বসতে বললেন, 'আমার লোক ঘুম থেকে যখন তোমাকে তুলে এনেছে নিশ্চয়ই ব্রেকফাস্ট হয় নি।'

'না।'

'কী খাবে?'

'বাড়িতে বাসি রুটি কি লেড়ো বিস্কুটের সঙ্গে গুড়ের চা দিয়ে প্রাতরাশ করি। আপনাদের মত এ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটির লোকেরা ব্রেকফাস্টে কী খায় তার নামটাম আমার জানা নেই। সব চাইতে দামী খাবারগুলো আনতে বলবেন।'

সোমদেব আবার একটু হাসলেন। তাঁর হাসিতে শব্দ নেই, ঠোঁট দুটো সামান্য দ্বিধাবিভক্ত হল মাত্র। প্রমথেশ সেই ডিভানটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাতের ইশারায় তাকে কাছে ডেকে সোমদেব বললেন, 'তুমি নিচে যাও। অফিস ঘরে থাকবে; দরকার হলে ডাকব। বাইরের করিডরে বেয়ারারা আছে, তাদের কাউকে পাঠিয়ে দিও।'

'আচ্ছা স্যার—'

প্রমথেশ চলে যাচ্ছিলেন। তাকে থামিয়ে সোমদেব বললেন, 'অপারেটরকে বলে দিও খুব জরুরী ফোন না থাকলে আমাকে যেন ডিসটার্ব না করে; আজেবাজে লাইন যেন না দেয়।' অশোককে দেখিয়ে বললেন, 'এই ছেলেটির সঙ্গে আমার কিছু ইমপর্ট্যান্ট ডিসকাসন আছে।'

চোখের কোণ দিয়ে দ্রুত একবার অশোককে দেখে নিলেন প্রমথেশ। তিনি হয়তো ভেবে উঠতে পারছিলেন না, অশোকের মতো একটা বস্তির ছোকরার সঙ্গে সোমদেবের মতো একজন ইন্‌ডাস্ট্রিয়ালিস্টের কী এমন আলোচনা থাকতে পারে।

কিন্তু এ প্রশ্ন তো আর সোমদেবকে করা যায় না। প্রমথেশ আস্তে করে বললেন, 'আচ্ছা স্যার—'

সোমদেব এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ আমার কী কী প্রোগ্রাম আছে?'

গড় গড় করে মুখস্থ বলার মতো প্রমথেশ বলে যেতে লাগলেন, 'সাড়ে ন'টায় ইন্টারন্যাশনাল অটো কোম্পানির বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসের মীটিং, সাড়ে এগারোটায় আমাদের স্টীল কোম্পানির ডাইরেক্টরস বোর্ডের মীটিং, বারোটায় নতুন পলিয়েস্টার প্ল্যান্টের ডিজাইন নিয়ে আলোচনা, সাড়ে বারোটায় আমাদের টায়ার ফ্যাক্টরির এক্সপ্যানসানের জন্য যে টেণ্ডার কল করা হয়েছিল তার থেকে একটা ফাইনাল করা, একটায় লাঞ্চ, দুটোয় হর্টিকালচার গ্রাউণ্ডে ফ্লাওয়ার শো ওপেন করা, আড়াইটেয় আমাদের ইলেকট্রনিকস প্রোডাক্টসের ডিলারদের সঙ্গে আলোচনা, চারটেয় চেম্বার অফ কমার্সে ইণ্ডাস্ট্রি মিনিস্টার আসছেন—তাঁর জন্য ওয়েলকাম এ্যাড্রেস, ছ'টায় আমাদের স্কুটার বাজারে ছাড়ার ব্যাপারে প্রেস কনফারেন্স, সাতটায় জার্মাণ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের সঙ্গে কোলাবরেসনে রোড রোলার প্ল্যান্ট বসাবার ব্যাপারে আলোচনা, আটটায়—'

হাত তুলে প্রমথেশকে থামিয়ে দিলেন সোমদেব। বললেন, 'এক কাজ কর, লাঞ্চের আগে পর্যন্ত আমার সব প্রোগ্রাম ফোন করে ক্যানসেল করে দাও। লাঞ্চের পরের প্রোগ্রামগুলো যেমন আছে তেমনি থাকবে।'

অশোকের জন্য সোমদেব এতগুলো জরুরী কর্মসূচি বাতিল করে দেবার কথা বলছেন, শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না প্রমথেশ। অথচ তাঁকে কিছু বলাও যায় না। তবু কয়েক পলক দ্বিধা করে তিনি বলেই ফেললেন, 'এই প্রোগ্রামগুলো সম্বন্ধে কী হবে?'

'পরে তোমাকে জানাব।'

প্রমথেশ আর দাঁড়ালেন না; আগের মতোই চোখের কোণ দিয়ে অশোককে দেখতে দেখতে চলে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা ধবধবে সাদা-উর্দি পরা বেয়ারা ঘরে ঢুকে লম্বা স্যালুট ঠুকে সোমদেবের কাছে এসে দাঁড়াল। তাকে ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করে এখানেই নিয়ে আসতে বললেন।

বেয়ারাটা ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেল।

সোমদেব সামনের দিকে ঝুঁকে এবার অশোককে বললেন, 'তোমার জন্যে সব প্রোগ্রাম ক্যানসেল করে দিলাম। জানো, একসঙ্গে এতটা সময় লাস্ট টোয়েণ্টি ইয়ার্সে আমি আর কাউকে দিই নি। নট টু এনি মিনিস্টার, এনি ভি-আই-পি। ইভ্‌ন নট টু মাই ওয়াইফ।' বলে হাসলেন।

অশোক মুখোমুখি বসে ছিল। তার কপালের দু ধারে দুটো শিরা বদরাগী ঘোড়ার মতো লাফাতে লাগল যেন। মাথার ভেতরটা টগবগ করে ফুটছে। সে বলল, 'আপনার কি ধারণা আমাকে যথেষ্ট দয়া করছেন! আমি জানি আপনি ইণ্ডিয়ার একজন টপমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। আপনার হাউস একটা ভেরি বিগ মনোপলি হাউস। আপনাদের ডিক্লেয়ার্ড এ্যাসেটই সেভারেল হানড্রেড ক্রোরস অফ রুপীজ। আপনার বিজনেস এম্পায়ার কাণ্ট্রির বর্ডার ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। এ সবই আমার জানা। আপনি যদি একটা আঙুল তোলেন দশ হাজার লোক দৌড়ে আসবে। কিন্তু আপনার কাছে আমার কোন রকম এক্সপেকটেসন নেই।'

'সেই জন্যেই তো তোমাকে এতটা সময় দিচ্ছি। এখানে নো কোশ্চেন অফ কমপ্যাসান, গ্রেস অর এনিথিং লাইক দ্যাট।' সোমদেব হাসতে লাগলেন, 'আমার কাছে প্রায় সব লোকই কোন না কোন এক্সপেকটেসন নিয়ে আসে। তুমিই একমাত্র একসেপসন।'

অশোক চুপ করে রইল। তার রগ দুটো এখন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে।

সোমদেব আবার বললেন, 'ইন ফ্যাক্ট, তোমাকেই আমার ভীষণ দরকার।'

অশোক এবার সত্যি সত্যি হকচকিয়ে গেল। প্রতিধ্বনির মতো করে বলল, 'আমাকে আপনার দরকার!'

'ইয়েস। সেই জন্যেই সকালবেলা লোক পাঠিয়ে তোমাকে ধরে এনেছি।'

'কী ব্যাপার বলুন তো? আমি বুঝতে পারছি না।'

'সব বলব। তার আগে আমার কয়েকটা কথার উত্তর দাও—'

'বলুন—'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না সোমদেব। হয়তো যা বলবেন, ভেতরে ভেতরে সাজিয়ে নিতে লাগলেন। কয়েক সেকেণ্ড পর সোফায় হেলান দিয়ে আস্তে আস্তে শুরু করলেন, 'আমি এ পর্যন্ত কুড়ি-বাইশটা কনভোকেসনে স্পেশাল গেস্ট হয়ে বক্তৃতা দিয়েছি। বাট আই নেভার মেট এ বয় লাইক ইউ। এর আগে কাউকে তোমার মতো প্রোটেস্ট করতে দেখি নি। কাল আমি চমকে গিয়েছিলাম।'

অশোক উত্তর দিল না; তবে স্নায়ুগুলো টান টান করে বসে রইল।

সোমদেব থামেন নি, 'কিন্তু একটা বিষয় আমার কাছে মিস্টিরিয়াস মনে হচ্ছিল।'

অশোক জানতে চাইল, 'কী?'

'ডিগ্রির ওপর তোমার তো এতটুকু আস্থা বা রেসপেক্ট নেই। তা হলে পড়াশোনাই বা কেন করলে? পরীক্ষা দিয়ে পাশটাই বা কেন করতে গেলে?'

'একটা ব্যাপার জানার জন্যে আমি ওগুলো করেছি।'

'কী ব্যাপার?'

'আমার সময়কার ছেলেদের তুলনায় আমার মেরিট ভাল কি খারাপ, তাদের থেকে আমি কতটা এগিয়ে বা পিছিয়ে আছি, সেটাও তো জানা দরকার।'

সোমদের একটু মজা করে বললেন, 'আই সী, আই সী। এভাবে তা হলে নিজের মেরিট টেস্ট করেছ?'

'বলতে পারেন।'

এই সময় চাকাওলা ফ্ল্যাট-টপ একটা অদ্ভুত ধরনের গাড়ির ওপর নানা রকমের প্রচুর খাবার সাজিয়ে সেই বেয়ারাটা ফিরে এল। তার সঙ্গে আরো দু-তিনজন বেয়ারা এসেছে। কত রকমের খাদ্যবস্তু যে সেখানে আছে, হিসেব নেই। হ্যাম এবং চিকেন স্যাণ্ডউইচ, ডিম, ফল, কর্ণফ্লেকস, দুধ, চীজ ইত্যাদি ইত্যাদি। একসঙ্গে এত খাবার-দাবার, এত রকমের প্যাস্ট্রি, কেক এবং মিষ্টি আগে দ্যাখে নি অশোক।

দুটো বেয়ারা চটপট লম্বা সেণ্টার টেবলের ওপর খাবারের প্লেট সাজিয়ে দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। অন্য বেয়ারা দুটো সোমদেবের পেছনে অপেক্ষা করছে। তাদের একজনের হাতে ট্রে-র ওপর সাদা ধবধবে তোয়ালে এবং কাট গ্লাসের সুদৃশ্য ছকোণা বাটিতে জল এবং প্লেটে ঢাকা জলের গেলাস।

অশোক খাবারগুলো দেওয়া মাত্র খাওয়া শুরু করল। একটা প্লেটও বাদ দিল না সে। সোমদেব প্রায় কিছুই খেলেন না। এটা থেকে একটু ওটা থেকে একটু কেটে ফর্ক দিয়ে গেঁথে মুখে দিলেন।

যারা খাবারের গাড়ি ঠেলে এনেছিল ব্রেকফাস্ট শেষ হলে তারা প্লেট-ট্রেলেট তুলে নিয়ে চলে গেল। শুধু পড়ে রইল কফি আর চায়ের পট-টট।

এদিকে সোমদেবের পেছনে যে দু-জন বেয়ারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা দৌড়ে এল। সোমদেব বড় করে হাঁ করলেন। একটা বেয়ারা কয়েকটা ট্যাবলেট সন্তর্পণে মুখের ভেতর টুক টুক করে ফেলতে লাগল। তারপর আস্তে করে গেলাস থেকে জল ঢেলে দিল। সোমদেব ট্যাবলেটগুলো গিলে ফেললেন।

তখন দ্বিতীয় বেয়ারাটি তোয়ালে দিয়ে তাঁর মুখ মুছিয়ে দিল। তারপর দুজনেই চলে গেল। গোটা ব্যাপারটা নিঃশব্দে মসৃণ নিয়মে ঘটে গেল যেন।

সোমদেব এবার অশোককে বললেন, 'নতুন করে আলোচনা শুরু করার আগে

তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট করব।'

অশোক বলল, 'কী ?'

'তুমি এখানে লাঞ্চটাও করে যাবে। প্লীজ, না বোলো না।'

'আমার আপত্তি নেই। কোটিপতিরা দুপুরবেলা কী খায়, আমার ধারণা নেই। ব্যারাক বাড়িতে গিয়ে তো রেশনের কাঁকরওলা মোটা পচাটে আতপ চালের ঘ্যাট-ফ্যাট খেতে হবে। তার চাইতে একদিন বড়লোকদের খানা টেস্ট করা যাক। একটা এক্সপিরিয়েন্স হোক।'

সোমদেব বললেন, 'এখন বল, কী খাবে—টী অর কফি ?'

অশোক বলল, 'টী। বাড়িতে সব সময় চায়ের নামে ধুতরো পাতা কি চামড়া সেদ্ধ জল খাচ্ছি। আশা করি, এখানে বেয়ার দার্জিলিং টী পাওয়া যাবে। নামই শুনেছি, লাইফে দার্জিলিং-এর চা খাই নি।'

টী-পট থেকে কাপে লিকার এবং দুধ ঢেলে সোমদেব জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে ক'টা সুগার কিউব দেব ?'

'যে ক'টা ইচ্ছে। বড়লোকদের ব্লাড-প্রেসার বা ব্লাড-সুগার কোন রোগই আমার নেই।'

চা বানিয়ে অশোককে দিলেন সোমদেব। নিজেও এক কাপ নিলেন। অশোক লক্ষ করল, নিজের চায়ে তিনি চিনি মেশান নি। আর একটা ব্যাপার তার চোখে পড়েছে। বেয়ারারা কেউ চা করে দেয় নি। নিজের হাতে চা করাটা সোমদেবের হয়তো একটা প্রিয় শখ।

চা খেতে খেতে সোমদেব বললেন, 'তোমাকে কাল কনভোকেসন হলে সিগারেট খেতে দেখেছি। তোমার কী ব্র্যাণ্ড ?'

'সব চাইতে সস্তা যে ব্র্যাণ্ডটা, আমি তাই খাই। কিন্তু এখানে তা খাব না—'

দামী সিগারেটের টিন থেকে নিজে একটা নিয়ে সেই টিনটা অশোকের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে সোমদেব বললেন, 'তোমার সাইকোলজিটা কিন্তু অদ্ভুত অশোক—' বলে হাসলেন।

অশোক একটা সিগারেট ধরিয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল, 'কি রকম ?'

'ভাবছ আমার কতটা খরচ করিয়ে দিতে পারো, এই তো ?'

'একজ্যাক্টলি। বড়লোকের যতটা ক্ষতি করতে পারি—'

'কিন্তু এক প্লেট দামী খাবার, দু কাপ দার্জিলিং টী কি কয়েকটা ইমপোর্টেড সিগারেট খেয়ে আমার কয়েক শো কোটি টাকা থেকে কতটুকু ক্ষতি করা সম্ভব ?

তুমি কি জানো এই যে এক ঘন্টা আমরা বসে বসে কথা বলছি তাতে কত টাকা আমার নামে জমেছে ? প্রতিটি মিনিটে আমার কত এ্যাসেট বাড়ে, তোমার ধারণা আছে ?'

'জানি না। তবে ইকনমিক্সের ছাত্র যখন, তখন খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। দামী খাবার-টাবার খেয়ে আপনার কিছুই করা যাবে না, তা আমি জানি। কিন্তু ঐ ব্যাপারটা পুরোপুরি সিম্বলিক।'

'কিসের সিম্বল ?'

'আপনাকে বোঝানো যে আমি আপনার ক্ষতি করতে চাই।'

খানিকটা আমোদই যেন অনুভব করলেন সোমদেব, 'আই সী—'

অশোক একটু ভেবে এবার বলল, 'তখন বলছিলেন আমার কাছে আপনার কি যেন দরকার আছে।'

সিগারেটটা বোধহয় ভালো লাগছিল না। সেটা এ্যাশ-ট্রেতে রেখে পাইপে টোবাকো পুরতে পুরতে সোমদেব বললেন, 'কাল কনভোকেসনে যখন তুমি ডিগ্রিটা ছিঁড়ে ফেললে আর আমার এ্যাড্রেসের সময় চিৎকার করতে লাগলে তখন মনে হল সামথিং ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন ইন দি ওয়ার্ল্ড এ্যারাউণ্ড আস। তোমার প্রোটেস্টের মধ্যে তার ইঙ্গিত ছিল। কাল কনভোকেসন থেকে ফিরে আমার সব প্রোগ্রাম ক্যানসেল করে শুধু তোমার কথাই ভেবেছি। হোল নাইট ভাল ঘুমোতে পারি নি।'

'আপনি কি এই প্রথম প্রোটেস্ট দেখলেন ?'

'ইন ওয়ান সেন্স তাই। এর আগে শ্রমিকদের, ট্রেড ইউনিয়ন লিডারদের বা সেল্‌ফ-স্টাইল্ড পলিটিসিয়ানদের নানা ব্যাপারে প্রোটেস্ট করতে, স্লোগান দিতে, ডেমনস্ট্রেট করতে দেখেছি। কিন্তু সে সব আমার এক্সপীরিয়েন্সের মধ্যে। তুমি বোধহয় জানো, আমাদের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের বয়স পঁচাত্তর বছর। রিসেন্টলি ডায়মণ্ড জুবিলী হয়ে গেল।'

অশোক বলল, 'সব নিউজ পেপারে ড় পাতা জুড়ে আপনাদের ডায়মণ্ড জুবিলীর সাপ্লিমেন্ট দেখেছি।'

সোমদেব বললেন, 'রাইট। তিন জেনারেসন ধরে আমাদের এই ইণ্ডাস্ট্রি চলছে। আমার ঠাকুরদা এর ফাউণ্ডার। জন্মের পর থেকে শ্রমিক বা তাদের নেতাদের নানা রকম প্রোটেস্ট দেখতে আমি অভ্যস্ত। কিন্তু সোসাইটির একেবারে আলাদা একটা দিক মানে আমাদের স্টুডেন্ট কমিউনিটি বা ইয়ং জেনারেসনের কাছ থেকে এই প্রথম প্রোটেস্ট শুনলাম। যে কোন দেশের সোস্যাল স্ট্রাকচারে

ছাত্ররা হলো মোস্ট সেনসিটিভ পার্ট। সেখান থেকে যখন প্রোটেস্ট আসছে তখন সেটা খুবই ভাবনার বিষয়।'

অশোক বলল, 'আপনি কি জানেন, দেশের কত ছেলে বেকার? এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জগুলো থেকে আন-এমপ্লয়েড ইয়ুথদের লিস্টটা একবার আনিয়ে দেখেছেন?'

সোমদেব বললেন, 'ঐ স্ট্যাটিসটিক্সটা আমার জানা আছে। রোজই খবরের কাগজওলারা একবার করে ছাপে। আজও তুমি আসার আগে কাগজে ফিগারটা দেখছিলাম।'

'ওটা তো গেল রেজিস্টার্ড বেকারদের ফিগার। যারা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখায় নি তাদের নাম্বার ঐ ফিগারের কম করে দশ পনেরো গুণ বেশি। কাণ্ট্রির সেভেণ্টি পারসেণ্ট লোক এখনও পভার্টি লাইনের তলায় রয়েছে।'

'এটাও আমার জানা; খবরের কাগজে দু-চারদিন পর পর বেরোয়। কিন্তু তোমার কাছে আমি অন্য কথা জানতে চাই। সেই জন্যেই তোমাকে ধরে এনেছি।'

'কী জানতে চান?'

'তার আগে একটা ফ্র্যাঙ্ক কনফেসান করে নেওয়া ভাল। আমার পক্ষে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশা এখন প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তুমি তো দেশের রুটের কাছে আছ। তা ছাড়া স্টুডেণ্ট এবং ইয়ং জেনারেসনেরও একজন। আমি জানতে চাই, ছাত্র আর যুবকরা বিজনেস কমিউনিটি আর ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের সম্পর্কে কী ভাবছে?'

'এক কাজ করুন না—'

'কী?'

'এ্যারেবিয়ান নাইট্‌সের সেই হারুণ-অল-রশীদ না কে যেন, তার মতো ছদ্মবেশে রাস্তার মোড়ে মোড়ে যে সব রেস্তোরাঁ আছে সে সব জায়গায় আর বস্তির চায়ের দোকানগুলোতে গিয়ে ঘণ্টাখানেক করে ক'দিন বসে থাকুন। নিজেই বুঝতে পারবেন।'

সোমদেব হাসতে লাগলেন, 'এ্যারেবিয়ান নাইটসের হীরো হবার ক্ষমতা আমার নেই। ছদ্মবেশ নিতে পারব না। তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

সোমদেবের কথার উত্তর না দিয়ে অশোক বলল, 'আপনি দারুণ ইণ্টেলিজেণ্ট।'

'তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ একমত। বুদ্ধিমান না হলে এত বড়

বিজনেস এম্পায়ার চালাচ্ছি কী করে? তোমার কাছে কেন স্টুডেন্ট কমিউনিটি আর ইয়ং জেনারেসনের খবর জানতে চাইছি, তা কি বুঝতে পেরেছ?'

'বোধহয় পেরেছি। আপনাদের সম্পর্কে আমরা কী ভাবি সেটা জানতে পারলে সেই অনুযায়ী ভবিষ্যতের একটা গাইড লাইন তৈরি করে ট্রেড এবং ইণ্ডাস্ট্রি চালাবেন, তাই না?'

এতটা যেন ভাবতে পারেন নি সোমদেব। দু চোখে অগাধ বিস্ময় নিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, 'ঠিকই ধরেছ। আই নেভার মেট এ ইয়ং ম্যান অফ ইওর ব্রিলিয়ান্স।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ফর দি কমপ্লিমেণ্ট। গোটা স্টুডেন্ট কমিউনিটি বা ইয়ং জেনারেসনের এ্যাটিচুড সম্পর্কে আমি কিছু বলব না। একবার ব্রেকফাস্ট, একবার লাঞ্চ আর গোটাকয়েক সিগারেট খাইয়ে এত খবর জানা যায় না। আপনাদের তো কোটি কোটি টাকা। সোসিও ইকনমিক স্টাডির জন্যে একটা সেলও তো খুলতে পারেন।'

'অনেক আগেই খুলেছি। কিন্তু সেটা যারা চালায় তারা সোসাইটির রুট থেকে আসে নি। তাদের রিপোর্ট পড়ে ভাসা ভাসা সুপারফিসিয়াল মনে হয়েছে। সারফেসের তলায় তারা ঢুকতে পারে নি। আমার বিশ্বাস তোমার কাছে কারেক্ট ইনফরমেসনটা পাওয়া যাবে।'

'অন্যের কথা বলব না। তবে আপনাদের এ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটি সম্পর্কে আমার এ্যাটিচুডটা বলতে পারি।'

একটু চিন্তা করে সোমদেব বললেন, 'তাই বল।'

হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলায় অশোক বলে উঠল, 'আই হেট ইউ।'

'কারণ?'

'সেটা আপনিই ভেবে দেখুন।'

'আমাদের টাকা আছে বলে?'

'সেটা একটা কারণ নিশ্চয়ই। এ্যাফ্লুয়েন্ট হ্যাপি লোক দেখলে আমার মাথায় আগুন ধরে যায়।'

'আমি এ্যাফ্লুয়েন্ট অবশ্যই। হ্যাপি কিনা বলতে পারব না।'

'টাকা থাকলে বাজার থেকে সুখ কিনে নেওয়া যায়।'

'ওটা ডিবেটেব্‌ল ব্যাপার। টাকা দিয়ে আরামের জিনিস কেনা যায়; সুখটা বোধহয় দোকানে বিকোবার জিনিস নয়। এনিওয়ে তোমার কথামতো মনে হচ্ছে এ্যাফ্লুয়েন্স আর হ্যাপিনেস তোমার কাছে ঘৃণার বস্তু।'

অশোক খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'আমি একটু এ্যামেণ্ড করতে চাই।'

'বেশ তো, কর।'

'দেশের লক্ষ লক্ষ লোককে ডিপ্রাইভ করে টাকার পাহাড় জমানো আর বিলাসের মধ্যে থাকাটা ক্রাইম। আমি সেটা ঘৃণা করি।'

'ও, আচ্ছা—'

'অথচ আপনারা ইচ্ছা করলে দেশের চেহারাটা কিন্তু অন্যরকম হতে পারে।'

'কি রকম?' চোখে-মুখে আগ্রহ ফুটল সোমদেবের।

অশোক বলল, 'এমপ্লয়মেন্টের স্কোপ বাড়িয়ে, আপনাদের এ্যাফ্লুয়েন্স ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে ওপরের লেভেলে তুলে নিয়ে আসতে পারেন। আপনারা ইচ্ছা করলে সোসাল প্যাটার্নটাই পাল্টে যেতে পারে।'

'তোমার তাই ধারণা?'

'অফ কোর্স।'

হঠাৎ সোমদেব এক কাণ্ড করে বসলেন। বললেন, 'ঠিক আছে, একটা এক্সপেরিমেন্ট করা যাক—'

অশোক বলল, 'কিসের এক্সপেরিমেন্ট?'

'তোমাকে আমার জায়গায় প্লেস করে দেব। তুমি সোসাল প্যাটার্ন বদলে দাও। আশা করি এই চ্যালেঞ্জটা তুমি এ্যাকসেপ্ট করবে।' বলে চতুর দাবা খেলোয়াড়ের মতো একটি তুখোড় চাল দিয়ে সোমদেব অশোকের দিকে তাকালেন।

অশোক আচমকা অনুভব করল রক্তের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চমকের মতো কিছু খেলে যাচ্ছে। অদ্ভুত এক উত্তেজনায় তার শির-দাঁড়া টান টান হয়ে গেল যেন। সোমদেব একটু যেন বিদ্রূপের ভঙ্গিতেই এবার বললেন, 'কী ভাবছ, এ্যাকসেপ্ট করবে না?'

চাপা উত্তেজিত স্বরে অশোক বলল, 'আই এ্যাম নট এ কাওয়ার্ড। চ্যালেঞ্জ এ্যাকসেপ্টেড।'

'কনগ্র্যাচুলেসনস। উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। আমাকে কী করতে হবে?'

'সব বলে দেব। তাড়াহুড়োর কিচ্ছু নেই। তার আগে তোমার সম্বন্ধে ক'টা খবর আমার জানা দরকার। তোমার কে কে আছেন?'

'ব্লাড রিলেসান কেউ নেই। বাবার এক বন্ধুর কাছে আমি মানুষ হয়েছি।'

'ম্যারেড?'

'না।'

'গার্লফ্রেণ্ড কেউ আছে ?'

'আছে। তার এবং তার বাড়ির লোকেদের ধারণা আমার সঙ্গে তার বিয়ে হবে। আই হ্যাভ নট ইয়েট ডিসাইডেড।'

'মেয়েটি ভাল ?'

'একসেলেণ্ট।'

'তা হলে ঐ একটা পিছুটান থেকে গেল।'

'মানে ?'

'ও থাকল বলে তোমার পেছনে ফিরে তাকাতে ইচ্ছা করবে। সয়েলের সঙ্গে এই কনট্যাক্টটুকু থাকা অবশ্য ভাল।'

অশোকের কপাল কুঁচকে গেল, 'আপনার কি ধারণা, চ্যালেঞ্জ এ্যাকসেপ্ট করেছি বলে সয়েলের সঙ্গে আমার কনট্যাক্ট থাকবে না।'

'দেখাই যাক।'

একটু চুপ। তারপর অশোক জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে কী করতে হবে ?'

সোমদেব বললেন, 'বলছি। তার আগে তোমাকে একটা আণ্ডারটেকিং দিতে হবে।'

'রিটন আণ্ডারটেকিং ?'

'না, মুখে বললেই চলবে।'

'কী আণ্ডারটেকিং বলুন—'

'কাল থেকে তুমি কান্ট্রির একজন টপমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হতে যাচ্ছ। এখন যেখানে আছ, সেখানে তোমার থাকা চলবে না। রাজী ?'

একটু চুপ করে থেকে অশোক বলল, 'রাজী। কিন্তু কোথায় থাকব ?'

'ও বিষয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। কাল সকাল ন'টায় রেডি হয়ে থাকবে। চন্দ্রকান্ত রাহেজা বলে একটি লোক তোমাকে আনতে যাবে। সে যা-যা বলবে তোমাকে তা করতে হবে।'

'করব। কিন্তু—'

অশোকের মনোভাবটা যেন আয়নার মতো দেখতে পাচ্ছিলেন সোমদেব। বললেন, 'ভয় নেই। কি ভাবে ইণ্ডাস্ট্রি চালাবে, এ্যাফ্লুয়েন্সকে সাধারণ মানুষের কাজে কেমন করে লাগাবে, সে ব্যাপারে তোমার কমপ্লীট ফ্রীডম। ওসব নিয়ে তোমাকে কেউ কিছু বলবে না।'

অশোক খানিকটা আরাম বোধ করল। বলল, 'আপনার সঙ্গে কাল দেখা

হবে না ?'

'নিশ্চয়ই হবে। কাল একটার সময় আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ করব। তারপর থেকে ডিনার পর্যন্ত তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। ঠিক আছে ?'

আস্তে মাথা নাড়ল অশোক।

ছয়

দুপুরে সোমদেবের সঙ্গে লাঞ্চ সেরে ব্যারাক বাড়িতে ফিরে এলো অশোক। সেই ধবধবে সাদা লিমুজিনটা করেই প্রমথেশ মল্লিক তাকে পৌছে দিয়ে গেলেন। সকাল থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত যা যা ঘটে গেল তার সবটাই কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।

এই দুপুরবেলায় ললিতের চায়ের দোকানে কাউকে দেখা গেল না। ঝাঁপ বন্ধ করে ললিত খেতে চলে গেছে; রাস্তাও বেশ ফাঁকা।

গাড়ি থেকে নেমে বাড়িতে ঢুকতেই অশোকের চোখে পড়ল রেখা তাদের ঘরের মেঝেতে বসে আছে। মালতী তার পাশে বসে ব্লাউজের হাতায় সুতো দিয়ে ফুল তুলতে তুলতে গল্প করছিল। অশোক বুঝতে পারল, দু-জনেই, বিশেষ করে রেখা তার জন্য দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে। মেয়েটা নারভাস ধরনের, একটুতেই বড় ভাবে। নান্টু-ঝিন্টুদের দেখা যাচ্ছে না; ওরা এখন স্কুলে।

বারান্দায় উঠতেই পায়ের শব্দে মালতী আর রেখা একসঙ্গে ঘাড় ফেরাল। তাদের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা ফুটে আছে। সেই সঙ্গে প্রচুর কৌতুহল। মালতী সেলাইয়ের জিনিসগুলো একধারে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'সকালবেলা বড় গাড়ি করে ওরা তোকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল ?'

অশোক ঘরে ঢুকে তক্তাপোশে কাকা কাকীমার বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, 'আমরা স্বপ্নের মধ্যে যে সব দারুণ দারুণ জায়গা দেখি তেমন একটা জায়গায়।'

'পাগলের মতো কী বলছিস !'

'বিশ্বাস কর কাকীমা।'

'ওরা কারা ?'

'যাদের দিকে তাকিয়ে আমরা সব সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলি ওরা হল সেই লোক।'

'তোর কথার মাথামুণ্ডু আমি বুঝতে পারছি না বাপু। যাক গে, তোর কোন ক্ষতি-টতি করে নি তো? রেখা আর আমি ভয়ে একেবারে কাঁটা হয়ে ছিলাম।'

'ধুর। উল্টে ওরা আমার জন্যে যা ব্যবস্থা করেছে শুনলে তোমাদের মাথা লাট্টুর মতো ঘুরে যাবে।'

মালতী জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যবস্থা করেছে?'

অশোক ওদের দিকে কাত হয়ে একবার মালতীকে একবার রেখাকে দেখতে দেখতে বলল, 'কাল থেকে ওরা আমাকে টাটা-বিড়লা কি ফোর্ডদের মতো বিরাট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বানিয়ে দিচ্ছে।'

মালতী কথাটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, 'সেটা আবার কি?'

অশোক বুঝিয়ে দেবার পর মালতী এবার বলল, 'তোর মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেল অশোক!'

'এখন পর্যন্ত ঠিক আছে। পরে কী হবে বলতে পারছি না।'

মালতী তার কথা বিশ্বাস করল কিনা সে-ই জানে। বিমূঢ়ের মতো খানিকক্ষণ তাকিয়ে বলল, 'অনেক বেলা হয়ে গেছে। যা, চান করে আয়। মাছ তরকারিগুলো ততক্ষণে গরম করে ফেলি।'

'আমি খেয়ে এসেছি।'

'কী খেলি?'

'যা খেয়েছি সে সব খাবার লাইফে এই প্রথম দেখলাম। নাম বলতে পারব না।'

'সত্যি খেয়েছিস তো?'

'মিথ্যে বলতে যাব কেন?'

মালতী আর কিছু বলল না।

অশোক আবার বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই এখনও খাও নি!'

'তোর জন্যে বসে থেকে থেকে এইমাত্র খেয়ে উঠলাম। ভেবেছিলাম, তুই বোধহয় এ বেলা আর ফিরবি না।'

'খুব ভাল করেছ।'

রেখা এতক্ষণ চুপচাপ দু-জনের কথা শুনে যাচ্ছিল। এবার সে বলল, 'তাহলে তুমি দেশের একজন টপ শিল্পপতি হচ্ছ!'

'হচ্ছি বৈকি। এতক্ষণ তা হলে তোমাদের বললামটা কি?' বলতে বলতে তক্তাপোশের ওপর উত্তেজিতভাবে উঠে বসল অশোক। রেখার মুখ চোখ লক্ষ করে সে বুঝতে পারল, কথাটা সে একেবারেই বিশ্বাস করে নি।

রেখা একটু মজা করে বলল, 'অত বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হতে যাচ্ছ। চল্লিশ টাকা ভাড়ার এই এ্যাসবেস্টের ঘরে থাকাটা কি তোমার মানাবে? খুব খারাপ দেখাবে না?'

অশোক খুবই ব্যস্তভাবে এবার বলে উঠল, 'আসল কথাটাই বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। দারুণ মনে করিয়ে দিয়েছ। কাল আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

'চলে যাচ্ছ!' রেখার গলার স্বরটা ভয়ানক চমকে উঠল যেন।

প্রায় একই সঙ্গে একই সুরে প্রতিধ্বনির মতো করে মালতী বলল, 'চলে যাচ্ছিস!'

অশোক বলল, 'হ্যাঁ, কাল ন'টায় ওরা আমার জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে।'

মালতী বলল, 'আর ফিরবি না?'

'কবে ফিরব ঠিক নেই। তবে রোজ একবার করে তোমাদের দেখে যাব।'

'আমার এ সব ঠাট্টা একেবারেই ভাল লাগছে না বাপু।'

'বিশ্বাস কর কাকীমা, এটা একেবারেই ঠাট্টার ব্যাপার নয়। সত্যিই আমাকে কাল চলে যেতে হবে।'

মালতী বলল, 'সন্ধেবেলা তোর কাকা আসুক। তাকে বলে যা ইচ্ছা হয় কর।' গলার স্বর বুজে এলো তার।

অবরুদ্ধ গলায় রেখা বলল, 'কিন্তু তুমি চলে গেলে—' এই পর্যন্ত বলে থেমে গেল রেখা। বাকিটা আর বলতে পারল না।

রেখার মনের কথাটা বুঝতে পারছিল অশোক। সে বলল, 'দূর বোকা মেয়ে, আমি একেবারেই চলে যাচ্ছি নাকি!'

রেখা উত্তর দিল না। তার চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল।

সন্ধের মধ্যে এই ব্যারাক বাড়ি, শুধু ব্যারাক বাড়িই বা কেন, আধ মাইলের ভেতর প্রত্যেকটা লোক কিভাবে যেন জেনে গেল অশোক দারুণ কিছু একটা হয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছে।

খবর পেয়ে এ বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা প্রথমে দৌড়ে এলো। তারপর এলো পাড়ার ছেলে ছোকরারা। সন্ধের পর ফ্যাক্টরি আর ইউনিয়নের অফিসে কাজ সেরে বাড়ি ফিরে হরনাথও শুনল। কেন সে এ বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে, সবাইকে বুঝিয়ে বলতে বলতে মুখে ফেনা উঠে গেল অশোকের। প্রায় সবাই, বিশেষ করে পাড়ার যুবকরা আগাম আর্জি জানিয়ে রাখল, অশোক যখন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট

হয়েই যাচ্ছে তখন তাদের চাকরি-বাকরির ব্যাপারটা যেন একটু দ্যাখে।

বেশ রাত করে ভূপাল বোস আজ ফিরেছিল। নিজের ঘরে গিয়ে খবরটা পাওয়ামাত্র এক রকম লাফাতে লাফাতে সে অশোকের কাছে চলে এল। ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে বলল, 'যা শুনছি তা কি সত্যি?'

অশোক অনেকখানি ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'সত্যি।'

কাঁপা গলায় ভূপাল জিজ্ঞেস করল, 'তুমি চলে গেলে রেখার কী হবে?'

অশোক পুরনো কথাটাই আরেক বার বলল, 'চলে যাচ্ছি বলে কি একেবারেই যাচ্ছি! ক'টা দিন ওয়েট করুন না।'

সাত

পরের দিন থানায় ন'টার সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গে কালকের মতো ললিত দৌড়ে এলো। অশোককে নিয়ে যাবার জন্য প্রকাণ্ড লিমুজিন এসেছে।

অশোক হরনাথের ঘরে বসে অপেক্ষা করছিল। আজ হরনাথ ফ্যাক্টরিতে যায় নি। অশোক চলে যাবে বলে বাড়িতেই আছে। নাণ্টু ঝিণ্টু সোনা আর মালতীও এখন এই ঘরে অশোককে ঘিরে রয়েছে। সবার ভীষণ মন খারাপ।

মালতী সকাল থেকে কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করে ফেলেছে।

ললিতকে দেখে উঠে পড়েছিল অশোক। হরনাথরা তার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলো। উঠোনে নামতেই উল্টো দিক থেকে রেখাও দৌড়ে এলো। তারপর সবাই একসঙ্গে ললিতের চায়ের দোকান পর্যন্ত গেল। ওখানেই লিমুজিনটা দাঁড়িয়ে আছে।

এর মধ্যে কালকের মতোই বেশ একটা ভিড় জমে গেছে। পাড়ার লোকজন প্রায় সবাইকেই ওখানে দেখা যাচ্ছে।

অশোক হরনাথ আর মালতীকে প্রণাম করে বলল, 'চলি কাকা, চলি কাকীমা—' আদরের ভঙ্গিতে নাণ্টু ঝিণ্টু আর সোনার চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলল, 'একদম মন খারাপ নয়। ঠিকমত পড়াশোনা করবে। আমি রোজই আসব। ও-কে?' বলতে বলতেই তার চোখ গিয়ে পড়ল রেখার ওপর।

যদিও ব্যাপারটা নাটকীয় তবু এই মুহূর্তে কান্নাটা কিছুতেই আটকাতে

পারছিল না রেখা। তার চোখ জলে ভরে গেছে। ঠোঁটদুটো কামড়ে কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করতে করতে ভেতরকার একটা দুরন্ত আবেগকে সে ফেটে পড়তে দিচ্ছিল না। অশোক তার কাছে এসে নীচু চাপা গলায় বলল, 'ডোন্ট বী সেন্টিমেন্টাল। আমি একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছি। তুমি এ রকম করলে আমি উইক হয়ে পড়ব। আমি তো পার্মানেন্টলি চলে যাচ্ছি না। রোজ তোমার সঙ্গে দেখা হবে। বী স্টেডি।'

রেখা কান্নাভাঙা গলায় বলল, 'তুমি কোথায় থাকবে, ঠিকানাটা দিয়ে যাও।'

'এখনও জানি না, কোথায় থাকব। এ্যাড্রেসটা ঠিক হওয়া মাত্র তোমাকে আর কাকা কাকীমাকে জানিয়ে দেব।'

রেখা কিছু বলল না।

রাজহাঁসের মতো সাদা ধবধবে একটা লিমুজিন নিয়ে কাল প্রমথেশ মল্লিক এসেছিলেন। আজকের গাড়িটা তার চাইতেও বড় এবং পুরোপুরি এয়ার কণ্ডিসানড। রং বাদামী।

লিমুজিনটার দিকে ঘুরতেই দেখা গেল ছ ফুটের ওপর লম্বা, টকটকে রং, ব্যাক ব্রাশ করা কাঁচা পাকা চুল, সটান চেহারা, খাড়া মেরুদণ্ড, চওড়া কপাল, পরনে দামী স্যুট, এক ভদ্রলোক গাড়িটার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখা-চোখি হতেই বিশুদ্ধ এ্যাকসেন্টে ইংরেজিতে তিনি বললেন, 'স্যর, আমি চন্দ্রকান্ত রাহেজা। আপনাকে নেবার জন্য এসেছি।' তাঁর চোখে-মুখে অসীম বিনয় এবং বশংবদ ভঙ্গি।

'স্যর' শব্দটা খট করে অনভ্যস্ত কানে অন্য রকম লাগল। চন্দ্রকান্ত কি ইয়ার্কি করে কথাটা বলেছেন! দ্রুত তাঁর মুখের দিকে এক পলক তাকাল অশোক, কিন্তু সে-রকম কিছু মনে হল না। সে ইংরেজিতেই বলল, 'আমি অশোক, অশোক ব্যানার্জি।'

'তা আমি বুঝতে পেরেছি।' বলতে বলতে পিছন দিকের দরজাটা খুলে দিলেন চন্দ্রকান্ত, 'আসুন স্যর—'

নিজেকে এক পলকের জন্য বোকাটে মনে হল অশোকের। না বুঝতে পারলে চন্দ্রকান্ত এত লোকের মধ্যে তাকে স্যর বলবেন কেন? কিছু না বলে চুপচাপ গাড়িতে উঠে পড়ল অশোক।

তারপর চন্দ্রকান্ত উঠে অশোকের পাশে বসে দরজা বন্ধ করতে করতে শোফারকে বললেন, 'এসপ্ল্যানেড—'

দু মিনিটের মধ্যে গাড়িটা অলিগলি পেরিয়ে কালকের মতো বড় রাস্তায় চলে এলো। পাশ থেকে চন্দ্রকান্ত এবার বললেন, 'স্যর, আমার সম্বন্ধে আপনাকে আরেকটু বলছি—'

অশোক বলল, 'বলুন—'

'আজ থেকে আমাকে আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারি এ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে। আপনার সমস্ত ব্যাপার, ডেইলি প্রোগ্রাম, সব কিছু আমি দেখব।'

'কে আপনাকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে?'

'চ্যাটার্জি সাহেব।'

কাল দুপুরে সোমদেবের সঙ্গে লাঞ্চ সেরে ব্যারাক বাড়িতে ফিরেছে অশোক। এখনও পুরো চব্বিশটা ঘন্টা পার হয় নি। এত তাড়াতাড়ি তার জন্য একজন প্রাইভেট সেক্রেটারিকে এ্যাপয়েনমেন্ট দিয়ে ফেলেছেন সোমদেব! ব্যাপারটা যেন ভাবা যায় না। সে বলল, 'ও আচ্ছা—'

'আই উইল লুক আফটার ইওর কমফোর্ট এ্যাণ্ড এভরিথিং স্যর—'

'থ্যাঙ্ক ইউ—'

এরপর আর কোন কথা হল না।

গাড়িটা রাস্তার ওপর দিয়ে বিরাট একটা বাজপাখির মতো উড়ে যাচ্ছিল।

শীততাপনিয়ন্ত্রিত এই লিমুজিনের জানালায় হাল্কা নীল রঙের কাচ বসানো। সেই কাচের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বার বার অশোকের মনে হতে লাগল, পেছনের চব্বিশ বছরের জীবনটার সঙ্গে তার যোগাযোগ কি একেবারেই ছিঁড়ে গেল? পরক্ষণেই অশোক ভাবল, তা কেন হবে! সমাজের অন্ধকার নিচুতলার একেবারে শেষ সিঁড়ি থেকে কয়েক লক্ষ ফুট ওপরে এমন একটা এভারেস্টের চূড়ায় সে চলেছে যেখানে শুধু এ্যাফ্লুয়েন্স আর এ্যাফ্লুয়েন্স। সেই এ্যাফ্লুয়েন্সের পাহাড় কেটে এনে পেছনের জীবনের সঙ্গীদের মতো পভার্টি লাইনের নিচেকার লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য সে চোখ ধাঁধানো মিনার তুলবে। তেমন একটা চ্যালেঞ্জ তো নিয়েই আশোক চলেছে! যেখানেই যাক, সমাজের এই উইকার সেকসান অর্থাৎ আর্থিক দিক থেকে দুর্বল মানুষের সঙ্গেই সব সময় থাকবে, তাদের জন্য সর্বক্ষণ কাজ করে যাবে। ভাবতে ভাবতে অদ্ভুত এক থ্রিল আর উত্তেজনা অনুভব করতে লাগল অশোক। এমন উত্তেজনার কারণ চব্বিশ বছরের জীবনে আর কখনও ঘটেনি তার।

হঠাৎ চন্দ্রকান্ত রাহেজার গলা শুনে চমকে উঠল অশোক, 'স্যর, এখানে একটু নামতে হবে।'

কখন লিমুজিনটা একটা প্রকাণ্ড ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল আশোক টের পায় নি। এখানে কী দরকার, জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেল সে। সোমদেবের সঙ্গে তার অলিখিত চুক্তি হয়েছে, কোন ব্যাপারেই প্রশ্ন করবে না।

চন্দ্রকান্ত আগেই নেমে পড়েছিলেন। অশোক নামতেই তাকে সঙ্গে করে ডিপার্ট মেণ্টাল স্টোরটার যেখানে টেলারিং সেকসান, সোজা সেখানে গেলেন।

অশোক অবাক হয়ে যাচ্ছিল। নিজের অজান্তেই এবার তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'এখানে কী ?'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'আপনার জন্যে কয়েক সেট স্যুটের অর্ডার দেব।'

'স্যুট দিয়ে কি হবে ?'

অত্যন্ত বিনীতভাবে চন্দ্রকান্ত বললেন, 'স্যার, আজ থেকে আপনি কাণ্ট্রির একজন ফোরমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হয়ে যাচ্ছেন। দেশের ভেরি ইমপর্টাণ্ট পারসনদের সঙ্গে আপনার রোজ দেখা হবে। সে জন্যে ভাল পোশাকের দরকার।'

সামনের একটা প্রকাণ্ড লাইফ-সাইজ আয়নায় হঠাৎ নিজেকে দেখতে পেল অশোক। প্রতিফলিত অশোকের পরনে কয়েক দিনের চটকানো আঠারো টাকা দামের সস্তা কটনের ট্রাউজার, ময়লা বুশ শার্ট। শার্টটার আবার গোটা দুই বোতাম নেই। পায়ে ফুটপাত থেকে কেনা চটি। অশোক বলল, 'আমার যা পোশাক রয়েছে, তাতে চলবে না ?'

আগের মতোই বশংবদ ভঙ্গিতে চন্দ্রকান্ত বললেন, 'আপনি যদি মনে করেন নিশ্চয়ই চলবে। তবে ভাল পোশাক পার্সোনালিটি ফুটিয়ে তুলতে হেল্প করে। যে দেখবে তার ওপর একটা ইমপ্রেসান রাখে।'

'আই সী। তাহলে আপনার মতে আমার এই আঠারো টাকার প্যাণ্ট, বারো টাকার বুশ শার্ট আর আট টাকার চটিতে কোন রকম পার্সোনালিটি ফোটে না ?'

চন্দ্রকান্ত উত্তর দিলেন না।

অশোক আবার জিজ্ঞেস করল, 'আমার এই ড্রেসে শিল্পপতি হওয়া যায় না, কি বলেন ?'

চন্দ্রকান্ত এবারও চুপ।

অশোক বলতে লাগল, 'কিন্তু মিস্টার রাহেজা, দেশের নাইনটি পারসেণ্ট মানুষের আমার এই থার্ড ক্লাস পোশাক কেনারও ক্ষমতা নেই। গ্রামের দিকের হাজার হাজার লোক কোমরে একফালি ন্যাকড়া জড়িয়ে বছরের পর বছর কাটিয়ে

'দচ্ছে। এনিওয়ে, আপনার যা ইচ্ছে হয়, করুন—'

চন্দ্রকান্ত এবার বললেন, 'স্যর, আপনি স্যুটের কাপড় পছন্দ করে দিন।'

'আমার কোন পছন্দ অপছন্দ নেই। ওই দায়িত্বটা আপনাকেই নিতে হবে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যর, ইটস প্লেজার—'

অশোক অন্যমনস্কর মতো দাঁড়িয়ে রইল। আর চন্দ্রকান্ত দামী দামী কাপড় পছন্দ করে অশোকের জন্য কুড়ি সেট স্যুট, স্লিপিং গাউন, ট্রাউজার, পাঞ্জাবী ইত্যাদি ইত্যাদির অর্ডার দিলেন। এদিকে একজন টেলার ভীষণ ব্যস্তভাবে অশোকের বুক, কোমর, হাতা ইত্যাদির মাপ নিয়ে অর্ডার বুকে টুকে নিতে লাগলো।

চন্দ্রকান্ত কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখতে দেখতে টেলারিং কাউন্টারের লোকটিকে বলল, 'এখন ন'টা, ঠিক সাড়ে বারোটায় অন্তত পাঁচ সেট স্যুট আমাদের চাই।'

'পাবেন স্যর…'কাউন্টারের লোকটা উত্তর দিল।

'এক মিনিটও দেরি যেন না হয়।'

'পাংচুয়ালিটি আর পারফেক্ট সারভিস টু আওয়ার পেট্রন, এই দুটো হল আমাদের ক্যাপিটাল।'

চন্দ্রকান্ত একটা চেক কেটে কাউন্টারের লোকটাকে দিলেন। তাতে যে অঙ্ক বসানো রয়েছে সেটা দেখে চমক লাগল অশোকের। ওই টাকায় হরনাথকাকার ফ্যামিলির দু বছর চলে যাবে।

ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে বেরিয়ে বিরাট বিরাট শপিং সেন্টারে ঘুরে ঘুরে অশোকের জন্য ডজন ডজন গেঞ্জি, জাঙিয়া, রুমাল, পনেরো জোড়া জুতো, স্লিপার, টাই, টাই-পিন, দামী পারফিউম, ইলেকট্রিক শেভিং বক্স, নেইল কাটার ইত্যাদি গাদা গাদা জিনিস কিনে পেছনের কেরিয়ার বোঝাই করে ফেললেন চন্দ্রকান্ত। তারপর অশোককে নিয়ে তিনি এলেন একটা দারুণ ফ্যাশনেবল হেয়ার ড্রেসিং সেলুনে।

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'এখানে আবার কী ?'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'স্যর, আপনার চুলটা বড় হয়ে গেছে। শেভ করতে বোধহয় ক'দিন ভুলে গেছেন।'

'পার্সোনালিটি ফোটাবার জন্যে চুল কাটা আর দাড়ি কামানো বুঝি খুবই এসেনসিয়াল ?'

চন্দ্রকান্ত সবিনয়ে একটু হাসলেন ; কিন্তু কিছু বললেন না।

শর্তানুযায়ী আপত্তি করার কথা নয়। অগত্যা যুবতী চাইনীজ হেয়ার ড্রেসারদের কাছে গলার ওপর থেকে পুরো মুখ এবং মাথাটা সঁপে দিতে হল।

আধঘণ্টা ধরে চীনে যুবতীটি নানা রকমের কাঁচি, চিরুনি সুগন্ধ লোসন, ক্ষুর ইত্যাদি দিয়ে চুল কেটে দাড়ি কামিয়ে অশোককে ফিটফাট করে দিল। তারপর আধঘণ্টা ধরে চলল ম্যাসেজ। তুলতুলে নরম আঙুল আর হাতের তেলো শরীরের ওপর দিয়ে যেন মাছের মতো খেলা করে যেতে লাগল।

ম্যাসেজ শেষ হবার পর শরীরটা ভীষণ তাজা আর ঝরঝরে হয়ে গেল অশোকের। আরামের কত রকম উপকরণই না চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

এক সময় চুল কাটা এবং ম্যাসেজের মজুরি দিয়ে ওরা আবার লিমুজিনে এসে বসল। চন্দ্রকান্ত সেলুনে যে বিল মিটিয়েছেন তার ফিগারটা দেখেছে অশোক।

পঁচিশ টাকা। চুল কাটা এবং গায়ে আঙুল বোলাবার জন্য পঁচিশ টাকা! ঐ টাকায় হরকাকার দেড় সপ্তাহের রেশন ওঠে। অশোককে নিয়ে ছ'জন মানুষের সাড়ে দশ দিনের খাদ্যের দাম।

কেনাকাটা করতে আর চুল কাটাতে দু-আড়াই ঘণ্টা সময় কেটে গিয়েছিল। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে বারোটায় আবার তারা ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে ফিরে এলো। টেলারিং সেকসনে আসতেই কাউণ্টারের সেই লোকটি ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'পাঁচ সেট স্যুট রেডি স্যর। ট্রায়াল দিয়ে দেখুন।'

চন্দ্রকান্ত গাড়ি থেকে নামবার সময় একজোড়া নতুন জুতো, গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া, টাই, রুমাল নিয়ে এসেছিলেন। কাউণ্টারের লোকটি অশোককে ট্রায়াল রুমে নিয়ে গেল। চন্দ্রকান্তও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। বললেন, 'স্যুটের সঙ্গে জুতো-টুতো পরে নেবেন স্যর—'

'এখনই এ সব পরব ?'

'হ্যাঁ স্যর।'

সব পরা-টরা হয়ে গেলে টাইটা বাঁধতে পারছিল না অশোক। চন্দ্রকান্ত এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করলেন। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল অশোক। চব্বিশ বছর ধরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যাকে সে দেখেছে, তার সঙ্গে ট্রায়াল রুমের মিররে প্রতিফলিত দামী পোশাক-পরা এই দুর্দান্ত স্মার্ট ঝকঝকে চেহারার যুবকটির কোন মিল নেই। অশোক ভাবল, মাত্র আড়াই ঘণ্টা সময়ের মধ্যে চতুর কোন ম্যাজিসিয়ানের মতো চন্দ্রকান্ত রাহেজা তার বাইরের দিকটা একেবারে বদলে দিয়েছেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কলকাতার শহরতলীর এক বস্তি টাইপের বাড়ির সেই টগবগে রাগী হঠকারী যুবকটিই সে

রয়েছে। তাকে বদলাবার ক্ষমতা চন্দ্রকান্ত রাহেজার নেই।

পায়ের কাছে পুরনো নোংরা কোঁচকানো ট্রাউজার আর শার্ট'টা পড়ে ছিল। টেলারিং-এর সেই লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো কি করব স্যর?'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'ও দিয়েআর কি হবে; গরীব টরিব কাউকে দিয়ে দেবেন।'

টেলারিং-এর লোকটা কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই অশোক বলে উঠল, 'না না, ওগুলো কাউকে দিতে হবে না। একটা প্যাকেট করে আমাকে দিয়ে দিন।' বলেই চন্দ্রকান্তর দিকে ফিরল, 'ওগুলো আমার ফেলে-আসা জীবনের স্মৃতি। মেমেণ্টো অফ মাই পাস্ট লাইফ। ওগুলো থাকলে পুরনো জীবনকে আমার মনে পড়বে। আই ডোণ্ট লাইক টু ডিসোসিয়েট মী ফ্রম মাই পাস্ট।'

টেলারিং সেকসনের লোকটা পুরনো ট্রাউজার ফ্রাউজার দিয়ে একটা প্যাকেট করে দিল। অতীত জীবনের খোলস হাতে ঝুলিয়ে একটু পরে অশোক চন্দ্রকান্তর সঙ্গে আবার লিমুজিনে ফিরে এলো।

চন্দ্রকান্ত শোফারকে বললেন, 'এবার ওল্ড বালিগঞ্জ চল।'

আট

কুড়ি মিনিটের মধ্যে ওল্ড বালিগঞ্জের বিরাট কম্পাউণ্ড-ওলা একটা বাড়ির ভেতর পৌঁছে গেল অশোকরা।

আলিপুরের নির্জন পশ এলাকায় সেই বাড়িটার মতো ওল্ড বালিগঞ্জের এই বাড়িতেও সবুজ কার্পেটের মতো লন, টেনিস কোর্ট, ফুলের বাগান, অর্কিড, পাম গাছ, মালী, বেয়ারা ইত্যাদি। এ বাড়িটাও মডার্ণ আমেরিকান আর্কিটেকচারের কথা মনে করিয়ে দেয়।

চন্দ্রকান্তর সঙ্গে ভেতরে ঢুকে লিফ্‌টে করে সোজা তেতলার ডাইনিং রুমে চলে এলো অশোক। এখন কাঁটায় কাঁটায় একটা।

বিশাল খাবার ঘরটার মাঝখানে ঝকঝকে প্রকাণ্ড ডাইনিং টেবলকে ঘিরে অনেকগুলো আরামদায়ক ফ্যাশনেবল চেয়ার সাজানো রয়েছে। দরজায় জানালায় সাদা ফিনফিনে পর্দা। ডিসট্যাম্পার করা দেয়ালে কোথাও এতটুকু দাগ পর্যন্ত নেই এখানকার সব কিছু তকতকে, পরিষ্কার এবং নিখুঁত। কোত্থেকে ঢিমে তালে সরোদের আওয়াজ ভেসে আসছে। খুব সম্ভব আস্তে করে পাশের ঘরে লং প্লেয়িং-এ রবিশঙ্করের রেকর্ড বাজানো হচ্ছে।

ডাইনিং রুমে সোমদেব অপেক্ষা করছিলেন। তিনি একাই নন, সঙ্গে একজন মহিলা। হঠাৎ দেখলে তাঁকে তরুণী মনে হয়। একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, বয়েসটা তাঁর পঞ্চাশের কাছাকাছি। ডাই-করা চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। গায়ের রং রৌদ্রঝলকের মতো। নিখুঁত করে আঁকা ভুরুর তলায় উজ্জ্বল দীর্ঘ চোখ। টান টান নাকটা কপাল থেকে নেমে এসেছে। রক্তাভ ঠোঁট, মসৃণ চিবুক, গলাটা যেন সোনার নিটোল ফুলদানি। সমস্ত চেহারায় আভিজাত্য এবং সফিসটিকেসন সমান মাপে মেশানো। অশোককে মনে হল, কোথায় এঁকে দেখেছে। কিন্তু ঠিক মনে করতে পারল না।

সোমদেব ভীষণ খুশি হয়ে বললেন, 'ওয়েলকাম অশোক, মোস্ট ওয়েলকাম—' অশোক আর চন্দ্রকান্ত ভেতরে আসতেই বললেন, 'বসো—'

দুজনে সোমদেব এবং সেই মহিলাটির মুখোমুখি বসল।

সোমদেব এবার বললেন, 'তোমাকে আজ আর চেনাই যাচ্ছে না। ইউ আর টোটালি এ চেঞ্জড পারসন। বাট আই অ্যাডমিট, ইউ লুক ভেরি হ্যাণ্ডসাম টু-ডে উইথ এ টাচ অফ এনোরমাস পার্সোনালিটি। এটাই চেয়েছিলাম।'

অশোক সামান্য হাসল।

সোমদেব এবার চন্দ্রকান্তর দিকে ফিরে বললেন, 'রাহেজা, ইউ হ্যাভ ডান এ্যান একসেলেণ্ট জব। অশোককে তুমি একেবারে বদলে দিয়েছ।'

রাহেজা মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যর—'

সোমদেব বললেন, 'একটা বাজে। এবার লাঞ্চটা সেরে নেওয়া যাক। তারপর প্রচুর কাজ রয়েছে। রেস্ট অফ দা ডে ইজ প্যাক্‌ড উইথ প্রোগ্রাম—' বলেই ডাকলেন, 'বেয়ারা—'

ধবধবে উর্দি-পরা ছ'টি বেয়ারা ডানদিকের দরজার কাছে মেরুদণ্ড টান টান করে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করে সুপের বাটি থেকে শুরু করে নানা রকম সুদৃশ্য প্লেট এবং বোলে করে স্যালাড, ফ্রায়েড রাইস, রোল, পরটা, তন্দুরি চিকেন, মাটন, মাছ ইত্যাদি নিয়ে আসতে লাগল।

সুপের বাটিতে চামচ ডোবাতে ডোবাতে কথাটা মনে পড়ে গেল সোমদেবের। বললেন, 'ঐ দেখ, তোমাদের আলাপটাই করিয়ে দেওয়া হয় নি।' পাশের মহিলাটিকে দেখিয়ে বললেন, 'এ হল আমার স্ত্রী—পারমিতা।' পারমিতাকে বললেন, 'আর ও অশোক। অশোকের কথা তোমাকে আগেই বলেছি। ও একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছে।'

পারমিতা অল্প হাসলেন। হাসলে তাঁর গালে সুন্দর টোল পড়ে। বললেন,

'আপনার চ্যালেঞ্জের ব্যাপারটা জানি। খুব হার্ড'টাস্ক। উইশ ইউ বেস্ট।'

'ধন্যবাদ।'

'আমার যদি কোনরকম সাহায্য দরকার হয় বলবেন আই এ্যাম রেডি টু এক্সটেণ্ড মাই হ্যাণ্ড এনি টাইম ইউ আস্ক ফর—'

অশোক বলল, 'কথাটা আমার নিশ্চয়ই মনে থাকবে।'

সোমদেব বললেন, 'পারমিতা নানারকম সোসাল ওয়েলফেয়ার নিয়ে মেতে আছে। আমার কাছ থেকে দু-চারদিন পর পর মোটা মোটা ডোনেসন আদায় করে অরফ্যানেজ চালায়, কোথায় যেন একটা ফ্রী হেল্‌থ ক্লিনিক খুলেছে, বস্তিতে গিয়ে স্কুল চালাচ্ছে। আমেরিকান না স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, কাদের বেনিভোলেণ্ট সব ফাণ্ড আছে। তাদের কাছ থেকে পাউডার মিল্ক, কাগজ পেন্সিল, জামা কাপড় আনিয়ে গরীবদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে। মাসে একবার করে খবরের কাগজে ওর ছবি বেরোয়। আমার ধারণা ওকে দলে পেলে তোমার এক্সপেরিমেণ্টে অনেক সুবিধা হবে।'

অশোকের এইবার মনে পড়ে গেল, খবরের কাগজেই পারমিতার ছবি দেখেছে। সেইজনই চেনা চেনা লাগছিল।

চুপচাপ খাওয়া চলল কিছুক্ষণ। তারপর সোমদেব বললেন, 'কাল আর আজ তুমি দুটো বাড়ি দেখলে। একটা আলিপুরের, আরেকটা এখানে। কোন বাড়িটা তোমার পছন্দ? কোথায় তুমি থাকতে চাও?'

অশোক বলল, 'আমার কাছে দুটোই সমান। যেখানে বলবেন সেখানেই থাকব।'

একটু ভেবে সোমদেব বললেন, 'তুমি এখানেই থাক। এ বাড়িও টোটালি ফারনিশড, সব ঘরে এয়ার-কুলার রয়েছে। তোমার কোন অসুবিধা হবে না।'

শহরতলীর সেই ব্যারাক বাড়িটা মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠল অশোকের। সেখানে দশ বাই আট অর্থাৎ আশী স্কোয়ার ফুটের ফালির মতো একখানা ঘরে এগারো টাকা দামের তক্তাপোশে দেড় লক্ষ ছারপোকার সঙ্গে রাত্তিরে শুতে হত; জানলার বাইরে বুনো কচুর জঙ্গল থেকে কোটি কোটি এনোফিলিস ঝাঁক বেঁধে দিন রাত উড়ছে, মাথার ওপর এ্যাসবেস্টসের চাল—সেই তুলনায় এই বাড়ি? তুলনার কথা ভাবাই যায় না।

সোমদেব আবার বললেন, 'তোমার সেক্রেটারি রাহেজা সময় করে গোটা বাড়িটা তোমাকে দেখিয়ে দেবে।'

অশোক কিছু বলার আগেই চন্দ্রকান্ত বললে, 'নিশ্চয়ই দেব স্যর।'

একটা থেকে পৌনে দুটো পর্যন্ত লাঞ্চ। তারপর দোতলার প্রকাণ্ড ড্রইং রুমে এসে আধঘণ্টা বিশ্রাম।

ডিভানে গা এলিয়ে দিয়েছিলেন সোমদেব। একটা বড় সোফায় আধশোয়ার মতো করে আছেন পারমিতা, অন্য দুটো সোফায় বসে আছেন চন্দ্রকান্ত আর অশোক। সোমদেব বিশ্রাম করতে করতেই কথা বলছিলেন।

'তোমার বিষয়ে আমি একটা ডিসিসন নিয়েছি।'

অশোক জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

সোমদেব বললেন, 'আমাদের টোটাল একশো সাতচল্লিশটা কোম্পানি আছে। কান্ট্রির নানা সেন্টারে আছে তিনশোর মতো ফ্যাক্টরি। আমি তোমাকে ফেজ বাই ফেজ সবগুলো কোম্পানির দায়িত্ব দিয়ে দেব। তবে আগে এই প্রভিন্সে আমাদের যে সব ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট রয়েছে সেগুলোর রেসপনসিবিলিটি পাবে। তা ছাড়া চেম্বার অফ কমার্সে আমাদের মেম্বারশিপ রয়েছে। তোমাকে সেখানেও এ্যাকটিভ পার্ট নিতে হবে।'

অশোক চুপ করে শুনে যেতে লাগল।

আরো কিছুক্ষণ এলোমেলো কথার পর সোমদেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি প্রমথেশ ড্রইং রুমে ঢুকলেন। ঘড়িতে এখন কাঁটায় কাঁটায় দুটো পনেরো।

সোমদেব তাঁকে দেখে বললেন, 'কী খবর মল্লিক? এখন কিসের প্রোগ্রাম?'

'স্যর, আমাদের হেড অফিসে ব্যানার্জি সাহেবকে নিয়ে যাবার কথা আছে। এখানকার আটচল্লিশটা কোম্পানির ডাইরেক্টররা আসবেন। ব্যানার্জি সাহেবের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেবার কথা আছে।'

'ইয়েস, ইয়েস, দ্যাট্স ভেরি মাচ আরজেন্ট।'

'দুটো চল্লিশে ব্যানার্জি সাহেবের সঙ্গে বসার কথা। এখনই উঠতে হবে স্যর।'

'হ্যাঁ, চল—' সোমদেব ডিভান থেকে নেমে পড়তে পড়তে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার এখন কী প্রোগ্রাম?'

পারমিতা বলেছিলেন, তিনটের সময় তিলজলায় অরফ্যানেজে যাবেন। এখন বললেন, 'আমি বেরুব না; এখানেই আর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করব।'

'ঠিক আছে। আমরা বেরুচ্ছি।'

অশোককে নিয়ে সোমদেব চলে গেলেন। সঙ্গে দুজনের দুই সেক্রেটারি— চন্দ্রকান্ত এবং প্রমথেশ।

নয়

অফিসপাড়ায় সোমদেবের একুশতলা হেড অফিসবিল্ডিংটার নাম ইন্টারন্যাশনাল। বাড়িটার আণ্ডারগ্রাউণ্ডে তিনটে ফ্লোরে গ্যারেজ।

সামনের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কতবার যে অশোক বাড়িটা দেখেছে, ঠিক-ঠিকানা নেই। কোনদিন সে এখানে ঢুকবে, ভাবতে পর্যন্ত পারে নি।

সামনের দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে সমান করে ছাঁটা ঘাসের সার্কেল। বৃত্তের মাঝখানে বিশাল ফোয়ারা, সেটা ঘিরে একই মাপের ছাতার আকারের অনেকগুলো ঝাউ গাছ। একটা ঝকঝকে সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তা ঘাসের সার্কেলটাকে ঘিরে দুদিকের দুটো বিরাট গেটে মিশেছে। একটা গেটের মাথায় লেখা 'ইন', আরেকটার 'আউট'।

অশোকদের লিমুজিন পোর্টিকোতে থামতেই দুটো বেয়ারা দৌড়ে এসে দরজা খুলে দিল। সোমদেবের সঙ্গে অশোকরা নেমে পড়ল।

ভেতরে ঢুকতেই বোঝা গেল, এই একুশতলা বাড়িটা আগাগোড়া এয়ার-কণ্ডিসাণ্ড। ভেতরে এক ধারে কাচের পার্টিসনের ভেতর চমৎকার করে সাজানো প্রকাণ্ড রিসেপসান ডেস্ক। সেখানে ক্যালেণ্ডারের মডেল গার্লদের মতো দারুণ সুন্দর আর চুম্বকের মতো আকর্ষণীয় একটি মেয়ে বসে আছে। তার সামনে অনেকগুলো সোফা। সেখানে কিছু লোকজনকে বসে থাকতে দেখা গেল।

আরেক দিকে পর পর ছ'টা লিফ্‌ট। এগুলো অফিসের কর্মী এবং বাইরের লোকজনের জন্য। তার পাশে একটা কাচের ঘরে আলাদা দুটো লিফ্‌টও রয়েছে। একটা ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের জন্য সংরক্ষিত। অন্যটা ডাইরেক্টর, জেনারেল ম্যানেজার এবং অন্যান্যদের জন্য।

সোমদেবকে দেখামাত্র বেয়ারা, কর্মী বা আর যারা সব ছিল এ্যাটেনসানের ভঙ্গিতে টান টান দাঁড়িয়ে গেল। সোমদেব কোন দিকে না তাকিয়ে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের জন্য সংরক্ষিত লিফ্‌টের কাছে আসতে লিফ্‌ট বয় প্রথমে লম্বা স্যালুট ঠুকে দরজা খুলে দিল। সোমদেবরা চারজন ঢোকার পর ষোল নম্বর বোতামটা টিপল। তার মানে সোমদেবের চেম্বার সিক্সটিন্থ ফ্লোরে।

ঝিঁঝির ডাকের মতো একটানা শব্দ করে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে লিফ্‌টটা সতেরো তলায় পৌঁছে গেল।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর অর্থাৎ সোমদেব চাটার্জির নিজস্ব চেম্বারটা বিশাল। প্রায় দু' হাজার স্কোয়ার ফুটের মতো। একধারে গোটা দেয়াল জুড়ে কাচের সুদৃশ্য শেল্‌ফ, তার ওপর তিরিশ ফুট লম্বা এ্যাকুয়েরিয়াম, আরেক ধারের দেয়ালের প্রায় গোটাটা জুড়ে নানারকম পেন্টিং। পুব আর দক্ষিণে পুরু কাচের দেয়াল; দামী পর্দা দিয়ে তার খানিকটা ঢাকা রয়েছে। দেয়ালের গা ঘেঁষে নানা আকারের ছোট ছোট টবে বিভিন্ন ধরনের অর্কিড, একধারে ছোট একটা ফোয়ারা। মাঝখানে আধখানা বৃত্তের মতো প্রকাণ্ড টেবল, আরামদায়ক চেয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি। যে দেয়ালে বুক-শেল্‌ফ, তার পাশেই দুটো টয়লেট। গোটা ফ্লোরটা ছ' ইঞ্চি পুরু পার্সিয়ান কার্পেটে মোড়া।

সোমদেব অশোকদের সঙ্গে করেই তাঁর চেম্বারে এলেন। চার পাঁচটা বেয়ারা শ্বাসরুদ্ধের মতো সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এলো। দুজনে পুব দক্ষিণের কাচের দেয়াল থেকে দামী পর্দাগুলো টেনে একধারে সরিয়ে দিল।

সোমদেব বললেন, 'বোস—' বলতে বলতে নিজের চেয়ারে বসে পড়লেন।

অশোকরা তাঁর মুখোমুখি টেবলের এধারে বসল।

সোমদেব বললেন, 'এই যে চেম্বারটা দেখছ, কাল থেকে তুমি এখানে বসবে। দিস উইল বী ইওর অফিস।'

অশোক চমকে উঠল, 'আমি এখানে বসব! কিন্তু আপনি?'

আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি আজকের মধ্যেই ট্রান্সফার অফ পাওয়ার করতে চাই। অবশ্য লিগ্যাল ট্রান্সফারটা হতে কয়েক দিন সময় লাগবে। ততদিন তুমি অফিসিয়েট করে যাবে।'

গোটা ব্যাপারটা অশোকের কাছে স্পষ্ট হচ্ছিল না। সে কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ইণ্টারন্যাল কমিউনিকেসনে অপারেটর এ ঘরে একটা লাইন দিল। সোমদেবের সেক্রেটারি প্রমথেশ দৌড়ে গিয়ে ফোন ধরলেন। দু-একটা কথা বলে সোমদেবের দিকে ফিরে জানালেন, 'আমাদের স্টীল, টায়ার, অটোমোবাইল রোপওয়্যার, জুট আর ইলেকট্রনিকস কোম্পানির ডিরেক্টররা কনফারেন্স রুমে ওয়েট করছেন।'

সোমদেব উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'চল অশোক। তোমাকে ওঁদের কাছে ইনট্রোডিউস করে দিই।'

একটু পর ফ্লোরের সুবিশাল কনফারেন্স রুমে চলে এলো অশোকরা। নানা বিষয়ের এবং বিভিন্ন পোশাকের পঞ্চাশ-ষাট জন ভদ্রলোক এখানে বসে আছেন। পোশাক এবং চেহারা দেখে সনাক্ত করা যায় তাঁরা এই দেশেরই নানা অংশের

মানুষ। কেউ পাঞ্জাবী, কেউ সিন্ধী, কেউ গুজরাটি, কেউ মারোয়াড়ী বা দক্ষিণ ভারতীয়। দু-চারজন অভারতীয়ও আছেন। বিভিন্ন প্রান্ত এবং ভাষার মানুষ হলেও বোঝা যাচ্ছে তারা সবাই এ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটির লোক।

সোমদেবকে দেখে তাঁর সম্মানার্থে সবাই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। সবাইকে বসতে বলে সোমদেব তার জন্য নির্দিষ্ট বড় একটা চেয়ারে সবার মুখোমুখি বসলেন এবং নিজের পাশে অশোককে বসালেন। চন্দ্রকান্ত এবং প্রমথেশ একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রায় ডজনখানেক বেয়ারা কোনো রকম নির্দেশের জন্য দেয়ালের গা ঘেঁষে দম বন্ধ করে খাড়া হয়ে রইল।

সোমদেব শুরু করার আগে প্রমথেশের দিকে এক পলক তাকালেন। তাঁর তাকানোর মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিল। প্রমথেশ বড় বড় পা ফেলে বেয়ারাদের কিছু একটা নির্দেশ দিয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এলেন। ছ'টা বেয়ারা তক্ষুনি ঝড়ের বেগে কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

অশোক লক্ষ করল, সামনের মানুষগুলি একদৃষ্টে তারই দিকে তাকিয়ে আছেন। সবার চোখেমুখে তীব্র কৌতুহল। অশোক ভেতরে ভেতরে খানিকটা নার্ভাস হয়ে পড়ছিল। তাদের ব্যারাক বাড়ি থেকে মাত্র সাত আট মাইল দূরে এবং মাটি থেকে মাত্র দুশো ফুট উচ্চতায় এমন একটা আশ্চর্য জগৎ আছে, সে কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিল!

সোমদেব এক সময় শুরু করলেন, 'ওয়েল জেন্টলমেন, আগে আপনাদের সঙ্গে আমার এই নতুন তরুণ বন্ধুটির আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন অশোক ব্যানার্জি—ভেরি মাচ এনারজেটিক, এন্টারপ্রাইজিং এ্যাণ্ড এ্যাংগ্রি ইয়ং ম্যান। এঁর কথা কালই আপনাদের জানিয়েছি।' অশোকের দিকে ফিরে বললেন, 'আর ওঁরা আমার সহকর্মী, বন্ধু এবং সকলেই দেশের টপমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট এ্যাণ্ড বিজনেস ম্যাগনেট। ইনি মিস্টার আই সিংঘাল, উনি মিস্টার টমসন, উনি মিস্টার কেডিয়া, উনি মিস্টার সারিন—'পর পর প্রায় পঞ্চাশটা নাম বলে গেলেন তিনি।

শুনতে শুনতে চমকে উঠছিল অশোক। এদের সবার নামই তার জানা। প্রায়ই খবরের কাগজে এঁদের ছবি বা ভাষণ বেরোয়। ইংরেজি ভাষায় কাগজে এদের সম্বন্ধে শিরোনাম দেওয়া হয় 'মেকার্স অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইণ্ডিয়া'। কোটি কোটি টাকা ওঁদের হাতে। কুবেরের প্রতিদ্বন্দ্বী এই মানুষগুলোর সামনে কোনদিন বসতে পারবে, এ কথা স্বপ্নেও কি অশোক ভাবতে পেরেছিল। স্নায়ুগুলোকে সে টান টান করে রাখলো। ভাবল, সবার নাম একদিনে সে মনে করে

রাখতে পারবে না। বেশ কিছুদিন সময় লাগবে।

সোমদেব বলে যাচ্ছিলেন, 'কালই আপনাদের জানিয়েছি, আমার এই নতুন বন্ধুটি একটা বিরাট এক্সপেরিমেণ্টের জন্যে এখানে এসেছেন। আমি কথা দিয়েছি তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করব। আপনারাও আমাকে কাল আশ্বাস দিয়েছিলেন, এঁর সঙ্গে সব দিক থেকে কো-অপারেট করবেন।'

সবাই মাথা নেড়ে অথবা মুখে জানালেন, অশোককে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এর মধ্যে সেই বেয়ারারা ট্রে-তে করে নানা ধরনের গরম এবং ঠাণ্ডা পানীয়, স্ন্যাক্স, সিগার সিগারেট ইত্যাদি সবাইকে সার্ভ করে গেল।

সোমদেব বললেন, 'আমি স্থির করেছি এই প্রভিন্সে যে সব কোম্পানির আমি চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর, সে সব জায়গা থেকে স্টেপ ডাউন করব। আমার জায়গায় অশোক ব্যানার্জি বসবেন। আপনাদের কোন আপত্তি নেই?'

একজন বললেন, 'না, আপত্তি কিসের। তবে এগুলো মুখের কথায় তো হবে না। নানা রকম লিগ্যাল ইমপ্লিকেসন আছে। গভর্ণমেণ্টকে জানাতে হবে; শেরার হোল্ডারদের একস্ট্রা-অর্ডিনারি মিটিং কল করে বলতে হবে।'

'জানি। আপনারা যে সব কোম্পানির ডিরেক্টর সেই সব কোম্পানির সেক্রেটারি আর ল-অফিসারদের ডেকে আপনাদের সামনেই বলে দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে স্যর। আপনি যা বলবেন তাতেই আমরা রাজী। আমরা জানি আপনি যা করবেন তা কোম্পানির স্বার্থেই। কোম্পানির ইণ্টারেস্ট আপনার চাইতে কে আর ভাল বোঝে।'

আরেক জন বললেন, 'আমাদের কোম্পানিগুলোর এত যে গ্রোথ হয়েছে, এত গুডউইল বেড়েছে, সে সবই আপনার ডাইনামিক লিডারশিপের জন্য। উই ডু হ্যাভ এভরি ফেইথ ইন ইউ।'

সোমদেব সামান্য হেসে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ—' বলেই প্রমথেশের দিকে ফিরে বললেন, 'ল-অফিসারদের খবর দাও।'

প্রমথেশ ইণ্টারন্যাল কানেকশানে বারোটা কোম্পানির সেক্রেটারি এবং ল-অফিসারদের এখনই কনফারেন্স হলে চলে আসতে বললেন।

দশ মিনিটও লাগল না, বারোটা কোম্পানির বারোজন সেক্রেটারি আর বারোজন ল-অফিসার, কয়েকজন লেডি-টাইপিস্ট আর স্টেনোগ্রাফার চলে এলো।

সোমদেব তাঁর জায়গায় অশোককে বসাবার প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন; এবং চারদিনের মধ্যে ওই কোম্পানিগুলোর শেয়ারহোল্ডাদের একটা করে জরুরী

মিটিং ডাকতে বললেন। স্টেনোটাইপিস্টরা ডিক্টেসন নিয়ে সেক্রেটারি আর ল-অফিসারদের সঙ্গে চলে গেল।

যত দেখছিল ততই যেন অবাক হয়ে যাচ্ছিল অশোক। পার্শ্ববর্তী এই লোকটা, এই সোমদেব চ্যাটার্জি যেন একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মতো। তাঁর মতামতই এখানে শেষ কথা। এত বিরাট একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল-কাম-বিজনেস এম্পায়ার তাঁর আঙুলের ডগায় যেন দাঁড়িয়ে আছে। অশোক তাঁর জায়গায় এক রকম বসেই গেছে বলা যায়। আইনগত যে ব্যাপারটা আছে সেটা খুবই মামুলি। দু-চারদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই সুবিশাল কনফারেন্স হলে বসে গল গল করে ঘামতে ঘামতে অশোক ভাবতে লাগল, এই বিরাট সাম্রাজ্য সে কি চালাতে পারবে? পরক্ষণেই তার মনে পড়ল সেই বিরাট চ্যালেঞ্জটার কথা। সে এখানে কল-কারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে আসে নি। এসেছে এর সুযোগ নিয়ে সোসাল প্যাটার্নকে বদলে দিতে। যে এ্যাফ্লুয়েন্স এখানে জমে আছে, খাত কেটে তাকে নিচের স্তরে পভার্টি লাইনের তলায় যারা রয়েছে তাদের ভেতর ছড়িয়ে দেবার জন্যই তো তার এখানে আসা।

যাই হোক, পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে গেল। বারোটা কোম্পানির ডিরেক্টররা অশোকের কাছে আনুগত্য জানিয়ে এবং সব রকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলেন। অশোকরা আবার সিক্সটিন্থ ফ্লোরে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেম্বারে ফিরে এলো।

এসেই সোমদেব ট্রাঙ্ক কলে বম্বে শেয়ার মার্কেটের সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বললেন। দিল্লীতে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলাপমেণ্ট ব্যাঙ্কের সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বললেন, মাদ্রাজে এক বড় টায়ার ফ্যাক্টরির জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গেও কি আলোচনা করলেন। পাঁচ পাঁচ দশ, আর তিন। মোট তেরো মিনিট। তারপরেই ইণ্টারন্যাল কানেকসনে আর একটা লাইন এলো।

প্রমথেশ ফোন তুলে কার সঙ্গে কথা বলে সোমদেবকে জানালেন কনফারেন্স রুমে আরো আটত্রিশটা কোম্পানির ডিরেক্টররা অপেক্ষা করছেন।

অশোককে নিয়ে আবার ওপরে এলেন সোমদেব। আগের মতোই সব ব্যাপারটা হল। অর্থাৎ এই সব কোম্পানির সেক্রেটারি আর ল-অফিসারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে অশোককে তাঁর জায়গায় বসাবার ব্যবস্থা পাকা করে ফেললেন সোমদেব। তারপর ফিরে এলেন নিজের চেম্বারে।

কিন্তু এবারও মিনিট পনেরো মাত্র থাকা গেল। এর মধ্যে বাঙ্গালোর,

কানপুর, ফরিদাবাদ, বোকারো আর ভূপাল থেকে কয়েকটা লাইন এসে অপেক্ষা করছিল। প্রতিটি লাইনে দু মিনিট করে কথা বললেন সোমদেব। তারপরই আবার ইন্টারন্যাল কানেকসানে জানানো হলো, কনফারেন্স রুমে আরো ষোলটা কোম্পানির ডিরেক্টররা অপেক্ষা করছেন। অশোককে নিয়ে আবার ওপরে গেলেন সোমদেব। আগের দু-বার যা-যা ঘটেছিল এবারও তাই ঘটল।

সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত বার পাঁচেক একবার কনফারেন্স হল, আরেকবার ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেম্বারের মধ্যে সোমদেবের সঙ্গে শাট্‌ল ককের মতো ছোটাছুটি করে বেড়ালো অশোক। আড়াইটা থেকে ছ'টা—এই সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে নব্বুইটা কোম্পানির ডিরেক্টর, চেয়ারম্যান বা ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে গেল সে।

কাঁটায় কাঁটায় যখন ছ'টা, সেই সময় সোমদেব বললেন, 'চল, আরেক জায়গায় একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

এতক্ষণ পর্যন্ত যা-যা ঘটে গেছে সেগুলো স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছিল অশোকের। দেশের এতগুলো বিরাট বিরাট শিল্পপতি আর বিজনেস ম্যাগনেটের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, কথা বলা—এসবের মধ্যে দারুণ এক উত্তেজনা রয়েছে। স্নায়বিক এই উত্তেজনা অশোককে ভয়ানক ক্লান্ত করে তুলছিল। তা ছাড়া মাঝে মধ্যে এয়ার-কণ্ডিশাণ্ড হলে সিনেমা দেখলেও একটানা এতক্ষণ শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত বাড়িতে থাকারও একটা প্রতিক্রিয়া আছে। এই মুহূর্তে আর কোথাও যেতে ইচ্ছা করছিল না কিন্তু সে কথা তো আর সোমদেবকে বলা যায় না। অশোক তবু জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

সোমদেব বললেন, 'তোমাকে আরো কয়েকজনের সঙ্গে ইনট্রোডিউস করিয়ে দেব। এ্যাণ্ড দ্যাটস ভেরি মাচ আরজেন্ট। চল।'

দশ

আধ ঘণ্টা পর অশোকরা গথিক স্ট্রাকচারের যে বিশাল বাড়িটার সামনে এসে গাড়ি থেকে নামল তার প্রকাণ্ড গেটের থামে পেতলের প্লেটে লেখা রয়েছে: 'ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া চেম্বার অফ কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি'। এ বাড়িটার সামনে দিয়েও

কয়েক হাজার বার হেঁটে গেছে অশোক। কিন্তু কোনদিন ভেতরে ঢোকবার কথা স্বপ্নেও ভাবে নি।

সোমদেবের সঙ্গে লিফ্‌টে চারতলায় আসতেই অশোকের চোখে পড়ল, এয়ার-কণ্ডিশাণ্ড সিনেমা হলের মতো বিরাট একটা হল। সামনের দিকে লম্বাটে উঁচু ডায়াস। ডায়াসে বা হলের আরামদায়ক সীটগুলোতে যাঁরা বসে ছিলেন এক পলক দেখেই অশোক বুঝতে পারল তাঁরা ইণ্ডাস্ট্রি এবং বিজনেস ওয়ার্ল্ডের একেক জন রথী মহারথী। গ্যালাক্সি অফ ন্যাশনাল ইণ্ডাস্ট্রি।

সোমদেবকে দেখে চারদিক থেকে সম্ভ্রমের ভঙ্গিতে সবাই বলতে লাগলেন, 'নমস্তে' অথবা 'গুড ইভনিং চ্যাটার্জি সাহেব—' ইত্যাদি ইত্যাদি।

হাত জোড় করে সকলের দিকে মাথা ঈষৎ ঝুঁকিয়ে অশোককে নিয়ে সোমদেব সোজা ডায়াসে চলে গেলেন। চন্দ্রকান্ত আর প্রমথেশ ডায়াসের একধারে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

মঞ্চে যাঁরা বসে ছিলেন তাঁদের দেখামাত্র চিনতে পারল অশোক। খবরের কাগজে প্রায় রোজই এঁদের ছবি বেরোয়। ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বলতে দেশের যে ক'জনকে প্রথম মনে পড়ে এঁদের জায়গাসেই তালিকারএকেবারে ওপরের দিকে! শুধু এ দেশেই না, দেশের বাইরে অন্যান্য কণ্টিনেণ্টেও ওঁদের নানারকম ইণ্ডাস্ট্রি এবং বিজনেসের নেটওয়ার্ক রয়েছে। বোঝা যাচ্ছিল, এই চেম্বারের নেতৃত্ব এঁদেরই হাতে।

সোমদেব আসতেই ডায়াসের ওপরকার ক'জন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট অত্যন্ত সমীহ করে বললেন, 'আসুন, আসুন চ্যাটার্জি সাহেব, আপনার জন্য সবাই অপেক্ষা করছেন। প্রেসিডেণ্ট ছাড়া সেমিনারের কাজ শুরু করা যাচ্ছে না।'

সোমদেব এবং অশোক বসবার পর ডায়াসের আরেক প্রান্ত থেকে একজন দারুণ স্মার্ট চেহারার মধ্যবয়সীভদ্রলোক তাদের কাছেচলে এলেন। তিনি যেখানে বসে ছিলেন তার সামনের টেবলে একটা ঝকঝকে পেতলের স্ট্যাণ্ডে লেখা আছে ঃ অমল সারিন। তার তলায়—সেক্রেটারি, ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া চেম্বার অফ কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি।

সোমদেব অমল সারিনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজকের এ্যাজেণ্ডা কী?'

সারিন বললেন, 'পরশু দিন পার্লামেণ্টে যে বাজেট পাশ করেছে ট্রেড এবং ইণ্ডাস্ট্রির ওপর তার ইমপ্যাক্ট সম্বন্ধে আজকের সেমিনারে আলোচনা আছে। মোট আটজন এ বিষয়ে বলবেন।' পর পর যে নামগুলো সারিন বলে গেলেন তাঁরা এ দেশের সেরা শিল্পপতি।

সোমদেব এবার জানতে চাইলেন, 'আর কী আছে ?'

'আপনি অশোক ব্যানার্জি নামে এক ভদ্রলোককে চেম্বারের মেম্বারদের কাছে ইনট্রোডিউস করে দেবেন ।'

'দ্যাটস রাইট । তারপর ?'

'তারপর রাত ন'টায় হোটেলে মান্থলি ডিনার আছে ।'

কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে সোমদেব বললেন, 'তুটো পঁচিশ । উই শুড স্টার্ট রাইট নাউ । তা না হলে ন'টার আগে শেষ করা যাবে না ।'

ডায়াসে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের সকলের সামনের টেবলে মাইক বসানো রয়েছে । চেম্বারের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সোমদেব বাজেট সম্পর্কে সামান্য একটু ভূমিকা করে বক্তাদের পর পর বলতে বললেন ।

যাঁদের বক্তৃতা দেবার কথা তাঁরা সবাই ডায়াসে বসে ছিলেন । পর পর তাঁরা বাজেট সম্পর্কে বলে যেতে লাগলেন ।

আটজনের ভাষণ শেষ হতে প্রায় তু' ঘণ্টার মতো সময় লাগল । প্রত্যেকেরই বক্তব্য, এই বাজেট ট্রেড এবং ইণ্ডাস্ট্রির ওপর অত্যন্ত বেশি ট্যাক্স চাপিয়ে দিয়েছে । ঠিক হল, আসছে সপ্তাহে আরেকটি মীটিং ডেকে রেজোলিউসন নেওয়া হবে ; আরপর সেটা নিয়ে চেম্বারের একদল প্রতিনিধি কমার্স ইণ্ডাস্ট্রি এবং ফিনান্স মিনিস্টারের কাছে পেশ করবেন ।

বাজেটের ওপর আলোচনা শেষ হবার পর সোমদেব এবার বলছিলেন, 'কাল আপনাদের সবার সঙ্গেই ফোনে আমার এক তরুণ বন্ধু সম্পর্কে কথা হয়েছে । আমি সেই বন্ধুটিকে সঙ্গে করে এনেছি । তাঁকে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি । ইনি আমার পাশে বসে আছেন । নাম—অশোক ব্যানার্জি ।' আশোকের দিকে ফিরে বললেন, 'আর এঁরা দেশের সেরা সব শিল্পপতি । মেকার্স অফ আওয়ার কাণ্ট্রি, আমাদের দেশের রূপকার ।'

সারা হলে আবছা গুঞ্জনের মতো একটা শব্দ শোনা গেল । অশোক প্রথমটা কী করবে ভেবে পেল না । তারপর হাত জোড় করে উঠে দাঁড়িয়ে সবার দিকে ঘুরে মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করল ।

অশোক বসবার পর সোমদেব আবার বললেন, 'কাল আপনাদের জানিয়েছি আমার এই ইয়ং ফ্রেণ্ড কাণ্ট্রির ট্র্যাডিশনাল ইণ্ডাস্ট্রি আর কমার্সের ওয়ার্ল্ডে কিছু র‍্যাভলিউশান আনতে চান । তাঁর ধারণা তিনি কাণ্ট্রির সোসাল প্যাটার্ন পাল্টে দিতে পারবেন । হী ইজ ভেরি মাচ ডাইনামিক । আমার ইচ্ছা তাঁকে এক্সপেরিমেণ্টের একটা সুযোগ দেওয়া দরকার । নিউ ফ্রেশ

ব্লাড ট্র্যাডিসান্নকে ভেঙে দিক, এটা আমি চাই। আপনারা কাল আমাকে ভরসা দিয়েছিলেন, এ বিষয়ে সহযোগিতা করবেন।'

সোমদেবের বিভিন্ন কোম্পানির ডাইরেক্টরদের মতো চেম্বারের মেম্বাররা হলের নানা দিক থেকে এক সঙ্গে বলে যেতে লাগলেন, 'অবশ্যই অবশ্যই' কিংবা 'অফ কোর্স'—বা 'জরুর—'

অশোক অবাক হয়ে যাচ্ছিল। কাল সকাল থেকে দুপুরে লাঞ্চ পর্যন্ত সোমদেবের সঙ্গে সে কাটিয়েছে। তারপর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই মানুষটি তার জন্য গোটা শিল্প ও বাণিজ্যের জগৎটাকে তোলপাড় করে ফেলেছেন। এটুকু সময়ের মধ্যে এতগুলো মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা ভাবাই যায় না।

সোমদেব বলেই যাচ্ছিলেন, 'এবার আপনাদের কাছে আমার একটা প্রস্তাব এবং অনুরোধ আছে। দু-বছর ধরে আমি এই চেম্বারের প্রেসিডেন্ট। আমাদের নিয়ম অনুযায়ী আরো দু-বছর আমি এই পোস্টে থাকতে পারব। আমার ইচ্ছা এই দু-বছরের জন্য আমার বদলে অশোক ব্যানার্জিকে প্রেসিডেন্ট করে নিন। হী হ্যাজ কাম ফ্রম দি বট্‌ম অফ দি সোসাইটি। দেশের ইকনমিক প্রবলেম আমরা যেমন একদিক থেকে জানি, অশোক জানে আরেক দিক থেকে। সয়েলের সঙ্গে ওর কনট্যাক্ট অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ। ওকে আমাদের লীডার হিসাবে পেলে ইণ্ডাস্ট্রি এবং কমার্সের এখনকার স্ট্রাকচারটা বদলে যেতে পারে।'

গোটা হলটা কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর একজন শিল্পপতি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনি যখন মিস্টার ব্যানার্জিকে প্রেসিডেন্ট করার প্রস্তাব করেছেন তখন নিশ্চয়ই সব দিক ভাল করে ভেবেই কনসিডার করেছেন। কিন্তু আমাদের চেম্বারে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বা বিজনেস ম্যাগনেট ছাড়া কাউকেই মেম্বার করা হয় না।'

সোমদেব বললেন, 'আপনারা শুনে খুশি হবেন, আজই এখানে আসার আগে অশোককে আমাদের নব্বইটা কোম্পানির ডিরেক্টর, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা চেয়ারম্যান করার ব্যবস্থা ফাইনাল করা হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে সব ফর্মালিটি কমপ্লীট হয়ে যাবে। এ্যাণ্ড হী উইল বী কনসিডারড ওয়ান অফ আওয়ার ফোরমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ভেরি সুন। আশা করি আপনাদের আর কোন আপত্তি নেই।'

হলের মধ্য থেকে সবাই সমর্থন জানালেন, আপত্তি নেই।

হঠাৎ আরেক জন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার একটা কথা আছে স্যর—

সোমদেব সাগ্রহে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই। বলুন—'

'মিস্টার ব্যানার্জি ইণ্ডাস্ট্রি আর বিজনেসের ওয়ার্ল্ডে একেবারে নতুন। এত বড় একটা চেম্বারের প্রেসিডেন্ট হতে হলে এক্সপীরিয়েন্সের দরকার; সেটা ওঁর নেই। উনি কিছুদিন ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে চেম্বারের এ্যাকটিভিটি দেখুন। তারপরে ওঁকে প্রেসিডেন্ট করে নেওয়া হবে।'

সোমদেব তক্ষুনি বললেন, 'এটা ভাল প্রস্তাব। ঠিক আছে, অশোক ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েই কিছুদিন থাক। তবে আমি কিন্তু প্রেসিডেন্ট থাকব না।'

'না না তা হয় না। আপনার লিডারশিপ আর গাইডেন্স আমাদের খুব দরকার।' গোটা হলটা একসঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে উঠল।

সোমদেব তাঁদের বুঝিয়ে বললেন, 'একই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউস থেকে চেম্বারের প্রেসিডেন্ট আর ভাইস প্রেসিডেন্ট দুটো বড় পদ দখল করে রাখা কোন কাজের কথা নয়। অশোক তাঁদের হাউসের প্রতিনিধিত্ব করবে এখানে। তিনি বাইরে থেকে যতটা সহযোগিতা করা দরকার অবশ্যই তা করবেন।'

একসময় এখানকার কাজ শেষ হল।

এগারো

ন'টা বাজতে মিনিট কয়েক আগে চেম্বার অফ কমার্সের বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে প্রায় শ-খানেক গাড়ি একটা সুবিশাল ফাইভ স্টার হোটেলের সামনে এসে পার্ক করল। বেশির ভাগই বিদেশী দামী লিমুজিন; দেশী গাড়ি আর ক'টা।

সোমদেবের সঙ্গে প্রকাণ্ড ব্যাঙ্কোয়েট হলে এসে অশোক দেখল নানা বয়সের অনেক মহিলা এখানে আগেই এসে গেছেন। তাঁদের দামী আধুনিক পোশাক এবং হীরে-টীরে বসানো গয়না দেখে আন্দাজ করা যাচ্ছিল সমাজের কোন্ উঁচু চূড়ার মানুষ তাঁরা। এঁদের মধ্যে কিছু মড তরুণীকেও দেখা যাচ্ছে।

সোমদেবকে দেখতে পেয়ে মহিলারা কাছে এগিয়ে এলেন। সসম্ভ্রমে বললেন, 'ভাল আছেন চ্যাটার্জি সাহেব?'

'ফাইন। আপনারা?'

'ভাল আছি।'

'মিসেস চ্যাটার্জিকে তো দেখছি না।'

'ওঁর নানা রকম ওয়েলফেয়ার এ্যাকৃটিভিটি রয়েছে। সে সব সারতে পারলে আসতে পারেন।'

একজন মহিলা বললেন, 'গরীবদের ব্যাপারে মিসেস চ্যাটার্জি খুবই ডেডিকেটেড। এত বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের স্ত্রী হয়ে বস্তিতে কাজ করছেন। রিয়েলি ইট্‌স এ গ্লোরিয়াস একজাম্পল। দেখবেন কাণ্ট্রি এই সারভিসের রেকগনিসন দেবে।'

সোমদেব সামান্য হাসলেন ; কিছু বললেন না।

বোঝা যাচ্ছিল, প্রতিটি মহিলা এবং মড তরুণ-তরুণীকে ব্যক্তিগত নামে চেনেন সোমদেব। সবার সঙ্গে খুব ঘরোয়া ভঙ্গিতে তিনি কথা বলতে লাগলেন। হঠাৎ বাইশ তেইশ বছরের একটি মেয়ে—খুবই মড, অদ্ভুত ধরনের ম্যাক্সি পরনে আর আট ইঞ্চি সোলের ফ্যাশনেব্‌ল লেডীজ স্লিপার আর প্রকাণ্ড গোল চশমা চোখে—এগিয়ে এসে বলল, 'হাউ আর ইউ আঙ্কল ?'

'এক্সেলেণ্ট।' বলেই মেয়েটির দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি কবে আমেরিকা থেকে ফিরলে লীনা ?'

'পরশু।'

'তোমার ডক্টরেট কমপ্লীট ?'

'কমপ্লীট।'

'কনগ্র্যাচুলেসনস—'

'থ্যাঙ্ক ইউ আঙ্কল।'

ব্যাঙ্কোয়েট হলে অদৃশ্য কোন জায়গা থেকে স্টিরিওতে নানা ওয়েস্টার্ণ মিউজিক বেজে যাচ্ছিল। ট্রে-তে করে কয়েক গণ্ডা বেয়ারা নানারকম ড্রিংক সাজিয়ে ভিড়ের ভেতর পিছল মাছের মতো ছোটাছুটি করে সার্ভ করে যাচ্ছিল। অশোক একধারে দাঁড়িয়ে এতক্ষণে টের পেয়ে গেছে চেম্বার অফ কমার্সে শুধু মেম্বারদেরই সেমিনার ছিল কিন্তু এই ব্যাঙ্কোয়েট হলের ডিনার মেম্বারদের ফ্যামিলির লোকজনদের জন্যও। সে দেখতে পাচ্ছিল একদল বেয়ারা যেমন ড্রিংক সার্ভ করছে, আরেক দল তেমনি লম্বা টেবলে পৃথিবীর সব রকম সুখাদ্যের স্তূপ পর পর সাজিয়ে রাখছে। বুফে লাঞ্চ বা বুফে ডিনারের কথা শুনেছে অশোক। এখানেও বুঝি তারই ব্যবস্থা হয়েছে। আরো একটা ব্যাপার সে লক্ষ্য করেছে, গোটা ব্যাঙ্কোয়েট হলে যত সুন্দরী মহিলা বা তরুণী, তারা সবাই ঝাঁক ঝাঁক রঙীন প্রজাপতির মতো সোমদেবকেই ঘিরে আছে। অন্য কোন দিকে বা কারো দিকে তাদের চোখ নেই। অশোক অবাক হয়ে ভাবছিল এই

মানুষটির গোটা পর্সোনালিটির মধ্যে আশ্চর্য এক চুম্বক যেন বসানো রয়েছে। তিনি যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে যাচ্ছেন। সমস্ত কথাবার্তা তাঁকে ঘিরেই হচ্ছে।

এদিকে লীনা বলছিল, 'আরে, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে একেবারেই ভুলে গেছি আঙ্কল। ড্যাডি বলছিলেন আপনি নাকি ইণ্ডাস্ট্রির ব্যাপারে কাকে নিয়ে একটা ট্রিমেণ্ডাস এক্সপেরিমেন্ট করতে চলেছেন? শুনলাম হী হ্যাজ কাম ফ্রম দা লোয়ার ডেপথ্‌স অফ দা সোসাইটি। ট্রু?'

'হানড্রেড পারসেন্ট।'

'আই ভেরি মাচ লং টু মীট দা জেন্টলম্যান। আলাপ করিয়ে দেবেন?'

'গ্ল্যাডলি। হী ইজ হিয়ার ইন দিস ব্যাঙ্কোয়েট হল।' এতক্ষণে যেন অশোকের কথা মনে পড়ল সোমদেবের। এদিক সেদিক তাকিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন একটা হুইস্কির গেলাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অশোক। অন্য সব চেম্বারের মেম্বাররা এর মধ্যেই তিন চার পেগ পাকস্থলীতে চালান করে দিয়েছেন। সকলের চোখই আরক্ত হয়ে উঠেছে। কারো কারো পা এবং মাথার অবস্থা স্বাভাবিক নয়। অল্পবিস্তর সবাই টলটলায়মান, গলার স্বর ক্রমশ জড়িয়ে আসছে। ভিড়ের মধ্যেও অশোক একলাই দাঁড়িয়ে আছে, বলা যায়।

সোমদেব তাকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন। অশোকের হাতে হুইস্কির গেলাস দেখে তিনি কিছুটা অবাক। কয়েক পলক তাকিয়ে থাকলেন তিনি। তারপর বললেন, 'মীট দিস ভাইব্রান্ট ইয়ং লেডি। সী ইজ লীনা। আমাদের ইণ্ডাস্ট্রির একজন ফোরমোস্ট লীডার স্যর হরিকিষণ দেশাইর নাম তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ। লীনা তাঁর মেয়ে।' লীনার দিকে ফিরে বললেন, 'আর এ হল অশোক, অশোক ব্যানার্জি। এর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে তুমি ইগার ছিলে।'

লীনা বলল, 'হ্যালো—'

এর উত্তরে কি বলতে হয় অশোক জানে না। সে হাতজোড় করল। আর একটা ব্যাপার তার মনে হচ্ছিল—লীনার দিকে তাকিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। এমন আশ্চর্য সুন্দর চেহারার মেয়ে আগে আর কখনও দ্যাখে নি সে।

সোমদেব আবার বললেন, 'জানো অশোক, লীনা ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট স্কলার। এখানে সিনিয়র কেম্বি্রজে ফার্স্ট হয়ে আমেরিকায় পড়তে গিয়েছিল। অনেক দিন ওখানে ছিল সে। রিসেন্টলি ডক্টরেট করে ফিরে এসেছে।' লীনাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী যেন সাবজেক্ট ছিল তোমার থীসিসের?'

'প্লাইট অফ দি ইকনমিক্যাল এ্যাণ্ড সোসালি ব্যাকওয়ার্ড পীপ্‌ল অফ আণ্ডার ডেভলাপড কানট্রি লাইক ইণ্ডিয়া।'

অশোক চমকে উঠল। দ্রুত লীনার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল সে। দামী হেয়ার ড্রেসিং সেলুনের হেয়ার-ডু, ম্যানিকিওর-করা নখ, হাজার টাকা দামের ম্যাক্সি, হাতে সোনার ব্যাণ্ডে বিদেশী ঘড়ি, আঁকা ভুরু, রঙীন ঠোঁট, গলায় ক্রসের আকারে একটা লকেটের মাঝখানে জ্বলজ্বলে হীরা, পায়ে আট ইঞ্চি উঁচু স্লিপার। এ সবের সঙ্গে লীনার রিসার্চের বিষয়টা দারুণ বেখাপ্পা লাগছিল।

সোমদেব বললেন, 'হ্যাভ এ ফাইন টাইম এ্যাণ্ড ফান উইথ ইচ আদার। তোমরা গল্প কর। ওই যে বিলিমোরিয়া সাহেব আসছেন। আমি ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলি।' বলে তিনি চলে গেলেন।

লীনার হাতে জিনের গেলাস। চুপ করে ছোট্ট একটা সিপ দিয়ে সে অশোককে বলল, 'জানেন, কাল ড্যাডির কাছে শুনলাম, আপনি দেশের ইণ্ডাস্ট্রি আর ট্রেড নিয়ে একটা এক্সপেরিমেণ্ট করার জন্যে আসছেন। ড্যাডি চ্যাটার্জি আঙ্কেলের কাছ থেকে সব জেনে ডিটেল্‌সে আমাকে বললেন। আপনাকে কী বলব, আই ওয়াজ সো মাচ থ্রিল্‌ড টু হ্যাভ নোন ইট। আমার এত এক্সাইটমেণ্ট হচ্ছিল বলে বোঝাতে পারব না।'

অশোক কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। সে একটু বোকাটে ধরনের হাসল। হঠাৎ কি মনে পড়তে লীনা আবার বলল, 'উই ক্যান বী গুড ফ্রেণ্ডস—'

অশোক বলল, 'হোয়াই নট?'

'তবে আর আপনি-টাপনি করে বলছি কেন? দেখ অশোক, দো ইউ আর ওয়ান অফ আস, আই মীন, তুমি এখন একজন ফোরমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, তবু বলব তুমি এসেছ সোসাইটির একেবারে নীচের স্তর থেকে। আমি যদিও সমাজের উইকার সেকসান নিয়ে আমেরিকায় রিসার্চ করেছি, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। স্ট্যাটিস্টিক্‌স আর নিজের ইমাজিনেসন দিয়ে আর বই-টই পড়ে তাদের সম্বন্ধে পেপার তৈরি করেছি। আমেরিকার এ্যাফ্লুয়েণ্ট সোসাইটি তাই লুফে নিয়েছে। তবে আই হ্যাভ গট এভরি সিমপ্যাথি ফর দোজ হাফফেড এক্সপ্লয়টেড পীপ্‌ল।'

স্যর হরিকিষণ দেশাই আন্তর্জাতিক শিল্প বাণিজ্যের জগতে একটা বিরাট নাম। কিছুদিন আগে অশোক দেখেছে ওঁদের এ্যাসেটের পরিমাণ কয়েক শো কোটি টাকা। তাঁর মেয়ে হয়ে লীনা সমাজের দুর্বলশ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে এত

সহানুভূতিশীল, এটা যেন ভাবা যায় না। এ রকম মেয়ে আগে আর কখনও দ্যাখে নি অশোক। এমন সাবলীল, স্বচ্ছ এবং প্রাণবন্ত। তার ওপর মশালের মতো জ্বলন্ত সৌন্দর্য তো আছেই। স্কাল্পটররা খানিকটা সোনার তাল পেলে খুব যত্ন করে যা তৈরি করত তা বোধহয় লীনারই কোন মূর্তি। অশোক বুঝতে পারছিল, ক্রমশ সে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। লীনা তাকে দারুণ আকর্ষণ করছিল।

লীনা এবার বলল, 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডে'র একজন হয়ে কি রকম লাগছে? হাউ ডু ইউ ফীল?'

অশোক বলল, 'এখনও কিছুই প্রায় বুঝতে পারছি না। ইট্‌স এ নিউ ওয়ার্ল্ড, ইট হ্যাজ গট ইট্‌স ভাস্ট ডাইমেনসন! আমার এ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। দেখা যাক কিছু দিন। তারপর বলতে পারব কেমন লাগছে।'

'তুমি কোথায় থাক?'

ওল্ড বালিগঞ্জের ঠিকানাটা দিয়ে অশোক বলল, 'মিস্টার চ্যাটার্জি আপাতত আমাকে এখানে থাকতে বলেছেন।'

লীনা বলল, 'ফাইন, আমরা থাকি লাউডন স্ট্রীটে। তোমার সঙ্গে কনট্যাক্ট করে নেব।'

এই সময় ডিনার শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্লেটে যে যার খাবার তুলে নিচ্ছিলেন। লীনা বলল, 'চল খেয়ে নেওয়া যাক।'

খাবারের পাহাড় যেখানে সাজানো রয়েছে ওরা সেদিকে চলে গেল।

ডিনার শেষ হতে হতে এগারোটা বাজল। তারপরও দেখা গেল টেবলের ওপর প্রচুর খাবার-দাবার পড়ে রয়েছে। অশোকের মনে হল, এখানে যা নষ্ট হচ্ছে তা দিয়ে তাদের ব্যারাক-বাড়িতে সব লোককে কম করে চার দিন খাওয়ানো চলত।

যাই হোক, সোমদেব কাছাকাছিই ছিলেন। এগিয়ে এসে বললেন, 'তুমি রাহেজার সঙ্গে বালিগঞ্জ চলে যাও। আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। লেটস পার্ট টু-ডে। কাল তোমাকে কি কি করতে হবে রাহেজা সব বলে দেবে। গুড নাইট।'

একে একে ব্যাঙ্কোয়েট হল থেকে সবাই চলে যাচ্ছিল। লীনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শেষ পর্যন্ত অশোকও চলে গেল। সঙ্গে তার একান্ত সচিব চন্দ্রকান্ত রাহেজা।

বারো

রাত্তিরে ওল্ড বালিগঞ্জের গথিক স্টাইলের বাড়ির তেতলায় এয়ারকুলার বসানো বিশাল ফার্নিশ্‌ড ঘরের প্রকাণ্ড ফ্যাশনেব্‌ল খাটে দেড়ফুট পুরু নরম আরামদায়ক গদির ভেতর শুয়ে ছিল অশোক। পরনে জাপানী কিমানো ধরনের আলট্রা মডার্ণ শোবার পোশাক। তার শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে চন্দ্রকান্ত তাঁর যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাটে চলে গেছেন। জানিয়ে গেছেন, এ বাড়িতে বেয়ারা-বাবুর্চি-বয়-মালী-ড্রাইভার ইত্যাদি মিলিয়ে মোট কুড়িজন লোক রয়েছে। খাটের সঙ্গে একটা কলিং বেল জোড়া আছে। সেটা দেখিয়ে চন্দ্রকান্ত বলেছেন, যদি কোন দরকার হয় কলিং বেল বাজালেই বেয়ারা-টেয়ারারা দৌড়ে চলে আসবে। চন্দ্রকান্ত জানিয়েছেন, কাল সকালে সাতটা বাজতে না বাজতেই চলে আসবেন। অশোক বলেছে, রাত্রে কাউকে তার প্রয়োজন নেই। শোবার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুমিয়ে পড়বে। সারাটা দিন এত উত্তেজনার মধ্যে তার কেটেছে যে একবার চোখ বুজতে পারলে সকালের আগে আর ওঠার আশা নেই।

কিন্তু বিছানায় টান টান হয়ে শোওয়া-মাত্র ঘুম এলো না অশোকের। নরম গদি, খাট, পালকের বালিশ, এয়ার কুলার এবং সারা গায়ে অসীম ক্লান্তি—ঘুমের এত রাজকীয় আয়োজন চারদিকে ছড়ানো, তবু ঘুম আসছে না অশোকের। দারুণ এক উত্তেজনা আর থ্রিল তার রক্তের ভেতর দিয়ে তুরন্ত ঢলের মতো ছোটাছুটি করতে লাগল।

কাল রাত্রেও বস্তি টাইপের এক বাড়িতে ভাঙ্গা তক্তাপোশে চিটচিটে নোংরা বিছানায় নাকের ডগার ওপর ঝুলন্ত মশারির ছাদ আর চারদিকে কোটি কোটি মশা, কচুবনের গন্ধ, নর্দমার গন্ধ ইত্যাদির মধ্যে ঘুমিয়েছে। আজ সে যেখানে শুয়েছে তেমন আরামের কথা কাল সে কল্পনাও করতে পারে নি।

সেই ব্যারাক-বাড়ি থেকে ওল্ড বালিগঞ্জের এই গথিক স্ট্রাকচারের বাড়িটা ছ' মাইল তফাতে। কিন্তু দূরত্ব কি শুধু মাইল দিয়েই মাপা হয়? অন্য মাপে এই দূরত্ব হাজার হাজার মাইলেরও বেশি।

কাল পর্যন্ত সে ছিল একজন বস্তির বাসিন্দা—অত্যন্ত রাগী, সিনিক, জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ আস্থাহীন এক যুবক। আর আজ? হাউইয়ের মতো তাকে একেবারে আকাশে উড়িয়ে দিয়েছেন সোমদেব। একটা মানুষের ক্রমোন্নতির

গ্রাফটা কি রকম ? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সোসাইটির একেবারে অন্ধকার পাতাল থেকে কেউ কি দেশের একজন সেরা শিল্পপতি বনে যেতে পারে ?

নিজের মধ্যে একটা উজানে টান অনুভব করল অশোক। নিজের চব্বিশ পঁচিশ বছরের জীবনের একটা পেন্সিল স্কেচ তার চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল।

...দেশভাগের পর লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর মতো মা-বাবার সঙ্গে কলকাতায় চলে এসেছিল অশোক। তখন তার বয়স মোটে ছয়। হরনাথ এবং মালতী পূর্ব বাঙলার তাদের গ্রামেরই মানুষ। হরনাথ অশোকের বাবার ছেলেবেলার বন্ধুও। একসঙ্গেই তারা বর্ডার পেরিয়ে এপারে এসেছিল। তখন হরনাথের ছেলেমেয়ে হয় নি।

এখানে আসার পর কিছুদিন তারা ছিল রাণাঘাটের এক রিফিউজি ক্যাম্পে। তারপর একই কারখানায় চাকরি জুটিয়ে হরনাথ আর অশোকের বাবা ব্রজলাল চলে এল কলকাতায়। ব্যারাকবাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে দুই বন্ধু ক্যাম্প থেকে তাদের ফ্যামিলি নিয়ে এল।

বছর চারেক মোটামুটি কাটবার পর হঠাৎ ফুড পয়জনে অশোকের বাপ-মা দু-দিন আগে-পরে মারা গেল। তখন হরনাথ আর মালতী দশ বছরের অশোককে নিজেদের কাছে নিয়ে এল। নিজের ছেলের মতোই তাকে হরনাথরা মানুষ করেছে। খাইয়েছে, পরিয়েছে, স্কুলে পাঠিয়েছে। লেখাপড়ায় দারুণ ভাল ছিল অশোক। স্কুলে সব পরীক্ষায় ফার্স্ট সেকেণ্ড হত। স্কুল ফাইন্যালেও স্টার পেয়েছিল। ইণ্টারমিডিয়েটে ফাস্ট ডিভিশন; সঙ্গে গোটা তিনেক লেটার। বি-এতে ইকনমিক্স অনার্সে হাই সেকেণ্ড ক্লাস।

এদিকে আরও একটা ব্যাপার ঘটেছিল। হরনাথের দুটি ছেলে এবং একটি মেয়ে হয়েছে। নান্টু, ঝিন্টু আর সোনা। অশোক তাদের পড়াত। হরনাথ ফ্যাক্টরি আর তার কারখানায় ইউনিয়ন নিয়ে দিনরাত এত ব্যস্ত যে সংসারের কোন কিছুই দেখার সময় পেত না। অশোক সে-সব দেখত। হরনাথকে সাহায্য করার ব্যাপারে কিংবা তার দায়-দায়িত্বের ভাগ নেবার জন্য স্কুল ফাইন্যাল পাশ করার পর থেকেই সে চাকরির খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল। সে বুঝতে পারছিল, ফ্যাক্টরির সামান্য আয়ে সংসার চালাতে খুবই কষ্ট হচ্ছে হরনাথের। অশোক এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়েছিল স্কুল ফাইন্যালের রেজাল্ট বেরুবার পরের দিনই। তার পর দু-মাস তিন মাস পর পর সেখানে গেছে, কার্ড রিনিউ করিয়েছে, অফিসারদের ধরাধরি করেছে কোথাও একটা চাকরির ইণ্টারভিউর ব্যবস্থা করে দিতে। স্কুল ফাইন্যালের পর ইণ্টারমিডিয়েট এবং বি-এ পাশ

করেছে। কিন্তু চাকরি হয় নি।

জীবন সম্পর্কে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ, সীনিক, আস্থাহীন হয়ে পড়ছিল অশোক। যে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা চাকরি সম্পর্কে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাপত্তা দিতে পারে না তার সম্পর্কে বিশ্বাস একেবারে হারিয়ে ফেলছিল। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে যাওয়া, বিজ্ঞাপন দেখে অফিসে অফিসে চাকরির দরখাস্ত ছাড়া, সব বন্ধ করে দিয়েছিল সে এবং স্থির করেছিল বি-এর পর আর ইউনিভার্সিটিতে এম-এ পড়তে যাবে না। তার কারণও ছিল; হরকাকার ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। তাদের জন্য খরচও বাড়ছিল। পড়ার খরচ, খাওয়ার খরচ, জামা-কাপড়ের খরচ। ছেলেপুলে বড় হলে এসব স্বাভাবিক নিয়মেই বাড়ে। হরকাকার কাছে পয়সা চেয়ে তার আর ইউনিভার্সিটিতে যেতে ইচ্ছা করত না। মাথায় এম-এ পাশের একটা রঙীন পালক গুঁজে কতটা কী আর এগুবে!

একদিকে যেমন এ রকম চলছিল, আরেক দিকে তখন অন্য একটা ব্যাপারও ঘটে যাচ্ছিল। সেটা এইরকম। ব্যারাকবাড়ির ভাড়াটে হয়ে প্রায় তাদের সঙ্গে সঙ্গেই ভূপাল বোসও এসেছিল। তখন রেখার বয়স দুই কি তিন। শ্যামলী আর যমুনা তখনও হয় নি।

সেই ছোট্ট রেখা কখন যে চোখের সামনে বড় হয়ে উঠেছে অশোক ভাল ভাবে লক্ষ্য করে নি। তার ওপর চোখ পড়ল তখনই যখন হায়ার সেকেণ্ডারির আগে টেস্ট পেপার নিয়ে এসে সে হাজির হল। সেই যে তার ওপর চোখ পড়ল আর সে চোখ ফেরান গেল না। হায়ার সেকেণ্ডারিরপর বি-এটাও পাশ করল রেখা। তারপর চাকরি-টাকরির জন্য এখানে সেখানে ছোটাছুটি করতে লাগল, বাবার ভার খানিকটা কমাবার জন্য টুইশানি করতে আর অফিসে অফিসে এ্যাপ্লিকেসনের পর এ্যাপ্লিকেসন পাঠিয়ে যেতে লাগল, আর তারই মধ্যে একটু একটু করে কখন যে সে অনেক কাছে এসে পড়েছে অশোক টের পায় নি। টের পাওয়া গেল যখন অশোক ঠিক করল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে না।

রেখা বলেছে, 'ভর্তি তোমাকে হতেই হবে।'

অশোক বলেছে, 'ইমপসিবল্।'

'ইমপসিবল্টা কিসের? তোমার মতো ব্রিলিয়াণ্ট স্টুডেণ্ট পড়াশোনা ছেড়ে দিলে দেশের বিরাট একটা লস।'

'নেতাদের মত বাণী দিও না। বি-এ পর্যন্ত আমি খুব খারাপ রেজাল্ট করি নি; এখনও চাকরি পেয়েছি? এই এডুকেশন সম্পর্কে আমার এতটুকু শ্রদ্ধা নেই। তা ছাড়া ভর্তি হলে খরচ চালাব কি করে? হরকাকার কাছে আমি আর

হাত পাততে পারব না।'

রেখা বলল, 'তুমি ভর্তি হয়ে যাও। যা টাকা লাগে আমি দেব।'

অশোক ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছে, 'তুমি কোথায় টাকা পাবে? মিন্টটা ইজারা নিয়েছ?'

'বা রে, আমি টুইশানি করি না!'

'কিন্তু আমার পড়ার খরচ চালিয়ে তোমার কী লাভ? কী ইন্টারেস্ট?'

রেখার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। গলার স্বর নামিয়ে আস্তে করে বলেছিল, 'ফিউচারের জন্য ইনভেস্ট করছি।' বলে দারুণ মিষ্টি করে হেসেছিল।

অশোক বলেছিল, 'এটা ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট। যার কোন ফিউচার নেই তার ওপর কেউ ইনভেস্ট করে না। ভীষণ ভুল করছ রেখা।'

রেখা বলেছিল, 'ভুল করছি কি ঠিক করছি, সেটা আমি বুঝব। আমার ওপর ওটা ছেড়ে দাও।'

রেখা জোরজার করে তাকে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করে দিয়েছিল। তার জন্যই এম.এ-টা পাশ করেছে অশোক।

দেড় ফুট পুরু আরামদায়ক ফোমের গদিতে শুয়ে তেইশ চব্বিশ বছরের জীবনটার কথা এলোমেলোভাবে ভাবতে ভাবতে আবার আজকের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল অশোকের। সোমদেব একদিনে তাকে নব্বইটা নাম-করা কোম্পানির ডিরেক্টর, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চেয়ারম্যান করার সব রকম ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। এমন কি চেম্বার অফ কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রির মাথায় তাকে বসিয়ে দেবার আয়োজনও পাকা হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে নয়, চোখের পলক পড়তে না পড়তেই ক্ষমতা হস্তান্তর করে ফেলেছেন সোমদেব। এখন আনুষ্ঠানিক করোনেসনটুকু যা বাকি। কয়েকদিনের মধ্যে সেটুকু হয়ে যাবে।

এই নিস্তব্ধ মধ্যরাতে এয়ারকুলার বসানো ঘরের নরম বিছানায় শুয়ে হঠাৎ গলগল করে ঘামতে শুরু করল অশোক। সোমদেব যে সুবিশাল বিজনেস এম্পায়ার তার হাতে তুলে দিয়েছেন সে কি তা চালাতে পারবে? তার চাইতেও বড় ব্যাপার, যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে সে এখানে এসেছে তার কতটুকু কী করা সম্ভব, এই মুহূর্তে যেন ভাবা যাচ্ছিল না। এইসব টুকরো টুকরো নানা ভাবনার মধ্যে কখন চোখের পাতা জুড়ে এসেছিল, সে জানে না।

পরের দিন ভোরে ঘুম ভাঙল বেয়ারার ডাকে। খুব কোমল ভীরু গলায় সে বলছিল, 'বড়ো সাব, বেড-টি লায়া—'

চোখ মেলে চারপাশে অজস্র আরামের উপকরণ দেখতে দেখতে প্রথমটা অশোক বুঝতে পারল না, সে কোথায় আছে। তারপর সব মনে পড়ে গেল।

আস্তে আস্তে উঠে বসল সে। বেড-টি খাবার অভ্যাস কোন কালেই নেই তার, সাড়ে আটটা ন-টার আগে ঘুমও এতকাল ভাঙত না। কিন্তু সে অভ্যাস এখানে বদলাতে হবে মনে হচ্ছে। এখানকার সব কিছুই ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা। একদিনেই সে টের পেয়ে গেছে, এখানে প্রতিটি সেকেণ্ড কতটা মূল্যবান।

বেয়ারা চা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকল। আর চায়ে আস্তে আস্তে চুমুক দিতে লাগল অশোক। তারই ফাঁকে অন্য একটি বেয়ারা মর্নিং এডিশানের সবগুলো খবরের কাগজ দিয়ে গেল। চা খেতে খেতে কাগজগুলো উল্টেপাল্টে দেখে এ্যাটাচড বাথরুমে চলে গেল অশোক।

আগাগোড়া ইটালিয়ান টাইল্‌সে মোড়া প্রায় এক হাজার স্কোয়ার ফুটের বাথরুমটার দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়।

দুধের মত সাদা বাথ-টাব, কমোড, শাওয়ার, হাজার রকমের হেয়ার টনিক, হেয়ার লোশন, নানা আকারের সাবান, তোয়ালে, শ্যাম্পু, টয়লেট, গরম এবং ঠাণ্ডা জলের ট্যাপ, চার পাঁচটা বেসিন এবং আরো কত কি সাজানো আছে।

মুখ-টুখ ধুয়ে বাইরে আসতেই একটা বেয়ারা বলল, 'বড়ে সাব, রাহেজাসাব আয়া। আপকে লিয়ে ইন্তেজার কর রহা হ্যায়।'

অর্থাৎ চন্দ্রকান্ত এসেছেন। অশোক বলল, 'সাহেবকে এখানে পাঠিয়ে দাও।'

বেয়ারা দৌড়ে গিয়ে চন্দ্রকান্তকে ডেকে নিয়ে এলো। ঘরে ঢুকেই চন্দ্রকান্ত বললেন, 'গুড মর্নিং স্যর—'

অশোক বলল, 'গুড মর্নিং।'

'কাল রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়েছিল?'

'হয়েছিল।'

একটু চুপ করে থেকে কিছু ভাবলেন চন্দ্রকান্ত। তারপর বললেন, 'স্যর,

আজকের সারা দিনের মোটামুটি একটা প্রোগ্রাম তৈরি করে এনেছি। অবশ্য ইট্‌স সাবজেক্ট টু ইওর এ্যাপ্রুভ্যাল।' একটু থেমে আবার বললেন, 'রোজ মর্নিং-এ আমি সেদিনের প্রোগ্রাম নিয়ে আসব।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'এটাই নিয়ম নাকি?'

'হ্যাঁ স্যর। প্রোগ্রাম আগে থেকে ঠিক করা না থাকলে কাজের অসুবিধা হবে।'

'তা হলে তাই করবেন। আজকের কাজের চার্ট'টা কী?'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'বলব স্যর, তার আগে একটা কথা ছিল।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কী কথা?'

'চ্যাটার্জি সাহেব কাল আমাকে বলে দিয়েছিলেন, আজ সকালে এখানে এসে আপনাকে যেন গোটা বাড়িটা দেখিয়ে দিই।'

'বাড়ি দেখবার কী আছে!' অশোক যেন একটু অবাকই হল।

সবিনয়ে অল্প হাসলেন চন্দ্রকান্ত, 'তবু স্যর যদি দেখতেন—'

অশোক বুঝতে পারছিল বাড়িটা না দেখিয়ে ছাড়বেন না চন্দ্রকান্ত। যদিও এই লোকটি তার প্রাইভেট সেক্রেটারি তবু সোমদেবই যে এখানকার সব আর তাঁর ইচ্ছায় এই বিশাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এবং বিজনেস এম্পায়ারের সমস্ত কিছু ও প্রতিটি মানুষ নিয়ন্ত্রিত তা সে আরেক বার টের পেল। সে বলল, 'ঠিক আছে। এখনই কি দেখতে হবে?'

'আপনার অসুবিধা না হলে—'

প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে টপ ফ্লোরের ছাদ থেকে লনে টেনিস কোর্ট, ফুলবাগান পর্যন্ত সব কিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন চন্দ্রকান্ত। এ বাড়ির ছাদে একটা সুইমিং পুল রয়েছে। তা ছাড়া প্রতিটি ফ্লোরে দশখানা করে বেড রুম, ড্রইং রুম, ডাইনিং হল, কনফরেন্স রুম, সেলার ইত্যাদি কত কিছু যে আছে, একবার দেখে মনে রাখা অসম্ভব ব্যাপার। তা ছাড়া গ্রাউণ্ড ফ্লোরে আছে বেশ বড়-সড় অফিস। এই সকালবেলায় সেখানে অবশ্য কেউ নেই। তবে চন্দ্রকান্ত জানিয়ে দিয়েছেন একজন টাইপিস্ট, ক্লার্ক ও একজন স্টেনোগ্রাফারকে ইতিমধ্যেই এ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছে। অশোক আনুষ্ঠানিকভাবে নব্বইটা কোম্পানির ডিরেক্টর, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা চেয়ারম্যান হয়ে গেলে তারা এখানে জয়েন করবে।

বাড়িটাই শুধু দেখান নি চন্দ্রকান্ত, এ বাড়িতে বেয়ারা-বাবুর্চি-মালী-সোফার ইত্যাদি মিলিয়ে মোট কুড়িজন কাজের লোক। তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়েও দিয়েছেন। গার্ড অফ অনার দেবার ভঙ্গিতে তারা মেরুদণ্ড টান টান করে লম্বা

লম্বা সেলামও ঠুকেছে।

সারা বাড়ি ঘুরে শেষ পর্যন্ত চন্দ্রকান্ত আর অশোক তার বেড রুমের সামনের বিশাল লাউঞ্জে চলে এলো। লাউঞ্জটার পুরো দক্ষিণ এবং পুব দিকটা খোলা। দক্ষিণে প্রচুর গাছপালা, বিরাট বিরাট কম্পাউণ্ডওলা পুরনো দিনের গথিক স্ট্রাকচারের চমৎকার চমৎকার বাড়ি। চারপাশ নির্জন, শান্ত এবং ঝিরিবিলি।

এখন সাতটার মতো বাজে। দু-জনেই কাছাকাছি দুটো সোফায় বসে পড়েছিল।

চন্দ্রকান্ত বলছিলেন, 'স্যর, চ্যাটার্জি সাহেব গোটা বাড়িটা আপনাকে দেখাবার পর একটা কথা জিজ্ঞেস করতে বলেছেন।'

অশোক বলল, 'কী কথা?'

'এখানে যে সব ফার্নিচার বা ডেকরেসন রয়েছে, আপনার যদি পছন্দ না হয় বদলে দেওয়া হবে। এ জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা কোম্পানি থেকে স্যাংসান করিয়ে রাখা হয়েছে। তা ছাড়া আমাদের ইন্টেরিয়র ডেকরেটরকেও বলা আছে, আপনি যদি চান দশ দিনের মধ্যে সব বদলানো হবে।'

অশোক হাঁ হয়ে গেল। প্রথমত, তার একার জন্য এই বিশাল ম্যানসান, যেখানে বেড রুমই রয়েছে চল্লিশটা, বেয়ারা-টেয়ারা কুড়িজন, যার ছাদে সুইমিং পুল, প্রতিটি ঘরের দেওয়ালে এয়ারকুলার এবং মাত্র চারতলা পর্যন্ত উঠবার জন্য দু-দুটো লিফট! তার ওপর আসবাবপত্র বদলাবার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ইতিমধ্যে স্থির করে রাখা হয়েছে।

মাত্র একটি লোকের জন্য এমন দারুণ ব্যবস্থা! কোথায় যেন একটা সোসিও-ইকনমিক স্টাডি সার্কেলের ডিবেটে এক নাম-করা সোসিওলজিস্টের বক্তৃতা শুনেছিল অশোক। ভদ্রলোক স্ট্যাটিসটিকস দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন, এই কলকাতা শহরে মাথাপিছু এভারেজে মাত্র তিরিশ স্কোয়ার ফুটের মতো জায়গা বরাদ্দ। সেই তুলনায় তার একার জন্য এখানে পঞ্চাশ হাজার বর্গফুটের মতো কার্পেট এরীয়া দেওয়া হয়েছে। শুধু কি অতটা জায়গাই, সেই সঙ্গে বেস্ট আসবাব বেস্ট এয়ার কুলার, আরামের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ উপকরণ এখানে মজুদ। ভাবা যায় না যেন।

সঙ্গে সঙ্গে শহরতলীর সেই ব্যারাকবাড়িটা অশোকের চোখের সামনে ভেসে উঠল। প্রতিটি বারো বাই দশ ফুট ঘরে একটা করে ফ্যামিলি অর্থাৎ পাঁচ-সাতজন মানুষ গাদাগাদি করে পড়ে থাকে।

চন্দ্রকান্ত আবার বললেন, 'তাহলে স্যর, ক্যাবিনেট মেকারদের আর

ইনটেরিয়র ডেকরেটরদের খবর দিই ?'

অশোক বলল, 'কোন দরকার নেই। আই এ্যাম কোয়াইট কমফোর্টেবল হীয়ার এ্যাণ্ড ইন দিস সারাউণ্ডিংস। পঞ্চাশ হাজার টাকা ওয়েস্ট করার কোন মানে হয় না।'

'কিন্তু স্যর ওটা স্যাংসান হয়ে গেছে। খরচ করাটা দরকার।'

অশোক বলল, 'এতগুলো টাকা নষ্ট করার মধ্যে কী দরকার থাকতে পারে, আমি বুঝতে পারছি না।' তাকে খানিকটা অসহিষ্ণুই মনে হল।

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'স্যর, এই যে বাড়িটা দেখছেন এটার জন্য আমরা প্রচুর টাকা ভাড়া দিই। এক বছর পর পর পুরো ক্যাবিনেট আর ডেকরেসন চেঞ্জ করি। ঐ খরচটা দেখাতে পারলে কোম্পানি ইনকাম ট্যাক্স থেকে খানিকটা ছাড় পায়। যেখান থেকে যতটা ট্যাক্স বাঁচানো যায় ততটাই লাভ।'

অশোক বলল, 'আমি এখানে আপনাদের ট্যাক্স বাঁচাবার জন্যে আসি নি। কী জন্যে এসেছি, আশা করি আপনি তা জানেন।'

চন্দ্রকান্ত মাথা নেড়ে আস্তে করে বলল, 'জানি স্যর। ঠিক আছে, আপনি যখন কোন চেঞ্জ চান না তখন যেমন আছে তেমনি থাক। চ্যাটার্জি সাহেবকে আমি আপনার মতামত জানিয়ে দেব।'

অশোক উত্তর দিল না।

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'স্যর, আপনি পারমিসান দিলে আজকের প্রোগ্রামগুলো জানিয়ে দিই—'

অশোক বলল, 'ঠিক আছে, বলুন—'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'সাতটা পনেরোতে ম্যাসেজ—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই অশোক বলে উঠল, 'ম্যাসেজ !'

'হ্যাঁ স্যর, ওটা করানো দরকার। কয়েক দিনের মধ্যেই আপনার ওপর এত দায়িত্ব এসে পড়বে যে সব সময় টেনশনে থাকবেন। ম্যাসেজটা রেগুলার করালে শরীর ঝরঝরে থাকবে। ফিজিক্যাল ফিটনেস না থাকলে টেনশান সহ্য করা অসম্ভব।'

অশোক চুপ করে রইল।

চন্দ্রকান্ত আবার বললেন, 'আমি স্যর আপনার ম্যাসেজের জন্যে একজনকে ঠিক করে ফেলেছি।' বলতে বলতে চট করে ঘড়ি দেখে নিয়ে আবার শুরু করলেন, 'এখন সাতটা ; মিনিট পনেরোর ভেতর সে এসে পড়বে।'

অশোক বলল, 'আমার অন্য প্রোগ্রামগুলো বলুন।'

'পনেরো মিনিট ম্যাসেজের পর আধ ঘণ্টা স্নান। তারপর ন'টায় ব্রেকফাস্ট। ন'টা পঁয়তাল্লিশে হেড অফিসে যেতে হবে। চ্যাটার্জি সাহেব আপনার জন্যে সেখানে অপেক্ষা করবেন। ওঁর সঙ্গে দেখা হবার পর আজকের নেক্সট প্রোগ্রাম ঠিক করা হবে।'

একজন বেয়ারা এর মধ্যে আবার চা দিয়ে গেল। চা খেতে খেতে চন্দ্রকান্ত বললেন, 'স্যর, আর দু-একটা বিষয় আপনার কাছে জানা দরকার।'

'বলুন।'

'কোন্ কোন্ ক্লাবের মেম্বারশিপ আপনি প্রেফার করেন?' বলে চন্দ্রকান্ত গড় গড় করে নামতা পড়ার মতো কলকাতার অনেকগুলো অভিজাত ক্লাবের নাম করে গেলেন।

অশোক এই সব ক্লাবের নাম শুনেছে। এগুলো এই বিশাল মেট্রোপলিসের গ্ল্যামার ক্লাব। বড় বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বিজনেস ম্যাগনেট বা সরকারী বেসরকারী টপ একজিকিউটিভ ছাড়া এ সব জায়গায় মেম্বারশিপ পাওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া প্রতিটি মেম্বারের ভাল ব্যাকগ্রাউণ্ড চাই। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'ক্লাবের মেম্বার হয়ে আমি কী করব? না না, ও সব ঝামেলার দরকার নেই।'

খুবই বিনীতভাবে চন্দ্রকান্ত বললেন, 'ক্লাবে যাওয়াটা দরকার স্যর। প্রথমত রিক্রিয়েসনের জন্যে। তা ছাড়া ওখানে অন্য ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আর বিজনেস কমিউনিটির লোকেরা যান। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর বিজনেস স্ফীয়ার কেমন চলছে সে সম্পর্কে সব সময় লেটেস্ট খবর রাখা প্রয়োজন। ইট্‌স ভেরি মাচ ইমপর্টাণ্ট।'

কথাটা মোটামুটি ঠিকই বলেছেন চন্দ্রকান্ত। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের আবহাওয়া কেমন চলছে সেটা জানার জন্য অন্য সব ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আর বিজনেস ম্যাগনেটদের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রেখে চলতে হবে। কেননা যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে সে এখানে এসেছে তাতে মাত্র একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের পক্ষে দেশের পভার্টি লাইন অর্থাৎ দারিদ্র্য-সীমার নিচের সব লোকের অবস্থা রাতারাতি ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব না। এ্যাফ্লুয়েন্স তো মাত্র একটা বাড়িতেই জমা হয়নি। আরও অনেক ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসেও জমেছে। সব হাউস থেকেই খাবল কেটে সেই বিপুল সম্পদ নিচের স্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। তার জন্য এদের সঙ্গে মেশা দরকার, তাদের বোঝাতে হবে, লোয়ার লেভেলের মানুষ কোন্ পশুর স্তরে আছে, প্রয়োজন হলে এদের ওপর জোরও করতে হবে। অশোক তবু বলল, 'ক্লাবে যাবার দরকার কি? চেম্বার অফ কমার্স এ্যাণ্ড ইন্ডাস্ট্রিতেই তো ওঁদের সঙ্গে দেখা হবে।'

'রোজ তো চেম্বারের মীটিং থাকে না। মাসে হয়তো দু-একদিন। তা ছাড়া ক্লাবের পরিবেশটা হল খুবই খোলামেলা, ইনফরম্যাল। এখানে অনেকেই মন খুলে কথা বলেন। তার ভেতর থেকে দরকারী জিনিসটি তুলে নিতে হবে।'

'ঠিক আছে। যে যে ক্লাবের মেম্বার হলে ভাল হয় আপনি তার ব্যবস্থা করুন।'

'আচ্ছা স্যর। আরেকটা কথা—'

'কী ?'

'এ বাড়িতে সেলার আছে, আপনাকে দেখিয়েছি। সেখানে নানা কোম্পানির সবরকম ড্রিংকের এ্যারেঞ্জমেণ্ট আছে। আপনার যদি কোন স্পেশাল ড্রিংক বা কোম্পানি সম্পর্কে ফ্যাসিনেসন থাকে, আমাকে জানালে ভাল হয়।'

শুনতে শুনতে অশোকের খুব মজা লাগছিল। সে বলল, 'মিস্টার রাহেজা, আপনি কি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড জানেন ?'

এ রকম প্রশ্নের কথা হয়তো ভাবেন নি চন্দ্রকান্ত, একটু যেন হকচকিয়ে গেলেন তিনি। তারপর বললেন, 'চ্যাটার্জি সাহেবের কাছে কিছু কিছু শুনেছি।'

'কী শুনেছেন জানি না। তবে একটা ইনফরমেশন দিচ্ছি। ছেলেবেলায় মা-বাবা মারা যাবার পর বাবার এক বন্ধু আমাকে শেলটার দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক একটা ফ্যাক্টরির সামান্য লেবারার। উইকলি ওয়েজ শ' খানেক টাকার মতো। আমরা সবসুদ্ধ লোক ছিলাম ছ'জন। তার মানে মাথা পিছু উইকলি পড়ত ষোল সাড়ে ষোল টাকা। ঐ টাকায় সাত দুগুণে চোদ্দবেলা খাওয়া, ব্রেকফাস্ট, টিফিন, সব সারতে হত। তারপর ড্রিংক করার মতো সারপ্লাস থাকে কিনা আপনিই ভেবে দেখুন। আপনি যে সব ড্রিংক আর কোম্পানির নাম করলেন আমার ফোরটিন জেনারেসনের কেউ কোনদিন তা চোখে তো দ্যাখেই নি, কানেও শোনে নি।'

চন্দ্রকান্ত হাত কচলাতে কচলাতে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে হয়তো একটু হাসলেন। তারপর বললেন, 'আপনি যা বলছেন নিশ্চয়ই তা ঠিক। কিন্তু এখন স্যর আপনি তো দেশের একজন ফোরমোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট।'

'আই সী—' অশোক বলল, 'আমার কোন স্পেশাল ফ্যান্সি নেই। আর ড্রিংক আমি কখনও করি নি ! এ ব্যাপারটায় আমার এতটুকু ইন্টারেস্ট নেই।'

'কাজ করতে করতে টেনশানে প্রেসারে যখন নার্ভগুলো শ্যাটার্ড হয়ে যাবে তখন একটু ড্রিঙ্ক আরাম দেয়। ওটা স্যর নেশার জন্যে নয়, এনার্জির জন্যে।'

'নার্ভ যখন শ্যাটার্ড হবে তখন আপনার কথা চিন্তা করে দেখব।'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'স্যর, আরেকটা বিষয়ে আমার জানবার ছিল। আপনি যদি সাহস দেন, বলব।'

'বলুন না। এত হেজিটেসনের কী আছে!'

'আমি অনেক দিন ধরে নানা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসে কাজ করে আসছি। দেখেছি অনেকেই রিক্রিয়েশন হিসেবে সুন্দরী মেয়েদের কোম্পানি পছন্দ করেন। কেউ কেউ তাদের ফ্ল্যাট ট্যাট কিনে দিয়ে পার্মানেণ্টলি রেখেই দ্যান। যদি—' বলতে বলতে আচমকা থেমে গিয়ে উৎসুক চোখে তাকালেন চন্দ্রকান্ত।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছিল অশোক। মুহূর্তের জন্য তার মাথার ভেতরকার কোন একটা বারুদের স্তূপে আগুন ধরে গেল যেন। ভাবল লোকটার গালে ধাঁ করে একটা চড় কষিয়ে দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই হেসে ফেলল সে। বলল, 'দেখুন মিস্টার রাহেজা, আমি এখানে একটা দারুণ চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছি, মেয়েছেলে নিয়ে ফূর্তি করবার জন্যে নয়। আপনি আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি, নিশ্চয়ই মেয়েমানুষের দালাল নন। আমার সেক্রেটারি পিম্প হোক, এটা আমি চাই না।'

চন্দ্রকান্তর মুখ লাল হয়ে উঠল। একটু যেন অনুশোচনার ভঙ্গিতেই তিনি বললেন, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে স্যর।'

'ঠিক আছে।'

চন্দ্রকান্ত আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় একটা বেয়ারা এসে জানালো ম্যাসেজ করার জন্য লোক এসে গেছে।

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'চলুন স্যর।'

চন্দ্রকান্ত অশোককে নিয়ে ড্রইং রুমে চলে এলেন। একটি দারুণ সুন্দরী চীনা যুবতী সেখানে অপেক্ষা করছিল। হাতে মেডিক্যাল ব্যাগের মতো বড় একটা ব্যাগ। অশোকদের দেখে সে উঠে দাঁড়াল। মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে মেয়েটি বলল, 'গুড মর্নিং স্যর—'

অশোক বলল, 'গুড মর্নিং—' বলেই চন্দ্রকান্তের দিকে ফিরে নীচু চাপা গলায় বলল, 'এ কি, এ তো ইয়ং গার্ল! ম্যাসেজের জন্যে একে আপনি ঠিক করলেন!'

তার গলার স্বরে চমকের মতো একটা কিছু ছিল। চন্দ্রকান্ত চাপা গলায় বললেন, 'আপনি কি ভাবছেন, বুঝতে পারছি। বাট শী ইজ এ্যাবসোলুটলি প্রফেসনাল। আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। ওর কাছে আশী বছরের একজন ওল্ড ম্যানের শরীর যা, একজন পঁচিশ বছরের যুবকের শরীরও তাই।' বলেই তিনি চীনা মেয়েটির সঙ্গে অশোকের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মেয়েটির নাম চেন। সে ঘড়ি দেখে বলল, 'স্যর, এবার তা হলে কাজ শুরু করে দিতে হয়।'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'নিশ্চয়ই। তুমি স্যরকে নিয়ে বাথরুমে চলে যাও।' অশোককে বলল, 'চলুন স্যর। চেনের অনেক ক্লায়েন্ট—ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বিজনেসম্যান, ফিল্মস্টার, মিনিস্টার, টপ একজিকিউটিভস। সারাদিন, এমন কি রাতের অনেকটা সময় পর্যন্ত ওকে গোটা শহর চষে বেড়াতে হয়। একেবারে প্যাক্‌ড প্রোগ্রাম। একটা মিনিটও নষ্ট করার মতো সময় ওর নেই।'

একরকম তাড়া দিয়ে দিয়ে চন্দ্রকান্ত চেন আর অশোককে অশোকের ঘরে এনে এ্যাটাচড্ বাথরুমে ঢুকিয়ে দিল।

ভেতরে এসে এক সেকেণ্ডও দেরি করল না চেন। ক্ষিপ্র হাতে অশোকের স্লিপিং গাউন থেকে শুরু করে গেঞ্জি-টেঞ্জি সব খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখল। ভেতরে রইল শুধু একটা জাঙিয়া।

বাথরুমের একধারে রবারের একটা পুরু ম্যাট ছিল। সেটা পেতে অশোককে শুতে বলল চেন। অশোক শুয়ে পড়তেই চেন তার সেই ঢাউস ব্যাগটা খুলে নানা ধরনের শিশি-টিশি থেকে কি বার করে অশোকের সারা গায়ে মাখিয়ে দিয়ে ম্যাসেজ শুরু করল।

কোন তরুণী মেয়ের কাছে এভাবে প্রায়-নগ্ন শরীরে কখনও শুয়ে থাকে নি অশোক। গল গল করে ঘামতে শুরু করে দিল সে। তার ভেতরেই অনুভব করল গোটা শরীরের ওপর দিয়ে তবলার দ্রুত বোল তোলার মতো দশটা নরম আঙুল ঝড়ের গতিতে খেলা করে যাচ্ছে।

অশোক তাকাতে পারছিল না। ঘামতে ঘামতেই সে টের পাচ্ছিল তার নাক দিয়ে সোডার ঝাঁঝের মতো গরম নিশ্বাস বেরিয়ে আসছে।

কাঁটায় কাঁটায় তিরিশটি মিনিট পার হবার পর চেন বলল, 'স্যর, আজকের মতো হয়ে গেছে। আমি এখন যাব।'

অশোক উঠে বসল। লক্ষ্য করল, চেনের চোখে-মুখে কোন রকম প্রতিক্রিয়া নেই। ব্যাগ গুছিয়ে অশোককে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার কাল এই সময় আসার কথা বলে সে চলে গেল। মেয়েটা সত্যি সত্যি আগাপাশতলা প্রফেসনাল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল অশোক। এস্রাজে ঢিমে তালে সুর তোলার মতো স্নায়ুর ভেতর ঝিমঝিম করে কি যেন বেজে যেতে লাগল। সেই আরাম-টুকু অনুভব করার পর আস্তে আস্তে উঠে সে শেভ সেরে স্নান করল। তারপর তোয়ালে জড়িয়ে বেড রুমে আসতেই দেখতে পেল তিনটে বেয়ারা তার

ট্রাউজার্স, কোট, টাই, শার্ট ইত্যাদি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অশোক তাদের হাত থেকে পোশাক নিয়ে পরতে লাগল। বেয়ারারা তাকে এ ব্যাপারে সবরকম সাহায্য করল। পোশাক পরার পর ড্রেসিং টেবলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ালো অশোক, গায়ে পাউডার-টাউডার লাগাল।

ততক্ষণে চন্দ্রকান্ত এসে খবর দিলেন, 'ব্রেকফাস্ট রেডি।'

এই থার্ড ফ্লোরে যে বিশাল ডাইনিং হলটা আছে সেখানে চন্দ্রকান্তের সঙ্গে গিয়ে ব্রেকফাস্ট সারতে সারতে ন'টা চল্লিশ হয়ে গেল।

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'এবার আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে স্যর।'

'হ্যাঁ চলুন—'

লিমুজিনে করে অফিসপাড়ার দিকে যেতে যেতে অশোকের মনে হচ্ছিল শরীর দারুণ ঝরঝরে আর টাটকা লাগছে। চেন সত্যি ভাল ম্যাসেজ করে।

চোদ্দ

সেই বিরাট হাইরাইজ বিল্ডিং-এর সিক্সটীনথ ফ্লোরে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের চেম্বারে যখন অশোকরা এসে ঢুকল তখন দশটা পাঁচ। দেখা গেল, সোমদেব এর মধ্যেই এসে গেছেন। তাঁর টেবলের ওপর পর পর সাজানো টাইপ-করা নানা ধরনের কাগজের স্তূপ।

কাল চেম্বার অফ কমার্সে কেমন লাগল, ওল্ড বালিগঞ্জের বাড়িতে কাল রাতটা কি রকম কেটেছে, কোন রকম অসুবিধা হচ্ছে কিনা ওখানে, ইত্যাদি ইত্যাদি দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করার পর সোমদেব টেবলের ওপরকার সেই ডাঁই-করা কাগজগুলো দেখিয়ে বললেন, 'এখন দশটা দশ। সাড়ে বারোটার মধ্যে এই ডকুমেন্টগুলো পড়ে ফেল। তারপর আমাদের যেতে হবে হোটেলে। যে জার্মাণ কোম্পানির সঙ্গে কোলাবরেশনে আমরা একটা ইলেকট্রনিক্সের প্ল্যান্ট বসাতে যাচ্ছি তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভদের অনারে লাঞ্চ দিয়েছি। তুমিও সেখানে যাবে। ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। ফিউচারে যদি কোলাবরেশনের কথা ভাবো এই কনট্যাক্টটা কাজে লাগবে।'

অশোক টাইপ-করা কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল। জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো কিসের ডকুমেন্ট ?'

'তোমাকে যে নব্বইটা কোম্পানির ডিরেক্টর, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা চেয়ারম্যান করা হচ্ছে, গভর্ণমেন্ট আর শেয়ার হোল্ডারদের তা জানাতে হবে। তার লিগ্যাল রেকর্ড থাকা দরকার। ওগুলো পড়ে তলায় সই করে দাও।'

'পড়বার দরকার কী। আপনিই তো সব দেখে ঠিক করে রেখেছেন।'

রগড়ের গলায় সোমদেব বললেন, 'আমার ওপর তোমার অগাধ বিশ্বাস দেখছি।'

অশোক উত্তর দিল না।

'আমি কিন্তু এ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটির একজন বিশেষ প্রতিনিধি।'

মজাটা বুঝতে পারছিল অশোক। সে হাসল, কিন্তু এবারও কিছু বলল না।

সোমদেব আবার বললেন, 'তা হলে না দেখেই সই করবে?'

অশোক বলল, 'হ্যাঁ।'

'এ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটির লোকেদের এতটা বিশ্বাস করা বোধহয় ঠিক হবে না।'

'বিশ্বাস করে আমার তো লুজ করার কিছুই নেই। কারণ আমি হ্যাভ নটদের দলে। ভয়টা আপনাদেরই।' অশোক হাসল।

'ও-কে, সই কর।'

অতগুলো কাগজে সই করতে ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। তার মানে লাঞ্চের আগে এখনও দেড় ঘণ্টা সময় রয়েছে। হঠাৎ অশোকের মনে হল, কত কাল শহরতলীর সেই ব্যারাকবাড়িটা থেকে যেন অনেক দূরে পড়ে আছে। কাল আসার সময় রেখাকে বলেছিল, রোজ একবার করে সেখানে যাবে। সোমদেবকে চট করে ঘুরে আসার কথাটা বলতে যাচ্ছিল অশোক, তার আগেই সোমদেব বললেন, 'হাতে যখন খানিকটা সময় পাওয়া গেল, এক কাজ করা যাক।'

অশোক জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো, 'কী?'

'তুমি যে যে কোম্পানির ডিরেক্টর-টিরেক্টর হলে তার এমপ্লয়ীদের সঙ্গে তোমার পরিচয় হওয়া দরকার। সবগুলো কোম্পানিরই হেড অফিস এই বিল্ডিং-এ। লাঞ্চের আগে যে ক'টা কোম্পানির হেড অফিসের এমপ্লয়ীদের সঙ্গে পারা যায় আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। লাঞ্চের পরে ফিরে এসে আবার যে ক'টা পারা যায়। হেড অফিস এমপ্লয়ীদের সঙ্গে আলাপ হবার পর রাহেজা আমাদের ফ্যাক্টরিগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তোমাকে দেখাবে। চল এখন—'

রবার দিয়ে ঘষে ঘষে পেন্সিলের দাগ তোলার মতো ব্যারাকবাড়ি আর রেখার মুখ আপাতত মন থেকে মুছে দিল অশোক। সোমদেবের সঙ্গে সে

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেম্বার থেকে বেরিয়ে পড়ল।

লাঞ্চের আগে দেড় ঘণ্টায় মোটমাট বারোটা কোম্পানির এমপ্লয়ীদের সঙ্গে আলাপ হল। তারপর সোমদেবের সঙ্গে হোটেলে চলে গেল অশোক। সেখানে ফরেন কোম্পানির রিপ্রেজেণ্টেটিভদের সঙ্গে আলাপ এবং লাঞ্চ সারতে সারতে দুটো বেজে গেল।

তারপর হেড অফিসে ফিরে সোমদেবের সঙ্গে পনেরো মিনিট বিশ্রাম করল অশোক। বিশ্রামের পর একটানা সাড়ে চারটে পর্যন্ত আরো আঠারোটা কোম্পানির এমপ্লয়ীদের সঙ্গে পরিচয়-টরিচয়ের পর্ব চলল। তারপর সোমদেব বললেন, 'আজ এই পর্যন্ত থাক, আবার কাল দেখা যাবে। চল ফেরা যাক—' বলে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেম্বারের দিকে যেতে যেতে বললেন, 'একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমার স্ত্রী কাল তোমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছেন। তোমার সঙ্গে তাঁর কিছু দরকার আছে। সন্ধ্যের পর কোন রকম এ্যাপয়েন্টমেণ্ট রেখো না।'

অশোক ভেবে পেল না, তার কাছে পারমিতা চ্যাটার্জীর কী দরকার থাকতে পারে। অন্যমনস্কর মতো সে বলল, 'আচ্ছা—'

চন্দ্রকান্ত আর সোমদেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি প্রমথেশ অশোকের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরছিলেন। চন্দ্রকান্তর দিকে ফিরে সোমদেব জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্লাবের মেম্বারশিপ নেবার ব্যাপারে অশোকের কনসেণ্ট নিয়েছ ?'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'নিয়েছি স্যর।'

'কালকের মধ্যে ওর মেম্বারশিপ নেবার ব্যাপারটা ফাইনাল করে ফেলবে। হী নীড্‌স রিক্রিয়েশন ইন দা ইভনিং।'

'আচ্ছা স্যর—'

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেম্বারে এসে সোমদেব বললেন, 'ছ'টায় একটা আর্ট একজিবিসন ইনঅগারেট করার কথা আছে। আর ইউ ইন্টারেস্টেড ইন আর্ট ? ইন পেন্টিং ? যাবে নাকি ?'

অশোকের আবার রেখার কথা মনে পড়ে গেল। এখন একবার শহরতলীর সেই ব্যারাকবাড়িতে যাওয়া যেতে পারে।

সোমদেব বলছিলেন, 'সারাদিন ফ্যাক্টরি, কোম্পানি এ্যাফেয়ার্স, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি; এই সব ড্রাই সাবজেক্ট নিয়ে কাটাতে হয়। দেখবে এক সময় ভয়ানক বোরড্‌ লাগছে। ডাইভারসানের জন্যে এখন থেকে ফুল, ছবি, পেন্টিং, এ সবের

দিকে মন দাও। ইউ উইল ফীল্ ফ্রেশ।'

অশোক বলতে যাচ্ছিল, আজ সে আর্ট একজিবিসনে যাবে না। রেখা আর হরনাথদের সঙ্গে দেখা করা বিশেষ দরকার। কিন্তু কথাটা বলার আগেই একটা ফোন এলো। সোমদেব লাইনটা ধরে দু-একটা কথা বলেই ফোনটা অশোকের দিকে এগিয়ে দিলেন।

অশোক কিছুটা অবাকই হল। বলল, 'কী ব্যাপার?'

সোমদেব বললেন, 'তোমার লাইন।'

টেলিফোনটা সোমদেবের হাত থেকে নিতে নিতে অশোক ভাবল, কে তাকে এখানে ফোন করতে পারে? রেখা কি? কিন্তু সে তো এখানকার নাম্বার জানে না। যদি কোন রকমে নাম্বারটা পেয়েও থাকে অপারেটর সোজাসুজি সেটা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেম্বারে দেবে না। খুব জরুরী লাইন বা ভি-আই-পিদের ফোন ছাড়া এ ঘরে আর কিছু দেওয়া হয় না।

টেলিফোনটা কানে লাগিয়ে 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে একটি মেয়ের গলা ভেসে এলো, 'কে, অশোক?'

গলাটা রেখার বলে মনে হল না। একটু চুপ করে থেকে অশোক বলল, 'হ্যাঁ।'

'ফাইন। আমি লীনা! তোমাকে ধরার জন্যে এক ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করছি। অপারেটর খালি বলছে, তুমি নানা কোম্পানির এমপ্লয়ীদের সঙ্গে আলাপ করতে গেছ। এনিওয়ে শেষ পর্যন্ত তোমাকে পাওয়া গেল।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কিছু দরকার আছে?'

'অবশ্যই। কাল হোটেলে ভাল করে কথাই হল না। এখন তুমি কী করছ?'

'কিছুই না। তবে এক জায়গায় যাব ভাবছিলাম।'

লীনা আদুরে গলায় বলল, 'ওটা ক্যানসেল করে দাও, প্লীজ। তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরী দরকার।'

অশোক বলল, 'কী দরকার?'

'সব কথা ফোনে বলা যায় না। ইট উইল টেক সাম টাইম। এক কাজ কর—' বলে একটা অত্যন্ত পশ ক্লাবের নাম করে লীনা বলল, 'আধঘণ্টার ভেতর তুমি ওখানে চলে এসো। আমি তোমার জন্যে ওয়েট করব। ক্লাবটা চেনো তো?'

অশোক নামই শুনেছে ক্লাবটার কিন্তু কোথায়, জানে না। বলল, 'না।'

রাস্তার নাম এবং নাম্বারটা দিয়ে লীনা বলল, 'তুমি যদি খুঁজে বার করতে না পারো—ঠিক আছে, আমি তোমাকে নিয়ে আসছি। এখন পৌনে পাঁচটা। বাই ফাইভ আই শ্যাল রীচ—'

দ্রুত রেখার মুখটা আরেক বার ভেবে নিল অশোক। আজ আর তার সঙ্গে দেখা করা হল না। কাল যেভাবে হোক সময় করে ব্যারাকবাড়িতে যাবে। তার কাছে লীনার কী প্রয়োজন থাকতে পারে, বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার জন্য দারুণ একটা আকর্ষণ অনুভব করতে লাগল। সে বলল, 'না-না, কষ্ট করে তোমার আসার দরকার নেই। এ্যাড্রেস দিয়েছ, আমি ঠিক খুঁজে বার করতে পারব।'

লীনা আবার বলল, 'আই উইল ভেরি ইগারলি এ্যাওয়েট ইউ।'

'ঠিক আছে।' ফোনটা ক্রেডেলে নামিয়ে রাখল অশোক।

সোমদেব বললেন, 'তা হলে লীনার সঙ্গে ক্লাবে মীট করতে যাচ্ছ?'

অশোক বলল, 'হ্যাঁ। ওর কি দরকার আছে বলছিল—'

'দ্যাট্‌স অল রাইট। সারাদিন অনেক রকম ঝঞ্ঝাট গেছে। ক্লাবে গেলে খানিকটা রিফ্রেশ্‌ড হবে। আমাকে এখন উঠতে হচ্ছে। তুমিও তো বেরুবে। চল—'

সোমদেবের সঙ্গে অশোকও বাইরে বেরিয়ে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের জন্য নির্দিষ্ট লিফ্‌টের দিকে চলে গেল। তাদের সঙ্গে চন্দ্রকান্ত আর প্রমথেশও রয়েছেন।

লিফ্‌টে করে নামতে নামতে সোমদেব বললেন, 'তা হলে তোমার সঙ্গে আজ আর দেখা হচ্ছে না। কাল অফিসে আবার দশটায় দেখা হবে। কাল রাত্তিরে আমার মিসেসের ডিনারের কথাটা ভুলে যেও না।'

অশোক জানাল, ভুলবে না।

নিচে এসে সোমদেব তাঁর সেক্রেটারি প্রমথেশকে নিয়ে ফ্লাওয়ার শো ওপেন করতে চলে গেলেন।

অশোক তার জন্য নির্দিষ্ট লিমুজিনটায় উঠতে গিয়েও হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। সারাদিন চন্দ্রকান্ত তার গায়ে আঠার মতো আটকে আছেন। ক্লাবে লীনার কাছে তাঁকে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করছিল না অশোকের। সে বলল, 'মিস্টার রাহেজা, আপনি আমার সঙ্গে আর কষ্ট করে যাবেন কেন? কোথায় যেতে চান বলুন, আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।'

চন্দ্রকান্ত কী বুঝলেন তিনি জানেন। বললেন, 'আমাকে লিফ্‌ট দিতে হবে

না। অফিস থেকে অন্য একটা গাড়ি নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি। স্যর যদি অনুমতি করেন একটা কথা বলব—'

'বলুন।'

'দশটায় আপনার ডিনার। তার আগেই কাইণ্ডলি বাড়ি ফিরে আসবেন। কাল থেকে আপনার প্যাক্‌ড প্রোগ্রাম। লেট নাইট হলে সকালে তাড়াতাড়ি উঠতে পারবেন না। শিডিউল্ড কাজ শেষ করা যাবে না।'

কয়েক পলক চন্দ্রকান্তর দিকে তাকিয়ে থাকল অশোক। লোকটা তার সম্বন্ধে কী ভেবেছে! একটা মেয়ে তাকে ক্লাবে ডেকেছে বলে সারা রাত বেহেড হয়ে সে সেখানে কাটিয়ে দেবে নাকি?

অশোক বলল, 'ডিনারের অনেক আগেই আমি ফিরে যাব। মিস্টার রাহেজা, একটা কথা আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। নিজের ব্যাকগ্রাউণ্ড সম্বন্ধে আমি কনসাস। যেখানেই যাই না কেন, মাথা আমার ঠিকই থাকবে।'

চন্দ্রকান্ত মুখ কাচুমাচু করে বললেন, 'কোন কারণে আপনাকে যদি দুঃখ দিয়ে থাকি ক্ষমা করবেন।'

'অল রাইট।' বলতে বলতে লিমুজিনে উঠে শোফারকে লীনার দেওয়া সেই ঠিকানা বলে জিজ্ঞেস করল, সেখানে সে তাকে নিয়ে যেতে পারবে কিনা।

শোফার বলল, 'পারব সাব, আমি চিনি।'

ক্লাবে এসে অশোককে নামিয়ে দিয়ে শোফার লিমুজিনটাকে পার্কিং জোনে নিয়ে গেল।

ক্লাবটার সামনের দিকে এক ধারে লন, আরেক ধারে সুইমিং পুল। পুলটার পাশে বেশ খানিকটা অংশ ঢাকা; অনেকটা ইনডোর স্টেডিয়ামের মতো দেখতে। তার গায়ে লেখা আছে 'আইস স্কেটিং রিঙ্ক'। লন আর সুইমিং পুল টুলের পেছনে মডার্ণ আর্কিটেকচারের বিশাল মাল্টিস্টোরিড ক্লাব বিল্ডিং।

এখন লনে, সুইমিং পুলে, আইস স্কেটিং রিঙ্কে এবং বিশাল ক্লাব বিল্ডিংটায় নানা রঙের অজস্র আলো জ্বলে উঠেছে। চারদিকে অজস্র মড যুবক-যুবতী এবং বিভিন্ন বয়সের পুরুষ এবং মহিলা। দেখেই টের পাওয়া যায় সমাজের কোন্ স্তর থেকে এরা এসেছে। এদের সবার পোশাকে, চেহারায়, চালচলনে এ্যাফ্লুয়েন্স তার মনোগ্রাম স্পষ্ট করে এঁকে রেখেছে।

অশোক লীনার খোঁজে ঘাড় ফিরিয়ে এধারে ওধারে তাকাচ্ছিল। হঠাৎ লনের দিক থেকে লীনার গলা ভেসে এলো, 'হাই অশোক—'

অশোক দেখতে পেল, লনের একটা গার্ডেন আমব্রেলার তলা থেকে লীনা বেরিয়ে আসছে। তার পরনে আজ বেল বটম, ওপরে কারুকাজ করা গুরু পাঞ্জাবী, পায়ে অদ্ভুত নক্সা-করা স্লিপার। তাকে প্রায় অলৌকিক মনে হচ্ছিল।

লীনা বলল, 'এলে তা হলে—'

অশোক বলল, 'সেই রকমই তো কথা ছিল। তুমি কি ভেবেছিলে আসব না?'

'তা ভাবি নি। তবে ইউ আর নাউ এ বিগ বিজি পার্সোনালিটি। হঠাৎ কোন ইম্পর্ট্যান্ট এ্যাপয়েন্টমেন্ট এসে যেতে পারে। এনিওয়ে, কোথায় বসবে বল? লনে, সুইমিং পুলে না আইস স্কেটিং রিঙ্কে?'

'আমার কোন চয়েস নেই। এভরিথিং সেম টু মী। তুমি যেখানে বলবে সেখানেই যাব। তবে সাড়ে আটটার বেশি এক সেকেণ্ডও আমি থাকতে পারব না। তার ভেতর তোমার দরকারী কাজ সেরে ফেলতে হবে।'

জিভের ডগায় চুক চুক করে একটা শব্দ করল লীনা। মজা করে বলল, 'কোন ইয়ং মেয়ের সঙ্গে এভাবে কথা বলতে নেই। তার ভ্যানিটিতে লাগে।'

'তার মানে!'

'মানে মেয়েটি ভাবতে পারে কাউকে এ্যাট্রাক্ট বা চার্ম করার ক্ষমতা তার নেই। ভেরি মাচ পেইনফুল ফর এনি গার্ল অফ মাই এজ।'

অশোক হেসে ফেলল। বুঝতে পারছিল, লীনা মজা করছে।

লীনা বলল, 'চল, আইস স্কেটিং রিঙ্কেই যাই।'

ওরা হাঁটতে হাঁটতে রিঙ্কের ভেতর ঢুকে গেল। ফ্লোরে ধবধবে সাদা বরফ বিছিয়ে তার ওপর জোড়া জোড়া তরুণ তরুণী নাচের মুদ্রায় শরীরে নানা আকর্ষণীয় ভঙ্গি ফুটিয়ে স্কেটিং করে যাচ্ছিল।

রিঙ্কের তিন দিক ঘিরে সিমেন্টের ঘোরানো গ্যালারি। যুবক-যুবতীরা বা বিভিন্ন বয়সের পুরুষ আর মহিলারা গ্যালারিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে স্কেটিং দেখছিল। তাদের কারো হাতে বীয়ার বা হুইস্কির গেলাস।

লীনা অশোককে নিয়ে গ্যালারিতে গিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে ঝকঝকে উর্দি-পরা একটা বেয়ারা দৌড়ে এলো। লীনা জিজ্ঞেস করল, 'কী খাবে?'

দুপুরে বিদেশী কোম্পানির রিপ্রেজেণ্টেটিভ্‌দের সম্মানে সোমদেব হোটেলে যে লাঞ্চ দিয়েছিলেন সেখানে খাওয়াটা বেশিই হয়ে গিয়েছিল। রেশনের চালের ভাত কি রুটি, সেই সঙ্গে জলের মতো পাতলা ট্যালটেলে ডাল আর কুমড়ো বেগুনের ঘ্যাট খেয়ে খেয়ে পাকস্থলীর জোর কমে গেছে। সেখানে দু-দিন ধরে

কয়েক কোর্স করে দামী দামী ইউরোপীয়ান আর ইণ্ডিয়ান খাদ্য জমা পড়েছে। সেগুলো হজম করে ফেলার ক্ষমতা অশোকের পাকস্থলীর নেই। দুপুরের খাবারগুলো এখনও পেটের ভেতর গিজ গিজ করছে। সে বলল, 'কিচ্ছু না।'

লীনা বলল, 'তাই কখনও হয়।'

'না-না, প্লীজ—'

'ঠিক আছে, তা হলে একটা কিছু ড্রিঙ্ক-ট্রিঙ্ক নেওয়া যাক।'

'জল, কফি আর চা ছাড়া আমি কিন্তু আর কোন ড্রিঙ্ক করি না।'

চোখ গোল গোল করে লীনা বলল, 'ওগুলো আবার ড্রিঙ্ক নাকি! ফান না করে এখন বল কী আনাব—হুইস্কি না জিন?'

'বীলিভ মী, ও সব আমি কিছুই খাই না।'

'পিউরিটান?'

'না। কোনদিন ড্রিঙ্ক করার পয়সা ছিল না; তাই অভ্যেসটা করা সম্ভব হয় নি।'

'ফাইন। কিন্তু এখন তো তুমি এ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটির একজন—'

'এতদিন যখন ধরতে পারি নি তখন আর কি ধরা সম্ভব?'

লীনা হাসল, 'ড্রিঙ্ক এমন একটা ব্যাপার যখন খুশি ধরা যায়। এ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটির মাথায় এসে বসবে, ক্লাবে আসবে আর মাইনাস ড্রিঙ্ক চালিয়ে যাবে, তা তো হয় না।' বলেই কি চিন্তা করে বেয়ারাকে বলল, 'দো বীয়ার—'

'জী মেমসাব'—বলেই বেয়ারা চলে গেল।

লীনা বলল, 'হুইস্কিই আনতে বলতাম। কিন্তু শুরুতেই ডোজটা বড় বেশি কড়া হয়ে যাবে তোমার পক্ষে। তাই ওপেনিং সেরিমনিটা মাইল্ড ডোজ দিয়েই আরম্ভ করলাম।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমি অবশ্য হুইস্কিটাই প্রেফার করি। কিন্তু তোমার অনারে আজ বীয়ারই খাব। যদিও ওতে এ্যালকোহলের পারসেণ্টেজ এত কম যে আমার মনে হয় সাদা জল খাচ্ছি।'

অশোক চুপ করে রইল।

লীনা তার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে দারুণ ক্ষতি করে দিচ্ছি।'

অশোক বলল, 'না, মানে—'

লীনা বলল, 'ইউ আর নাউ ওয়ান অফ আওয়ার ফোরমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস। রোজ তোমাকে নানা রকম পার্টিতে যেতে হবে, ক্লাবে যেতে হবে। উইদাউট ড্রিঙ্ক এ সব একেবারেই ভাবা যায় না।'

বেয়ারা ফিরে এসেছিল। ট্রের ওপর অদ্ভুত চেহারার দুটো লম্বাটে মগে ফেনায়িত বীয়ার সাজানো ছিল। একটা মগ তুলে আশাকের হাতে দিল লীনা, আরেকটা নিজে নিল।

ছোট করে একটা চুমুক দিতেই মুখের ভেতরটা তেতো হয়ে গেল অশোকের। দ্বিতীয় চুমুক দিয়ে সে বলল, 'ফোনে বলেছিলে কী জরুরী দরকার আছে—'

'অফ কোর্স। সব বলব। তার আগে বীয়ারটা খেয়ে চল একটু স্কেটিং করে নিই।'

'আমি স্কেটিং জানি না।'

'শিখে নেবে।'

'হ্যাঁ, রিঙ্কে ঢুকে শিখতে যাই! তারপর আছাড় খেয়ে একটা সীন ক্রিয়েট করি আর কি।'

'তোমার কি ধারণা, যারা এখন স্কেটিং করছে আছাড় না খেয়েই তারা শিখে ফেলেছে! আছাড় খেতে খেতেই সবাই শেখে।'

'এক্সকিউজ মী। প্লীজ—'

লীনা মজার ভঙ্গিতে একটু হাসল, 'আচ্ছা ঠিক আছে। একদিনে ড্রিঙ্ক, স্কেটিং দুটো ধরাতে গেলে গোলমাল হয়ে যাবে। আস্তে আস্তেই হোক—'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। জোড়া জোড়া যুবক-যুবতী আইস রিঙ্কে কখনও ডানার মতো হাত ছড়িয়ে বা পা তুলে ব্যালেন্সের খেলা খেলে যাচ্ছিল। ব্যাকগ্রাউণ্ডে কোথায় যেন দারুণ উত্তেজক পপ মিউজিক বাজছে।

বীয়ারের টেস্টটা একেবারেই ভাল লাগছিল না অশোকের। তবে ওটা বোধহয় কিছু একটা কাজ করে যাচ্ছিল, মাথার ভেতর টুং টাং করে পিয়ানো কি এস্রাজের মতো বেজে যাচ্ছে। অবশ্য এ ব্যাপারটা খুব একটা খারাপ লাগছে না। অশোক বলল, 'এবার তোমার জরুরী ব্যাপারটা বল—'

লীনা বলল, 'ড্যাডির কাছে আর চ্যাটার্জি আঙ্কেলের কাছে তোমার কথা কিছু কিছু শুনেছি। তোমার পাস্ট লাইফ সম্পর্কে আরও বেশি করে শুনতে চাই।'

অশোক সোজাসুজি লীনার চোখের দিকে তাকালো, 'পাস্ট লাইফ বলতে?'

'সোসাইটির একেবারে লোয়েস্ট লেভেলে এতকাল লাইফের যে দিনগুলো কাটিয়ে এসেছ আমি তার কথা বলছি।' হাতের মগটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। বেয়ারাকে আবার বীয়ার আনতে বলে লীনা অশোকের দিকে তাকাল।

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কি রকম?'

'তুমি একই সঙ্গে সোসাইটির লোয়েস্ট লেভেল আর টপমোস্ট লেভেল দুটোই

দেখেছ। এ রকম এক্সপীরিয়েন্স ক'টা লোকের লাইফে ঘটে! এক কোটিতে একজনের হয় কিনা ডাউটফুল। এমন কি ওয়েস্টার্ণ ওয়ার্ল্ডে—আমেরিকা কি ইওরোপে—যেখানে যে কোন লোকের যে কোন লেভেলে ওঠা সম্ভব, সেখানেও তোমার মতো আর কাউকে দেখি নি।'

'পাস্ট লাইফ' কথাটা শোনার পর থেকেই ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন একটা ধাক্কা লেগেছিল অশোকের। সে বলল, 'হোয়াট ডু ইউ মীন? তোমার কি ধারণা, পাস্ট লাইফ থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি?'

'অফ কোর্স। শুনেছি তুমি কোন্ একটা স্লামে থাকতে। নাউ ইউ আর ওয়ান অফ আওয়ার কাণ্ট্রিজ লিডিং ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস।'

'টোটালি রং। তোমার বাবা কি তোমার চ্যাটার্জি আঙ্কেল বলেন নি যে আমি এখানে একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছি?'

'বলেছেন।'

'আমার পাস্ট ছাড়া আমার কোন রকম অস্তিত্বই নেই। তোমার প্রয়োজন আছে কিনা জানি না, তবে এটুকু বলতে পারি গোটা অতীতটা সঙ্গে নিয়েই আমি এই ইণ্ডাস্ট্রি আর বিজনেস এম্পায়ারে এসেছি। ইভ্‌ন ফর এ ফ্র্যাকশান অফ এ সেকেণ্ড, আই কাণ্ট ফরগেট মাই পাস্ট।'

'ইউ আর ভেরি মাচ ফেইথফুল টু নস্টালজিয়া। পাস্ট লাইফের লিগ্যাসি নিয়েই তা হলে চলবে ভাবছ?'

'অফ কোর্স।'

লীনা বলল, 'দেখা যাক। এখন তোমার সেই ভ্যালুয়েবল ওল্ড এক্সপীরিয়েন্সের কথা বল।'

অশোক বলল, 'ওসব শুনতে তোমারই কি ভাল লাগবে?'

'লাগবে, লাগবে। ওখানকার লিভিং কণ্ডিশন কি রকম, মানুষ কি ভাবে দিন কাটায়, ডিটেল্‌সে আমাকে সব বল।'

'এ ব্যাপারে তোমার আগ্রহ কেন?'

'তুমি তো জানো আণ্ডার-ডেভলাপড কাণ্ট্রির আর্থিক দিক থেকে দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের ওপর থিসিস করে আমেরিকায় আমি ডক্টরেট হয়েছি। আই হ্যাভ গট এভরি সিমপ্যাথি ফর অল দোজ পুওর হেল্পলেস পীপল্‌।' বীয়ারের জন্যই কিনা কে জানে, লীনার গলা গভীর সহানুভূতিতে গাঢ় হয়ে উঠতে লাগল।

লীনা আবার বলল, 'রিসেণ্টলি দুটো আমেরিকান ম্যাগাজিন থেকে ইণ্ডিয়ার স্লাম ডোয়েলারদের নিয়ে দুটো আর্টিক্‌ল আমার কাছে চেয়েছে। তোমার

কাছে কারেক্ট ইনফরমেশন পাব জানি। প্লীজ বল। আমি তার ওপর লিখে ফেলব। একজন প্রফেশনাল ফোটোগ্রাফারকে বলে দিয়েছি ; সে বস্তির কিছু ফোটোগ্রাফ দিয়ে যাবে।'

অশোক বলল, 'এটাই তাহলে তোমার জরুরী দরকার ?'

'হ্যাঁ। আর ইণ্ডিয়া থেকে আণ্ডার-ডেভলাপ কাণ্ট্রির সোসাল ওয়েলফেয়ারের ব্যাপারে একটা ডেলিগেসান যাচ্ছে। আমারও সেই লিস্টে একজন এক্সপার্ট হিসেবে নাম যাবার পসিবিলিটি আছে। আর্টিক্লগুলো বেরুলে আমার দিক থেকে একটু সুবিধা হয়।'

'ওগুলো লেখার জন্যে আরেকটু কষ্ট কর না—'

'কী কষ্ট ?'

'কিছুদিন বস্তি-টস্তিতে গিয়ে থাক। ফার্স্ট হ্যাণ্ড এক্সপীরিয়েন্স থেকে লিখলে লেখাগুলো অনেক ভালো হবে, অনেক লিভিং হবে। আমি তোমাকে ওখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

বীয়ারের দ্বিতীয় মগটিও শেষ করে ফেলেছিল লীনা। বেয়ারাকে আরেক বার অর্ডার দিয়ে বলল, 'হরিব্‌ল। স্লামডোয়েলারদের ওপর আমার যথেষ্ট সহানুভূতি রয়েছে কিন্তু ওখানে গিয়ে আমি থাকতে পারব না। তুমি ওখানকার সম্বন্ধে বল, আমি শুনে নিচ্ছি। দরকার হলে নোটও নেব।'

অশোক একটু ভেবে বলল, 'আমি তো তোমাকে ঠিক ইনফরমেসন না-ও দিতে পারি। তার চাইতে এক কাজ কর—'

লীনা জানতে চাইল, 'কী ?'

'বস্তিতে গিয়ে তোমাকে থাকতে হবে না। দু-চারদিন তোমাকে আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্লাম দেখাব। তখন যদি মনে হয়—লিখো।'

লীনা একটু চিন্তা করে বলল, 'দ্যাট্‌স বেটার। কবে আমাকে বস্তি দেখাতে নিয়ে যাবে বল ?'

অশোক বলল, 'আমি নতুন জায়গায় এসেছি। ডিফারেণ্ট টাইপের লোকের সঙ্গে আলাপ-টালাপ করতে হচ্ছে। একটু সেটল্‌ড হয়ে নিই। তারপর নিয়ে যাব।'

'আচ্ছা। আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে রেগুলার কনট্যাক্ট রেখে যাব।'

'ঠিক আছে।'

আরো খানিকক্ষণ স্কেটিং রিঙ্কের গ্যালারিতে বসে লীনা অশোকের সঙ্গে এলোমেলো গল্প করল। তারপর বলল, 'চল, বাইরে যাই।' ক্লাব বিল্ডিং-এ

গিয়ে কয়েক মিনিট ভেপার বাথ নেওয়া যাক।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'ভেপার বাথটা কী ?'

লীনা বুঝিয়ে দিল। শরীরে বাড়তি চর্বি জমে যাতে ফিগার এবং শেপ নষ্ট না হয়ে যায় সে জন্য গরম বাষ্পের মধ্যে বসে থাকা দরকার। এই ক্লাবে তার চমৎকার ব্যবস্থা আছে।

কথা বলতে বলতে স্কেটিং রিঙ্ক থেকে ওরা বেরিয়ে এসেছিল। হঠাৎ অশোক বলে ফেলল, 'তোমার গায়ে সারপ্লাস চর্বি কোথায় ? স্লিমই তো আছ।'

'স্টেট্সে থাকতে ড্রিঙ্কটা ধরে ফেলেছিলাম। এখানে এসেও হ্যাবিট ছাড়তে পারছি না। হুইস্কি কিংবা বীয়ার-টীয়ার খেলে এক্সট্রা ফ্যাট জমে ফিগার খারাপ হয়ে যায়। প্রিকসান হিসেবে তাই রেগুলার ভেপার বাথটা নিতে হয়।'

অশোক ভাবছিল, শরীরকে আকর্ষণীয় রাখার জন্য কত ব্যবস্থাই না আছে।

লীনা এবার হেসে হেসে বলল, 'তোমাকে আজ বীয়ার ধরালাম। যদি চেহারাকে শার্প আর এ্যাট্রাক্টিভ রাখতে চাও, এখন থেকেই ভেপার বাথ নিতে শুরু কর।'

'তোমার এ্যাডভাইস মনে থাকবে।' অশোক হাসল।

ওরা লনের কাছাকাছি এসে পড়েছিল। কালকের মতো আজও সারাদিন নানারকম ব্যস্ততা এবং উত্তেজনার মধ্যে কেটে গেছে। দারুণ ক্লান্তি লাগছিল অশোকের। বলল, 'তুমি শরীরের চর্বি কমাতে যাও। আমি চললাম।'

লীনা অবাক হল, 'সে কি ! তোমার সঙ্গে ভাল করে গল্পই তো হল না। তুমি তো একটা ডেসপারেট চ্যালেঞ্জ নিয়ে লোয়ার ডেপ্‌থ থেকে উঠে এসেছ। কিভাবে সোসাল স্ট্রাকচার বদলাবে, তোমার ফিউচার প্রোগ্রাম কী—একটু বল না।'

'এখনও কিছু ঠিক করি নি। সবে তো তোমাদের এ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটিতে পা দিলাম। যদি কিছু করতে পারি, দেখতে পাবে। ও-কে ?'

'আবার কবে দেখা হচ্ছে ?'

'দ্যাট ডিপেণ্ডস অন ইউ।'

'তার মানে তুমি আমার সঙ্গে কনট্যাক্ট করবে না। ঠিক আছে, আমিই তোমাকে ফোন করে নেব।'

ওল্ড বালিগঞ্জের সেই বাড়িতে ফিরে এসে অশোক দেখল, গ্রাউণ্ড ফ্লোরের ড্রইং রুমে চন্দ্রকান্ত রাহেজা বসে আছেন। সে কিছুটা অবাকই হয়ে গেল। বলল, 'আপনি!'

চন্দ্রকান্ত উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'কী ব্যাপার বলুন তো?'

চন্দ্রকান্ত এবার যা বললেন তা এই রকম। অশোক দেশের একজন সেরা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হতে চলেছে। এখন তার জীবনের প্রচুর দাম। তার নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব চন্দ্রকান্তের ওপর দেওয়া হয়েছে। যদিও অশোক চন্দ্রকান্তকে বাড়ি যেতে বলে ক্লাবে চলে গিয়েছিল, তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। তাই এখানে এসে অপেক্ষা করছেন। অশোক ফিরে এসেছে, এবার তাঁর ছুটি।

অশোক চন্দ্রকান্তের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'ও, আচ্ছা—'

চন্দ্রকান্ত বললে, 'তা হলে স্যর, আমি আজ চলি। কাল ছ'টায় আসছি। তখন কালকের প্রোগ্রাম বলে দেব।'

চন্দ্রকান্ত চলে যাচ্ছিলেন, অশোক তাঁকে থামিয়ে বলল, 'এক কাজ করুন না—'

চন্দ্রকান্ত উৎসুক চোখে তাকালেন।

অশোক বলল, 'এতবড় একটা বাড়ি এখানে পড়ে রয়েছে। আপনি ফ্যামিলি নিয়ে এখানে থাকুন। যোধপুর পার্ক থেকে ছোটাছুটি করার কোন মানে হয় না।'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'ঠিক আছে স্যর; তাই হবে।'

'কালই এখানে শিফট্ করুন।'

চন্দ্রকান্ত চলে গেলেন।

রাত্রে ডিনারের পর ক্লান্ত শরীর বিছানার দেড় ফুট পুরু নরম গদিতে ছুঁড়ে দিতে দিতে রেখার কথা মনে পড়ল অশোকের। না, আজ তার সঙ্গে দেখা করার সময়ই পাওয়া গেল না। কাল যে ভাবেই হোক, রেখার কাছে যেতেই হবে।

পনেরো

পরের দিন ভোর হতে না হতেই বেড-টী এসে গেল, তারপর এলেন চন্দ্রকান্ত। বেডরুমের সামনে লাউঞ্জে বসে সূর্যোদয়, পাখি, সবুজ গাছপালা দেখতে দেখতে আজকের লাঞ্চ পর্যন্ত প্রোগ্রামটা নামতা পড়ার মতো বলে গেলেন। দেখা গেল প্রোগ্রাম এত ঠাসা যে তার মধ্যে থেকে পাঁচটা মিনিট সময়ও বার করা যাচ্ছে না। অশোক ভাবল, লাঞ্চের পর কোন এক সময় সে রেখার সঙ্গে দেখা করবে।

চন্দ্রকান্তর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই ম্যাসেজ করার সেই চীনা মেয়েটি অর্থাৎ চেন এসে গেল। কাজেই তার সঙ্গে বাথরুমে গিয়ে ঢুকতে হল।

ম্যাসেজ, স্নান এবং ব্রেকফাস্ট সেরে চন্দ্রকান্তর সঙ্গে অশোক যখন হেড অফিস বিল্ডিং-এ এসে পৌছুল তখন কাঁটায় কাঁটায় দশটা। লিফ্‌টে ওপরে উঠতে উঠতে তার মনে হতে লাগল, এতদিন জীবন ছিল ঢিলেঢালা, এলোমেলো, অগোছালো। ডিসিপ্লিন বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। এখানে এসে দু-দিনেই সে টের পেয়ে গেছে প্রতিটি মিনিট কত মূল্যবান। ডিসিপ্লিন ছাড়া এখানে একটি পা-ও ফেলা যায় না।

সিক্সটীন্থ ফ্লোরে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে আসতেই দেখা গেল সোমদেব তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসে আছেন। হেসে বললেন, 'গুড মর্নিং।'

'গুড মর্নিং—'

অশোক বসবার আগেই সোমদেব উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'পাওয়ার ট্রান্সফারের আগে আমার আরও কিছু ফর্মালিটি আছে। কাল চল্লিশটা কোম্পানির হেড অফিসের এমপ্লয়ীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। আজ আর যে ক'টা পারা যায়। চল—'

অশোককে নিয়ে সোমদেব কখনও এ ফ্লোরে কখনও ও ফ্লোরে এই করে আরও পনেরো ষোলটা কোম্পানির কর্মীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। এ সব করতে করতে লাঞ্চের সময় হয়ে গেল।

আজ লাঞ্চ ছিল একটা ফরেন কনসুলেটের ট্রেড মিশনের অফিসে। ওই দেশের কোলাবরেসনে সোমদেবরা একটা বিরাট মেশিন টুলের প্ল্যাণ্ট বসাচ্ছেন। সেখান থেকে সোমদেবের সঙ্গে অশোককেও লাঞ্চে ডাকা হয়েছে। অশোককে

ডাকার কথা নয়। হয়তো এ ব্যাপারে সোমদেবের অনুরোধ থাকতে পারে। তিনি সব জায়গায় অশোকের যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছেন। অবশ্য তাঁদের সঙ্গে দুই সেক্রেটারি চন্দ্রকান্ত আর প্রমথেশও নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

লাঞ্চ টেবলে কনসুলেট জেনারেল এবং ট্রেড মিশনের কর্তাদের সঙ্গে অশোকের আলাপ করিয়ে দিলেন সোমদেব। জানালেন, কয়েক দিনের মধ্যেই নব্বইটা কোম্পানির ডিরেক্টার বা চেয়ারম্যান করা হচ্ছে অশোককে।

কনসুলেট জেনারেল এবং ট্রেড আর মিশনের অফিসাররা বললেন, 'কনগ্রাচুলেসন্স।'

অশোক বলল, 'ধন্যবাদ।'

সোমদেব ট্রেড মিশনের অফিসারদের বললেন, 'এখন থেকে কোলাবরেসনের সব ব্যাপার ইনিই দেখবেন। ডাইরেক্ট যোগাযোগটা এঁর সঙ্গেই আপনাদের করতে হবে।'

অফিসাররা বললেন, 'অবশ্যই।'

সোমদেব এবার অশোকের গোটা ব্যাকগ্রাউণ্ডটা জানিয়ে বললেন, 'হী হ্যাজ কাম উইথ এ চ্যালেঞ্জ। আমার ধারণা ওর লিডারশিপে আমাদের কাণ্ট্রির ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাইমেট অন্যরকম হয়ে যাবে।'

কনসুলেট জেনারেল বললেন, 'আপনাদের দেশের পক্ষে এটা একটা নতুন ধরনের এক্সপেরিমেণ্ট হবে। উই শ্যাল ভেরি ইগারলি লুক ফরোয়ার্ড ফর ইট্স রিয়ালাইজেসান।' অশোকের দিকে ফিরে বললেন, 'উইশ ইউ বেস্ট অফ সাকসেস।'

অশোক বলল, 'ধন্যবাদ।'

কনসুলেট জেনারেল আবার বললেন, 'কিভাবে এই এক্সপেরিমেণ্ট করবেন, ঠিক করেছেন?'

অশোক বলল, 'না। আমি সবে এই ওয়ার্ল্ডে এসেছি। তবে—'

'তবে কী?'

'র‍্যাপিড ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন করা দরকার। নতুন নতুন প্ল্যাণ্ট বসাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদেরও সহযোগিতা দরকার। কোলাবরেসানে অনেক ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট তৈরি করতে পারলে প্রচুর লোকের এমপ্লয়মেণ্টের সুযোগ হবে।'

'আমাদের দিক থেকে যেটুকু করা সম্ভব নিশ্চয়ই করব।'

'অজস্র ধন্যবাদ।'

এই বিষয়েই নানারকম এলোমেলো কথার মধ্যে লাঞ্চ শেষ হল।

তারপর আবার অশোকরা ফিরে এল হেড অফিসে। পনেরো মিনিট বিশ্রামের পর সোমদেব তাকে নিয়ে আবার এ ফ্লোরে সে ফ্লোরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যে সব কোম্পানির এমপ্লয়ীদের সঙ্গে পরিচয় করানো বাকি ছিল, তাঁদের কাছে নিয়ে যেতে লাগলেন। অশোক একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে, বিভিন্ন কোম্পানির প্রায় সব এমপ্লয়ীকেই সোমদেব চেনেন ; এমন কি বেশির ভাগের নাম পর্যন্ত জানেন। চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে বোঝা যাচ্ছিল, সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে তিনি পার্সোনাল কনট্যাক্টটা রেখে থাকেন। অশোক ভাবল, এই যোগাযোগটা সে-ও রাখবে।

আরো একটা বিষয় লক্ষ্য করেছিল অশোক। বিভিন্ন কোম্পানির ডাইরেক্টরদের সঙ্গে আলাপ করাবার সময় তিনি তাঁদের কনফারেন্স হলে ডেকেছিলেন। কিন্তু সাধারণ কর্মচারীদের বেলা তিনি তাঁদের কাছে অশোককে নিয়ে গেছেন। ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের মতো প্রতিষ্ঠানের সর্বেসর্বা ব্যক্তিটির কাছে এসে কথা বলার প্রভাব অন্য রকম। তাতে ম্যানেজমেণ্ট এবং কর্মীদের মধ্যে সম্পর্কটা ভাল থাকে। সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারলে নানারকম টেনসান এবং উত্তেজনা কমে যায়। সোমদেব এই বিশাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ার যে গড়ে তুলতে পেরেছেন তার একটা বড় কারণ হল শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁর সহজ খোলামেলা সম্পর্ক।

আজ এ বেলা আরো বারোটা কোম্পানির কর্মীদের সঙ্গে আলাপ-টালাপ হল অশোকের। নানা অফিসে ঘুরতে ঘুরতে সাড়ে চারটে যখন বাজল সেই সময় সোমদেব তাকে নিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেম্বারে ফিরে এলেন। আজকের মতো আলাপ-পরিচয়ের পর্ব শেষ।

বেয়ারা কফি দিয়ে গিয়েছিল। খেতে খেতে সোমদেব জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ রাত্তিরে পারমিতা তোমাকে ডিনারে ডেকেছেন, মনে আছে তো ?'

অশোক জানালো, আছে।

'আটটায় আমাদের বাড়িতে আসতে পারলে ভাল হয়।'

'আটটাতেই যাব।'

একটু ভেবে সোমদেব বললেন, 'সাতটায় একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল একজিবিসন ওপেন করার কথা আছে আমার। ওয়েস্টার্ণ ইণ্ডিয়ার একটা বড় ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপ নানারকম প্রিসিসন টুল্‌স তৈরি করেছে। তাদেরই একজিবিসন। তুমিও আমার সঙ্গে চল না। দেশের নানা দিকে কি ধরনের কাজকর্ম হচ্ছে তার একটা

আইডিয়া হওয়া দরকার। তা ছাড়া অন্য প্রভিন্সের ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়াও দরকার।'

রেখার কথা মনে পড়ছিল অশোকের। আজ সে ঠিকই করে রেখেছে, কোন একসময় তার সঙ্গে দেখা করবে। অশোক বলল, 'একজিবিসনে যাব। তবে—'

'বল।'

অশোক রেখার কথা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল।

সোমদেব তাঁর সেক্রেটারি প্রমথেশের দিকে তাকালেন, 'এখন থেকে সাতটা পর্যন্ত আর কোন প্রোগ্রাম আছে ?'

প্রমথেশ ডায়েরি দেখে শোনালেন, আপাতত অর্থাৎ সাতটার আগে পর্যন্ত ক্লাবে যাওয়া ছাড়া সোমদেবের আজ আর কোন কর্মসূচী নেই।

সোমদেব একটু মজা করে বললেন, 'আজ তোমার এত করুণা ; দেড়টি ঘণ্টা আমাকে ফ্রি করে রেখেছ! লাস্ট ফাইভ ইয়ার্সে একসঙ্গে দেড় ঘণ্টা সময় তুমি আমাকে ফাঁকা থাকতে দাও নি। শুধু প্রোগ্রাম আর প্রোগ্রাম। এনিওয়ে, ক্লাবেই যাওয়া যাক। সেখান থেকে একজিবিসন সেরে বাড়ি।' অশোকের দিকে ফিরে বললেন, 'দেড় ঘণ্টা তুমি আর কোথায় ঘুরবে। আমার সঙ্গে ক্লাবে চল।'

অশোক একবার বলতে যাচ্ছিল সোমদেব যেন তাকে ক্ষমা করেন, এখন সে ক্লাবে যেতে পারবে না, যাবে তার পুরনো ব্যারাকবাড়িতে। কিন্তু কথাটা বলা হল না। তার আগেই অপারেটর সোমদেবকে একটা লাইন দিল। কার সঙ্গে কে জানে, খানিকক্ষণ কথা বলে ফোন নামিয়ে রাখতে রাখতে সোমদেব বললেন, 'এর মধ্যেই তুমি খুব ফেমাস হয়ে গেছ, দেখছি।'

সোমদেব কী বলতে চান ঠিক বুঝতে না পেরে অশোক বলল, 'কি রকম ?'

'একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে।'

'কে ?'

'একটু ওয়েট কর।'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। পনেরো মিনিট পর আবার ফোন এল।

এবার ফোন ধরলেন প্রমথেশ। দু-একবার হুঁ-হাঁ করে ক্রেডেলে নামিয়ে সোমদেবকে বললেন, 'স্যর, মিস্টার দত্তরা প্রেস রুমে বসে আছেন।'

সোমদেব উঠে দাঁড়ালেন। অশোককে বললেন, 'চল। যে তোমার সঙ্গে মীট করতে চায় সে এসে গেছে।'

একটু পর ওরা ইলেভেন্থ ফ্লোরে চলে এল। সেখানে বেশ বড় একটা

ঘরের দরজার ওপর নিওন সাইনে লেখা আছে 'প্রেস রুম'। এটা আগে অশোক দ্যাখে নি।

ভেতরে ঢুকতেই দেখা গেল, আধখানা বৃত্তের আকারে বড় টেবলের পিছন দিকে অনেকগুলো চেয়ার। আর সামনের দিকে টেবলটাকে ঘিরে গ্যালারির মতো সীট পর পর ওপরে উঠে গেছে। সীটের গায়ে বিভিন্ন খবরের কাগজের নাম লেখা আছে।

অশোক বুঝতে পারল, এখানে প্রায়ই প্রেস কনফারেন্স হয়। নানা পত্র-পত্রিকার করেসপনডেন্ট আর প্রেস ফোটোগ্রাফারদের জন্য এখানে জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে।

অশোক লক্ষ্য করল—দুই ভদ্রলোক, নিশ্চয়ই খবরের কাগজের রিপোর্টার-টিপোর্টার, গ্যালারির একেবারে সামনের দিকের সীটে বসে আছেন। একজনের কাঁধে ক্যামেরা দেখে সনাক্ত করা যায়, প্রেস ফোটোগ্রাফার।

সোমদেবদের দেখে খবরের কাগজের লোক দুটি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই ফাঁকে অশোক চট করে দেখে নিল, তাঁদের সীটে একটা বিখ্যাত ইকনমিক ডেইলির নাম লেখা রয়েছে।

ওঁদের একজন মধ্যবয়সী। গোলগাল চেহারা, খাড়া নাক, তীক্ষ্ণ চতুর চোখ, চওড়া কপাল, মাথার মাঝখানে চকচকে টাক। সারা গায়ে, থুতনি এবং চোখের তলায় চর্বির থাক। দেখেই টের পাওয়া যায় এ সব অতিরিক্ত মদ্যপানের ফল। আরো একটা ব্যাপার মুহূর্তেই টের পাওয়া যায়। সেটা হল লোকটি একজন ঝানু জার্নালিস্ট। তাঁর সঙ্গীটির বয়স অনেক কম। পাতলা ছিপছিপে চেহারা, কাটা-কাটা মুখ, গায়ের রঙ না-ফর্সা, না-কালো।

ওঁদের বসতে বলে অশোককে নিয়ে আধখানা বৃত্তের মতো সেই টেবলটার পেছনে গিয়ে বসলেন সোমদেব। প্রমথেশ আর চন্দ্রকান্ত অবশ্য বসলেন না; তাঁরা অশোকদের পেছনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সোমদেব সেই টাক-মাথা ঝানু সাংবাদিকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তারপর রঘুবীর, ঠিক গন্ধটি পেয়ে গেছ।' বলে অল্প হাসলেন।

সাংবাদিকটির চোখ ছিল অশোকের দিকেই। বললেন, 'স্যর, আমাদের, আই মীন জার্নালিস্টদের শরীরে দুটো মোটে ইন্দ্রিয় আছে, কান আর নাক। হাওয়ায় হাওয়ায় আমরা গন্ধ পেয়ে যাই। নইলে হাওয়া এসে কানে কানে ঠিক খবরটি দিয়ে যায়।' বলেই অশোককে দেখিয়ে আবার শুরু করলেন, 'ইনিই নিশ্চয় অশোক ব্যানার্জি?'

সোমদেব ঘাড়টা ঈষৎ হেলিয়ে দিলেন, 'ইয়েস। নামটাও জেনে ফেলেছ?'

'রাইট স্যর।'

'তোমার সুপারন্যাচারাল ক্ষমতা আছে। এনিওয়ে, এখন আমাকে কী করতে হবে বল—'

'আগে মিস্টার ব্যানার্জির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন।'

'ও, ইয়েস—'

সোমদেব পরিচয় করিয়ে দিলেন। টাক-মাথা ঝানু সাংবাদিকটির নাম রঘুবীর দত্ত। আর তাঁর ফোটোগ্রাফারের নাম আনন্দ সান্যাল। তাঁরা কোন্ কাগজের রিপ্রেজেন্টেটিভ, সেটাও বলে দিলেন সোমদেব। অবশ্য সেটা আগেই জেনে ফেলেছে অশোক।

আলাপ-টালাপের পর সোমদেব জিজ্ঞেস করলেন, 'অশোকের কথা তুমি কার কাছে শুনলে?'

'স্কুপ করলাম।' রঘুবীর হাসলেন।

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু খবরের সোর্সটা কী?'

'সোর্স বলাটা কি ঠিক হবে? ওটা স্যর আমাদের প্রফেসানের সিক্রেট।'

'না বললে অবশ্য জোর করব না। তবে আমার একটু কিউরিওসিটি হচ্ছে, তাই জিজ্ঞেস করছি।'

কিছুক্ষণ দ্বিধা করে রঘুবীর বললেন, 'কাল রাত্তিরে এক জায়গায় স্যর হরিকিষেণ দেশাইর মেয়ে লীনা দেশাইর সঙ্গে দেখা হয়েছিল; তার কাছে শুনলাম। আমাকে ডেকে মিস দেশাই বললে, এ ভেরি বিগ নিউজ এ্যাওয়েট্স ইউ। আমেরিকা থেকে ফেরার পর আমি ওর একটা ভাল কভারেজ দিয়েছিলাম। সে কথাটা ও ভোলে নি। মিস্টার ব্যানার্জির কথা জানিয়ে আমাকে বললে, 'ইমিডিয়েটলি কনট্যাক্ট করুন। অশোক ব্যানার্জি ইজ গোয়িং টু ব্রিং এ্যাবাউট এ রেভলিউসান ইন দা ওয়ার্ল্ড অফ কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি। অন্য কাগজ ওঁর নিউজ বার করার আগে যদি কিছু করতে পারেন দেখুন। আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন। তাই একটা বড় খবরের ক্লু দিয়ে দিলাম।' বলে একটু হাসলেন রঘুবীর। তারপর অশোকের দিকে ফিরে আবার বললেন, 'ইউ আর গোয়িং টু ব্রেক হেডলাইন্স অফ ডেইলি পেপারস। কিন্তু আমি একটু ফেভার চাই। চ্যাটার্জিসাহেব চিরকাল আমাকে স্নেহ করে আসছেন, সব ব্যাপারেই ফেভার করছেন। কোন বড় নিউজ থাকলে উনি আমাকে ডেকে পাঠান। আমরা সেই খবরটা আগে ছাপার প্রিভিলেজ পাই। আশা

করি আপনার কাছে সেই ফেভার সেই প্রিভিলেজটুকু পাব। আমার পেপারের দিক থেকে বলতে পারি, বেস্ট সারভিস আর কো-অপারেশন আপনাকে দেব।' একদমে কথাগুলো বলে থামলেন রঘুবীর।

সোমদেব অশোককে বললেন, 'রঘুবীর আমাদের হাউসের সত্যিকারের বন্ধু। ওর সাহায্য অনেক সময় তোমার দরকার হবে।'

অশোক এক পলক সোমদেবকে দেখে রঘুবীরের দিকে চোখ ফেরাল, 'আমার কাছে কী ফেভার চান বলুন—'

'আপাতত আপনার একটা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ। পরে স্ট্রাইকিং কোন খবর থাকলে আমি যেন আগে জানতে পারি।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ কিসের জন্যে?'

রঘুবীর বললেন, 'লীনার কাছে শুনেছি আপনি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডে একটা বিপ্লব আনতে যাচ্ছেন। তার ফলে নাকি দেশের সোসাল প্যাটার্ন টোটালি বদলে যাবে। কি ভাবে আপনি এতদিনের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্র্যাডিসান বদলে দেবেন, কি ভাবে সোসাল প্যাটার্নে চেঞ্জ আনবেন সেটাই জানতে চাইছি।'

অশোক একটু ভেবে সেই পুরনো উত্তরটা দিল, 'আমি এখনও এ ব্যাপারে কিছুই ভাবি নি। এই তো সবে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডে এলাম। এখনও আমার হাতে লিগ্যাল কোন ক্ষমতাই আসে নি। একটা ট্রানজিসানের অবস্থায় আছি। পাওয়ার আগে হাতে আসুক। তারপর সব দেখেশুনে কিছু অভিজ্ঞতা হোক। কি ভাবে একজিস্টিং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্যাটার্ন চেঞ্জ করা যায় তখন প্ল্যান করব। এখন কিছু বলতে পারব না।'

কথাটা যেন বিশ্বাস করলেন না রঘুবীর। বললেন, 'সত্যি কোন রকম প্ল্যান করেন নি?'

'না। হঠাৎই এখানে চলে এসেছি। মিস্টার চ্যাটার্জিকে আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন—'

সোমদেব অশোকের কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'ও ঠিকই বলেছে। ইট্স টু আর্লি টু গিভ এনি ইন্টারভিউ ফর অশোক। আমার মতে ওসব পরে হবে।'

রঘুবীর বললেন, 'স্যর, আমার দিকটা একটু কনসিডার করুন। একটা সেনসেসানাল নিউজ দিতে পারলে অথরিটি আর রীডারের কাছে আমার পজিসনটা ভাল হয়।'

সোমদেব বললেন, 'আর ক'টা দিন ওয়েট কর না—'

রঘুবীর একটু চিন্তা করে বললেন, 'তা হলে স্যর আমাকে একটা কথা দিতে হবে। এটা আমার বিশেষ অনুরোধ।'

'কী কথা ?'

'আমার আগে আর কেউ মিস্টার ব্যানার্জির ইন্টারভিউ ছাপতে পারবে না। ফাস্ট' প্রায়রিটি আমার।'

'ঠিক আছে। তুমি আগে এসেছ, তোমাকেই অশোক ফাস্ট' ইন্টারভিউ দেবে। অশোকের তরফ থেকে তোমাকে এটুকু অ্যাসুওরেন্স আমি দিলাম।'

'ধন্যবাদ স্যর। এখন যদি আপনারা অনুমতি দ্যান, ক'টা ফোটো নেব।'

'নট নাউ। যখন ফোটো তোলার সময় হবে তখন বলব। যত পারো ছেপো।'

আরো কিছুক্ষণ গল্প-টল্প করে কফি খেয়ে রঘুবীররা যখন উঠলেন তখন প্রায় আটটা বাজে। অশোক ভাবল, আজও রেখার কাছে যাওয়া সম্ভব হল না। কেননা আটটায় সোমদেবের বাড়িতে ডিনারের নেমন্তন্ন আছে।

সোমদেব ঘড়ি দেখে বললেন, 'এখন আর ক্লাবে যাব না। পারমিতা আমাদের জন্যে ওয়েট করছেন। চল, সোজা বাড়ি চলে যাই।'

রাত্তিরে খাওয়ার টেবলে বসে পারমিতা অশোককে বললেন, 'আসছে রবিবার আমাকে একটু সময় দিতে হবে।'

অশোক জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

পারমিতা বললেন, 'বস্তিতে হেল্থ ক্লিনিক, স্কুল, এসব আমরা খুলেছি। আপনি কাইগুলি আমার সঙ্গে গিয়ে ওগুলো একটু দেখবেন। আমরা স্লাম এরিয়ায় রিয়েলি কোন সোসাল সারভিস দিতে পারছি কিনা, আপনি ভাল বলতে পারবেন। এ ব্যাপারে আপনার যদি কোন সাজেসান থাকে আমরা সেই ভাবে নতুন করে ভাবব।'

দেশের একজন সেরা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের স্ত্রী হয়ে পভার্টি লাইনের নিচেকার গরীব বস্তিবাসীদের কথা পারমিতা ভাবেন, তাদের জন্য নোংরা বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে কিছু কাজও করেন, এটা খুব সামান্য ব্যাপার নয়। ভদ্রমহিলার সম্পর্কে অশোকের শ্রদ্ধাই হচ্ছিল। সে বেশ আগ্রহের সঙ্গেই বলল, 'যাব, আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই যাব।'

ষোল

নব্বুইটা কোম্পানির সবগুলো হেড অফিসের কর্মীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হতে আরো দু'দিন লেগে গেল।

পাঁচ দিন হল অশোক শহরতলীর সেই ব্যারাকবাড়ি ছেড়ে ওল্ড বালিগঞ্জে চলে এসেছে। এর মধ্যে একটা মিনিট সময়ও সে বার করতে পারে নি যখন সে তার পুরনো ঠিকানায় গিয়ে চব্বিশ বছরের পরিচিত মানুষগুলোর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারে।

হেড অফিস কর্মীদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর ঠিক হয়েছে আজ থেকে সে নানা ফ্যাক্টরিতে ঘুরে ঘুরে শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ করবে।

ম্যাসাজ, স্নান, ব্রেকফাস্টের পর চন্দ্রকান্তর সঙ্গে দামী লিমুজিনে করে বেরিয়ে পড়ল অশোক।

আজ আর তারা হেড অফিসে গেল না; কলকাতা থেকে দশ মাইল দূরে একটা বিরাট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সে সোজা চলে এল।

আগে থেকেই খুব সম্ভব খবর দিয়ে রাখা হয়েছিল। কয়েক হাজার শ্রমিক ভেতরের একটা বড় মাঠে অশোকের জন্য অপেক্ষা করছে।

গাড়ি থেকে নেমে চন্দ্রকান্ত অশোককে নিয়ে মাঠে চলে এলেন। সেখানে সুন্দর করে একটা মঞ্চ সাজানো হয়েছে। মাইকের ব্যবস্থা রয়েছে।

চন্দ্রকান্ত অশোকের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'এবার থেকে ইনিই হচ্ছেন আপনাদের সব কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ইনি আপনাদের সব রকম সহযোগিতা চান।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এরপর হাততালি, মালা, অভিনন্দন, এ সবের মধ্যে অশোককেও কিছু বলতে হল। তারপর সে যখন মঞ্চ থেকে নেমে আসছে তখন হঠাৎ দেখতে পেল শ্রমিকদের মধ্যে হরনাথ দাঁড়িয়ে আছে। দৌড়ে সে তার কাছে চলে গেল। বলল, 'কাকা, তুমি এখানে!'

হরনাথ বলল, 'আমি তো এই ফ্যাক্টরিতে কাজ করি। কিন্তু—তুই মানে তুমি এখানকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর—' এই পর্যন্ত বলে থেমে গেল হরনাথ।

অশোক হরনাথের মনোভাব বুঝতে পারছিল। বলল, 'কাকা, ম্যানেজিং ডিরেক্টর-ফিরেক্টর কিছু না। আমি যা ছিলাম তাই আছি। কী জন্যে আমাকে এখানে আসতে হয়েছে, তুমি তো জানো। এখন বল, কাকিমা কেমন আছে?'

হরনাথ অস্বস্তি বোধ করছিল। বলল, 'ওই একরকম—'

'নান্টু, ঝিন্টু আর সোনা?'

'ভালই আছে।'

'পড়াশোনা করছে ঠিকমত?'

'কোথায়—'

'রেখারা কেমন আছে?'

'ভালই।'

'সবাইকে বোলো, আমি দু-চারদিনের মধ্যে তাদের সঙ্গে দেখা করব।'

হরনাথ অশোককে এভাবে এখানে দেখবে, ভাবে নি। দেখলেও সে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। কেমন করে যেন হতভম্বের মতো তাকিয়ে থেকে বলল, 'আচ্ছা--'

ওখান থেকে বেরিয়ে সেই সন্ধ্যে পর্যন্ত একটানা নানা ফ্যাক্টরিতে ঘুরে বেড়াল অশোক। যেখানেই সে গেছে সেখানেই মালা, হাততালি, অভিনন্দন, বক্তৃতা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সন্ধ্যের পর ক্লান্ত অশোক ওল্ড বালিগঞ্জে ফিরে এল।

বাড়ির ভেতরে ঢুকতে যাবে, লিমুজিনের হেডলাইটের আলোয় হঠাৎ চোখে পড়ল গেটের কাছে রেখা দাঁড়িয়ে আছে। অশোক ব্যাক-সীটে গা এলিয়ে পড়ে ছিল। তার স্নায়ুর ভেতর দিয়ে খানিকটা বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। আচমকা টান টান হয়ে বসে সে চিৎকার করে উঠল, 'রুখো, রুখো—'

শোফার ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে দিল।

অশোক ঝট করে দরজা খুলে নেমে দৌড়ে রেখার কাছে গিয়ে বলল, 'তুমি!'

রেখা কিছু বলতে যাচ্ছিল, পারল না। তার ঠোঁটদুটো কেঁপে গেল। চোখদুটো চিক চিক করছে।

অশোক আবার জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ?'

'এক ঘণ্টার মতো—' আবছা গলায় রেখা বলল।

'রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছ কেন? ভেতরে যেতে পারো নি?'

'তোমার দারোয়ানরা ভেতরে যেতে দিচ্ছিল না।'

'এসো—'

ভেতরে যেতে গিয়ে অশোক দেখল, চন্দ্রকান্তও গাড়ি থেকে নেমে পড়েছেন। রেখার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'ইনি আমার আত্মীয়া। ক'দিন বাড়ি যেতে পারি নি বলে আমার খোঁজে এসেছেন। আপনাকে আর কষ্ট করে এখানে থাকার দরকার নেই। আপনি চলে যান। কাল সকালে দেখা হবে। গুড নাইট।'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'গুড নাইট স্যর—।' আজই সকালে ফ্যামিলি নিয়ে তিনি এ বাড়ির একতলায় চলে এসেছেন। চন্দ্রকান্ত তাঁর কোয়ার্টারে চলে গেলেন।

রেখাকে নিয়ে হেঁটেই ভেতরে এলো অশোক। গেটের দারোয়ানরা অশোককে দেখে লম্বা স্যালুট ঠুকল। অশোক রেখাকে দেখিয়ে বলল, 'এই মেমসাব যখনই আসবেন আমার ঘরে নিয়ে বসাবে।'

দারোয়ানরা গলা মিলিয়ে জানালো, 'জী সাব—'

লন আর গার্ডেনের মাঝখানে পামের সারির ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে যেতে যেতে অশোক জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখানকার ঠিকানা পেলে কোথায়?'

অবাক বিস্ময়ে চারদিক দেখছিল রেখা। দেখতে দেখতে বলল, 'অনেক কষ্টে পেয়েছি। প্রথমে সোমদেব চ্যাটার্জির হেড অফিসের ঠিকানা বার করেছি। সেখান থেকে এ বাড়ির ঠিকানা। কিছুতেই দিতে চায় না। তারপর হাজার গণ্ডা জেরার পর দিল—'

ওরা বাড়ির ভেতর এসে পড়েছিল। লিফ্‌টে করে ওপরে উঠতে উঠতে রেখা বলল, 'এই গোটা বাড়িটা তোমার?'

'আমার না। আমাকে থাকার জন্যে দেওয়া হয়েছে।'

রেখা আর কিছু বলল না।

ওরা লিফ্‌ট থেকে নেমে কার্পেট-বিছানো করিডোর ধরে যেতে লাগল। একসময় অশোকের ঘরেও এসে গেল। রেখাকে একটা সোফায় বসিয়ে অশোক বলল, 'কী খাবে বল?'

এর মধ্যে চার-পাঁচটা বেয়ারা দৌড়ে এসেছিল। একজন অশোকের কোট, আরেক জন জুতো-টুতো খুলে দিতে লাগল।

রেখা বলল, 'কী আর খাব! এক কাপ চা—'

'চা আবার একটা খাদ্য নাকি!' একটা বেয়ারাকে খাবার আনতে বলে অশোক বাথরুমে চলে গেল। একটু পর ধবধবে পাজামা আর পাতলা হাউস-কোট পরে ফিরে এসে দেখল বেয়ারা প্রচুর খাবার নিয়ে এসেছে।

অশোক সামান্য কিছু খেল। তবে রেখাকে জোরজার করে অনেক খাওয়াল।

খেতে খেতে রেখা বলছিল, 'তুমি আমাদের ভুলে গেছ।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কি করে বুঝলে ?'

'পাঁচ দিন এখানে এসেছ। এর মধ্যে একবারও বাড়ি যাও নি, আমাদের কারো খোঁজ নাও নি।' রেখার গলা গাঢ় হয়ে আসতে লাগল, 'অবশ্য এটাই স্বাভাবিক।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কি রকম ?'

'এত বড় বাড়ি, এত আরাম—এ সব ছেড়ে কে আর নোংরা দমবন্ধ বস্তিতে যেতে চায় বল।'

অশোক বলল, 'তোমার তাই মনে হয়েছে বুঝি ?'

'মনে হওয়াটা কি অন্যায়! তুমি এই পাঁচদিনে অনেক বদলে গেছ, আরো বদলে যাবে।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর অশোক বলল, 'একটুও বদলাই নি রেখা। তুমি জানো একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমি এখানে এসেছি। এই যে বিরাট বাড়ি দেখছ, কমফোর্ট দেখছ, আমি চাই সবাই এ রকম বাড়ি আর কমফোর্টের ভাগ পাক। তোমাদের কারো কথা আমি ভুলি নি। আমি তোমাদেরই আছি, তোমাদেরই থাকব। শুধু ক'টা দিন আমাকে সময় দাও।'

সতেরো

কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। রেখা একসময় উঠে পড়ল। বলল, 'এবার আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। এরপর আর ট্রাম-বাস পাব না।'

অশোক বলল, 'এক কাজ করো না, আজকের রাতটা এখানে থেকে যাও। তুমি থাকলে ফিউচারের প্ল্যান নিয়ে ডিসকাস করতাম।'

রেখা বলল, 'রাত্তিরে থাকা সম্ভব না।'

'কেন ?'

'আমি লোয়ার মিড্‌ল ক্লাস ফ্যামিলির একটা মেয়ে। বাইরে রাত কাটিয়ে পরের দিন বাড়ি ফিরলে লোকে কী বলবে, সেটাও ভাবছি না। তবে—'

অশোক সামনের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, 'তবে কী ?'

'আগে তুমি কিছু বললে চোখ বুজে আমি তা করতে পারতাম। কিন্তু আজ এখানে রাত কাটাবার মতো জোর নিজের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না।'

'কারণটা কী?'

'তোমার আর আমার ক্লাস খুব তাড়াতাড়ি আলাদা হয়ে যাচ্ছে।'

অশোক তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'রেখা!'

রেখা শুনতেই পেল না। বলে যেতে লাগল, 'আজ যদি এখানে থেকে যাই, মনে হবে তুমি হঠাৎ দেশের একজন টপমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আর কোটিপতি হয়েছ বলেই থেকে গেলাম। সেটা ভীষণ লজ্জার ব্যাপার।'

'তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না?'

'এখনও করি। তবে কতদিন এই বিশ্বাস থাকবে, জানি না।'

অশোক উঠে দাঁড়িয়ে রেখার কাঁধে একটা হাত রাখল, 'তুমি ধরেই নিয়েছ, আমি এই সুখ, কমফোর্ট আর ওয়েল্‌থের মাঝখানে এসে বদলে যাব। কিন্তু তোমাকে তো বলেছিই কী মিশন নিয়ে আমি এখানে এসেছি।'

'তা বলেছ।'

'তবু আমার সম্পর্কে তোমার ভয় বা সন্দেহ যাচ্ছে না?'

'এক্ষুনি কী করে বলি। তুমি যেমন সোসাল স্ট্রাকচার বদলাবার জন্যে খানিকটা সময় চেয়েছ, তোমার এ্যাক্‌টিভিটি দেখার জন্যেও আমার সময় দরকার। তারপর বলতে পারব, সত্যিই কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এখানে এসেছিলে কিনা। বলতে পারব যে অশোক ব্যানার্জি টালিগঞ্জের বস্তিতে থেকে ডি-ক্লাসড সোসাইটির কথা বলত, এ্যাফ্লুয়েণ্ট ক্লাসের লোকেদের ঘেন্না করত সে ঠিক তেমনই আছে কিনা। দাঁড়কাক নিজের ল্যাজ খসিয়ে ময়ূরের পালক গুঁজে পেখম মেলে বসবে কিনা, সেটাও তো দেখতে হবে।'

ক্লান্ত গলায় অশোক বলল, 'তাই দেখো। মিস্টার চ্যাটার্জির কাছে আমার একটা চ্যালেঞ্জ আছে। তোমার কাছেও একটা চ্যালেঞ্জ রইল।'

রেখা এ কথার উত্তর দিল না। শুধু বলল, 'আমি এবার যাই।'

'চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'পৌঁছুতে হবে না। আমি নিজেই চলে যেতে পারব।'

'তা হয় না; এত রাতে তোমাকে একা ছাড়তে পারব না।'

কয়েক মিনিট পর ওরা লিফ্‌টে করে নিচে নেমে এলো।

একতলায় একধারে চন্দ্রকান্ত রাহেজার কোয়ার্টার। তাঁর চাকরির একটি শর্ত হল, অশোক যেখানে থাকবে সর্বক্ষণ তার কাছাকাছি তাঁকেও থাকতে হবে।

দেখা গেল, চন্দ্রকান্ত তাঁর কোয়ার্টারের ভেতরে যান নি, নিচের বিশাল হলে বসে আছেন। ঘন্টা কয়েক আগে এ বাড়ির গেটের সামনে রেখাকে দেখেছিলেন তিনি। তাঁর মনে হয়েছিল, অশোকের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে রেখা হয়তো চলে যাবে। তখন তাঁকে দরকার হতে পারে। তাই চুপচাপ অপেক্ষা করেছেন। আর খানিকক্ষণ দেখে তিনি অশোককে ফোন করতেন। যদি তাঁকে প্রয়োজন না হত, কোয়ার্টারের ভেতর চলে যেতেন।

অশোকদের দেখে উঠে এলেন চন্দ্রকান্ত। বললেন, 'কিছু দরকার আছে স্যর?'

অশোক অবাক হয়ে বলল, 'এ কি, আপনি তখন থেকে এখানেই বসে আছেন?'

চন্দ্রকান্ত হাসলেন, বললেন, 'ভাবলাম যদি কোন কাজ থাকে।'

অশোক রেখাকে দেখিয়ে এবার বলল, 'যাক, ভালই হয়েছে। এঁকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে, একটা গাড়ি চাই—'

'এক মিনিট স্যর—'

চন্দ্রকান্ত ছোটাছুটি করে একটা শোফারকে ডেকে গাড়ি বার করালেন। তারপর ফিরে এসে অশোকদের বললেন, 'আসুন স্যর—'

অশোক আর রেখা ব্যাক সীটে উঠে বসার পর চন্দ্রকান্ত দরজা খুলে ফ্রন্ট সীটে শোফারের পাশে বসলেন।

অশোক কিছুটা বিব্রত বোধ করল। চন্দ্রকান্ত সেই ভোর থেকে সারাটা দিন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আছেন। এই রাত্রিবেলা তাঁকে কষ্ট দেওয়াটা কোন কাজের কথা নয়। সে বলল, 'এত রাত্তিরে আপনাকে আর যেতে হবে না। আপনি খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ুন গিয়ে।'

চন্দ্রকান্ত খুবই বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, 'তা হয় না স্যর। আপনার কাছে আমার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের ডিউটি। তা ছাড়া আপনি দেশের একজন ফোরমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। আপনার লাইফের সিকিউরিটির একটা ব্যাপার আছে। আমাকে নেমে যেতে বলবেন না।'

অশোক একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ঠিক আছে।'

ওল্ড বালিগঞ্জ থেকে টালিগঞ্জ আর কতটুকু রাস্তা। রাত্রিবেলা কোথাও ট্রাফিক জ্যাম নেই, ভিড় নেই। দশ মিনিটের মধ্যে অশোক রেখাকে নিয়ে তার পুরনো ঠিকানা সেই ব্যারাকবাড়িটার সামনে চলে এল।

রাস্তায় অশোক বা রেখা একটা কথাও বলে নি। দরজা খুলে নামতে

নামতে রেখা বলল, 'তুমি আসবে না ?'

অশোক বলল, 'এত রাত হয়ে গেছে, সবাই হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন আবার ডাকাডাকি করে তুলব ?'

'আবার কবে আসবে, তার কি কিছু ঠিক আছে। সোসাল স্ট্রাকচার বদলাতে গিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়বে যে সময়ই পাবে না। এত কাছে যখন এসেই পড়েছ, একবার দেখা করে যাও। দেশের টপমোস্ট শিল্পপতি ঘুম ভাঙিয়ে কারো সঙ্গে যদি কথা বলে সে হাতে আকাশের চাঁদ পেয়ে যাবে।'

অশোক বলল, 'আজ প্রথম থেকেই তোমার ফাইটের মেজাজ। প্রত্যেকটা কথার সঙ্গে একটা করে বুলেট ছাড়ছ। ঠিক আছে, চল দেখা করেই যাই।'

দামী লিমুজিন থেকে নামতে নামতে অশোক দেখতে পেল ললিতের চায়ের দোকানটা এখনও বন্ধ হয় নি। গ্যাসের আলো ঘিরে চিরস্থায়ী সেই ভিড়টা ভন ভন করছে। বেকার যুবকদের রেঁদেভু !

ছেলেগুলো অশোককে দেখতে পেয়েছিল। তারা ওখান থেকেই চেঁচাল, 'অশোকদা—' তারপর চেঁচাতে চেঁচাতেই উঠে দাঁড়াল।

অশোক হাত নাড়তে নাড়তে তাদের বলল, 'একটু ওয়েট কর; আমি কাকা-কাকীমাদের সঙ্গে দেখা করে আসছি।'

রেখার সঙ্গে ব্যারাকবাড়ির ভেতর এসে অশোক দেখল, নাণ্টু ঝিণ্টু সোনা আর হরনাথের খাওয়া হয়ে গেছে। নাণ্টুরা পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। হরনাথ তার শোবার ঘরের বিছানায় বসে আয়েস করে বিড়ি ফুঁকছে। আর কলাই-করা থালায় আটার রুটি আর পাঁচমেশালি আনাজের তরকারি এবং হাতল-ভাঙা কাপে খানিকটা কাল্‌চে ডাল নিয়ে খেতে বসেছে মালতী।

সটান ঘরের ভেতর ঢুকে মালতীর গা ঘেঁষে বসে পড়ল অশোক।

মালতী এবং হরনাথ দুজনেই হকচকিয়ে গিয়েছিল। প্রায় একসঙ্গেই ওরা বলে ওঠে, 'এত রাত্তিরে কোত্থেকে এলি !'

অশোক বলল, 'ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে। আগে খেয়ে নিই, তারপর বলছি।' বলতে বলতেই মালতীর থালা থেকে রুটি ছিঁড়ে তরকারি দিয়ে মুখে পুরল।

মালতী ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়ল, 'এ কী খাচ্ছিস তুই, অ্যাঁ ?'

অশোক তার মনোভাবটা বুঝতে পারছিল। রুটি চিবুতে চিবুতে বলল, 'এতকাল তোমার হাতে এসব খেয়েই তো বড় হলাম। হঠাৎ কী এমন

হল যে রুটি-ফুটি খেতে পারব না!' একটু থেমে চোখ কুঁচকে কিছু ভেবে বলল, 'পাঁচ দিন আগে এখান থেকে যাবার সময় আমি যা ছিলাম, এখনও ঠিক তাই আছি। এক সেন্টিমিটারও বদলাই নি।' নিজের দামী পোশাকগুলো দেখিয়ে আবার বলল, 'এগুলো না পরলে নাকি টপমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হওয়া যায় না। এই খোলস ছাড়িয়ে টোকা মেরে দেখ, আমি আগের মতোই আছি।' কথা বলতে বলতে খেয়ে যাচ্ছিল অশোক।

মালতী এবার বলল, 'হঠাৎ কোত্থেকে এলি, বললি না তো?'

অশোক বলল, 'রেখা আমার কাছে গিয়েছিল। ওকে পৌঁছে দিতে এসেছিলাম।'

রেখা অশোকের সঙ্গে হরনাথদের ঘরের সামনে চলে এসেছিল। তবে সে ভেতরে ঢোকে নি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ একদৃষ্টে অশোকের দিকে তাকিয়ে ছিল। এবার সে বলল, 'জানো মালতীকাকী, আমাকে নামিয়ে দিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা না করে বাইরে থেকেই চলে যাচ্ছিল। আমি জোর করে ভেতরে নিয়ে এসেছি।'

মালতী বিমূঢ়ের মতো অশোকের দিকে তাকাল। বলল, 'তাই নাকি রে?'

অশোক বলল, 'আমি ভেবেছিলাম, তোমরা শুয়ে পড়েছ, তাই—'

'তাই বলে তুই ঘরের দরজা পর্যন্ত এসে চলে যাচ্ছিলি! জানিস, পাঁচ দিন হল চলে গেছিস। আমাদের কী খারাপ যে লাগছে। তুই বলে গিয়েছিলি রোজ আসবি। রোজ আমরা তোর আশায় আশায় বসে থাকি। এমন করে কাকা-কাকী ভাই-বোনদের কেউ ভুলে থাকে!'

'ভুলি নি কাকী, বিশ্বাস কর। আসতেও চাই কিন্তু কী করে আসব! ভোর থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত ওরা আমাকে ভাল করে নিশ্বাস ফেলার সময়টুকুও দেয় না।'

এদিকে অশোকের গলার আওয়াজে পাশের ঘর থেকে নান্টু ঝিন্টু আর সোনা উঠে এ ঘরে চলে এলো। কিন্তু তারা কাছে আসছে না। অবাক চোখে দূর থেকে অশোকের দামী ট্রাউজার, শার্ট, টাই, রিস্টওয়াচ লক্ষ্য করতে লাগল। অশোক বার কয়েক তাদের ডাকাডাকি করল। প্রথমটা নান্টু ঝিন্টুরা কাছে এলো না। পরে অবশ্য এলো। তবে এই পাঁচ দিনে কোথায় যেন কিছু একটা ঘটে গেছে। তার এবং ওদের মধ্যে অদৃশ্য একটা দূরত্ব টের পাচ্ছে অশোক। খানিকক্ষণ আগে রেখার কথাবার্তা

এবং আচরণেও সেটা অনেকখানিই বুঝতে পারা গিয়েছিল। অথচ অশোক ভাল করেই জানে এবং বিশ্বাসও করে, সে নিজের থেকে দূরে সরে যায় নি। পাঁচ দিন আগে সে ছিল পভার্টি লাইনের নিচেকার কোটি কোটি মানুষের একজন। হ্যাভ-নটদের সমাজে বেকার সীনিক পেসিমিস্ট এক যুবক। সোমদেব চ্যাটার্জি নামে একজন জাদুকর মেকআপ-ম্যান তাকে রাজা সাজালেও মনে প্রাণে অশোক সেই হতাশ ভবিষ্যৎহীন অস্থির যুবকটিই থেকে গেছে। কিন্তু এই কথাটা এদের বোঝানো যাচ্ছে না। তার ভয় হল, যত দিন যাবে তার এবং এদের মাঝখানের দূরত্ব ক্রমশ আরো বাড়তেই থাকবে।

নান্টু খুব ভয়ে ভয়ে অশোকের শার্টের একটা কোণ তুলে ধরে বলল, 'এটার খুব দাম, না অশোকদা?'

অশোক ঘাড় ফিরিয়ে নান্টুর দিকে তাকাল। একটু হেসে বলল, 'তোর এ রকম একটা শার্ট চাই?'

নান্টু কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই তক্তাপোশের ওপর থেকে হরনাথ বলে উঠল, 'না না, অত দামী জামার দরকার নেই। আমাদের এই বস্তিতে ও সব মানায় না।'

কিছু ভেবেই হয়তো কথাটা বলে নি হরনাথ, কিন্তু সেটা তীক্ষ্ণ ছুঁচের মতো অশোকের বুকের গভীরে কোথায় যেন বিঁধে গেল। সে লক্ষ্য করল, দপ্ করে আলো নিভে গেলে যেমন হয়, নান্টুর মুখটা হঠাৎ সেই রকম কালো হয়ে গেল। অশোক এরপর আর কী বলবে, ভেবে পেল না।

এদিকে আচমকা কী মনে পড়ে যেতে মালতী প্রায় চেঁচিয়েই উঠল, 'হ্যাঁ রে অশোক—'

অশোক মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই মালতী আবার বলল, 'তোর কাকা বলছিল, তুই নাকি ওদের আপিসের আর কারখানার মালিক হয়েছিস! আরো নাকি কী সব হয়েছিস!'

নিজের অজান্তেই অশোকের ঘাড়টা স্প্রিং-এর মতো হরনাথের দিকে ঘুরে গেল। সে বলল, 'মালিক আবার কী?'

হরনাথ বিড়িতে লম্বা একটা সুখটান দিয়ে বলল, 'মালিকই তো। তুই আমাদের কোম্পানির ম্যানেজিং-ডিরেক্টার হোস নি?' বলেই রগড়ের ভঙ্গিতে স্ত্রীকে বলল, 'জানো, এবার থেকে আমাদের লেবারদের দাবী-দাওয়া নিয়ে অশোকের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। সোমদেব চাটুজ্জে কি কায়দাটাই না করেছে, কাকায়-ভাইপোয় লড়িয়ে দিয়ে দূর থেকে মজা দেখবে।' বলে

নাকমুখ দিয়ে গলগল করে বিড়ির নীল ধোঁয়া বার করতে লাগল।

অশোক খুব ব্যস্তভাবে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই হরনাথ এবার তার দিকে ফিরে বলে উঠল, 'বাড়িতে তুমি আমার ভাইপো, আমি তোমার কাকা। কিন্তু কারখানায় আর লেবার ক্লাসের ব্যাপারে কোন রকম আপস নেই। সেখানে ফাইট হবে সমানে সমানে।'

মালতী মানুষটা খুবই সরল, কোন রকম ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে থাকে না। ঝামেলা ঝঞ্ঝাট তার মাথায় ঢোকেও না। বিমূঢ়ের মতো একবার স্বামীর দিকে আরেক বার অশোকের দিকে তাকিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে সে বলতে লাগল, 'কী বলছ তুমি, অ্যাঁ? নিজের ছেলের সঙ্গে লড়াই করতে চাইছ! মতলবটা কী তোমার?'

হরনাথ হাসতে হাসতে বলল, 'ও সব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি বুঝবেও না। ঘরে আমরা কাকা-ভাইপো কিন্তু বাইরে যুদ্ধের ঘোড়া।' অশোকের দিকে ফিরে বলল, 'না কি বলিস?'

অশোক সোজাসুজি হরনাথের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি আমার সম্বন্ধে দারুণ ভুল ধারণা করে বসে আছ কাকা।'

খুব সরল গলায় হরনাথ জানতে চাইল, 'কি রকম?'

'তুমি ধরেই নিয়েছ, আমি সত্যিকারের একজন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হয়ে গেছি। আমি কী জন্যে ওখানে গেছি তুমি ভাল করেই জানো। আমার চ্যালেঞ্জের কথা তোমাদের বলেছি।'

'সে সব ঠিক আছে। তবে—'

'তবে কি?'

কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল হরনাথ। একটু কি ভাবল, তারপর শুরু করল, 'যাক ও সব কথা। সেদিন আমাদের ফ্যাক্টরিতে ওয়ার্কারদের সঙ্গে পরিচয়-টরিচয় করতে এসেছিলি। দামী স্যুট-টুটে খুব ভাল দেখাচ্ছিল। সবাইকে আমি বলেছি, তুই আমার ভাইপো।'

হরনাথের কথা যেন শুনতে পাচ্ছিল না অশোক। শিরদাঁড়া টান টান করে স্থির চোখে সে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'তোমরা হয়তো ভেবেছ, আরাম-কমফোর্ট-টাকা-পয়সা-গাড়ি-বিরাট বাড়ি—এসব পেয়ে আমি চ্যালেঞ্জের কথা ভুলে যাব। তোমরা দেখে নিও সোসাল প্যাটার্ন আমি বদলে দেবই। আমার ওপর তোমরা বিশ্বাস রাখতে পারো।' উত্তেজনায় কপালের দু পাশের দুটো শিরা লাফাতে লাগল অশোকের।

এদিকে তার আসার খবর পেয়ে হরনাথের ঘরের দরজায় ভিড় জমতে শুরু করেছে। এত রাত্রে এই ব্যারাকবাড়ির প্রায় প্রতিটি লোকই খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছিল। তারা ঘুম থেকে উঠে এসেছে। ভিড়ের ভেতর রেখার বাবা ভূপাল বোসকেও দেখা গেল। সে পেছন দিকে রয়েছে; সামনে মানুষের নিরেট দেয়াল। গলাটাকে জিরাফের মত লম্বা করে সবার ঘাড়ের ওপর দিয়ে অশোককে দেখতে চেষ্টা করছে সে।

অশোক লক্ষ্য করল, প্রতিটি মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাকে দেখছে। কারো চোখের পাতা পড়ছে না। ছ' বছর বয়স থেকে এখন এই চব্বিশ বছর পর্যন্ত এদের মধ্যেই কাটিয়ে গেছে অশোক। এদের চোখের সামনেই একটু একটু করে সে একটা পরিপূর্ণ যুবক হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে এই মানুষগুলোর চাউনি দেখে মনে হয় না তারা অশোককে চেনে। অশোক যেন তাদের কাছে অপরিচিত বিস্ময়কর কিছু।

হরনাথ তক্তাপোশে বসে পা নাচাতে নাচাতে বলল, 'যা চ্যালেঞ্জ নিয়েছিস তা যদি করতে পারিস, তার চাইতে ভাল কিছু আর হয় না। তা হলে আমাদের মানে ওয়ার্কার ক্লাসের কাছ থেকে সব রকম সাপোর্ট পাবি।'

অশোক বলল, 'সেটা খুব দরকার। ওটা না পেলে কিছুই করতে পারব না। সবে আমি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডে ঢুকেছি। ক'টা দিন ব্যাপারটা বুঝে নিই। তারপর তোমার সঙ্গে বসে ডিসকাস করতে হবে।'

'সে হবে খ'ন। অনেক রাত হয়ে গেছে। এক কাজ কর, এসেই যখন পড়েছিস, আজ থেকে যা। তোর কাকীমা বিছানা করে দিক।'

হঠাৎ অশোকের মনে পড়ল, সোমদেবের শর্ত আছে, তাঁর জায়গায় বসবার পর বাইরে থাকতে পারবে না। অশোকের জন্য নির্দিষ্ট বাড়িতে তাকে ফিরে যেতেই হবে। তা ছাড়া ললিতের চায়ের দোকানের কাছে লিমুজিনে বসে আছেন চন্দ্রকান্ত। তারই জন্য অপেক্ষা করছেন। ভদ্রলোক ভোর থেকে তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন। নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত। বসিয়ে রেখে তাঁকে আর কষ্ট দেওয়াটা কোন কাজের কথা নয়।

অশোক উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে জানালো, তার পক্ষে আজ থাকা সম্ভব হচ্ছে না। কারণটাও সেই সঙ্গে জানিয়ে দিল।

হরনাথ জিজ্ঞেস করল, 'আবার কবে আসবি?'

'যত তাড়াতাড়ি পারি—'

অশোক ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। বারান্দার ভিড়টা দু-ধারে

সরে গিয়ে রাস্তা করে দিল। তারপর অশোকের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল।

এদিকে হরনাথরাও বেরিয়ে এসেছিল। রেখা অশোকের গা ঘেঁষে চলেছে। ভূপাল বোস ভিড় ঠেলে বার বার অশোকের খুব কাছে চলে আসতে চাইছিল আর বলছিল, 'আমি জানতাম অশোক একদিন খুব বড় হবে। হে-হে, খুব বড়—'

অশোক ভূপাল বোসের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছিল না।

ঘ্যানঘেনে বৃষ্টির মত ভূপাল সমানে বলে যাচ্ছিল, তুমি আমাদের গৌরব। হে-হে, তোমার জন্যে আমাদের ব্যারাকবাড়ির লোকেদের বুক দশ হাত বেড়ে গেছে।' একটু থেমে ভিড়ের ভিতর দিয়ে ইঁদুরের মত রাস্তা করে করে অশোকের সামনে এসে গলা নামিয়ে বলল, 'কিন্তু বাবা অশোক, একটা কথা বলবার ছিল তোমাকে—'

অশোক ঘাড় ফিরিয়ে অত্যন্ত নিস্পৃহ গলায় বলল, 'কী কথা ?'

'বলতে সাহস হচ্ছে না।'

'ভয়ের কী আছে ? বলে ফেলুন—'

গলার স্বর ঝপ করে আরও অনেকটা নামিয়ে ফেলল ভূপাল। বার কয়েক ঢোক গিলে থতিয়ে থতিয়ে কোন রকমে বলল, 'তুমি তো এখান থেকে চলে গেছ। কিন্তু রেখার—রেখার কী হবে ? রেখা যে—'

রেখা অশোকের ডান দিকে ছিল, ভূপাল বাঁ দিকে। রেখা ভূপালের কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল। সে চাপা গলায় বলে উঠল, 'বাবা !'

রেখার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু আছে যাতে থতমত খেয়ে চুপ করে গেল ভূপাল।

অশোক বলল, 'রেখার ব্যাপারটা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।'

ভূপাল ভীরু নার্ভাস গলায় বলল, 'ঠিক আছে বাবা, তুমি যখন বলছ, ভাবব না। হে-হে, তোমার বিবেচনার ওপর আমি সব ছেড়ে দিলাম।'

রেখা আগের মত চাপা এবং বিরক্ত গলায় বলল, 'আঃ বাবা, তুমি চুপ কর।'

'ও আচ্ছা—আচ্ছা—' রেখার দিকে দ্রুত এক পলক তাকাল ভূপাল। তারপর অশোকের পাশ থেকে সরে সরে ভিড়ের পেছন দিকে চলে গেল।

এক সময় ওরা ব্যারাক বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলো।

লিমুজিনটার গায়ে হেলান দিয়ে চন্দ্রকান্ত রাহেজা দাঁড়িয়ে আছেন। আর আছে ললিতের চায়ের দোকানে আড্ডা-দেওয়া পাড়ার সেই বেকার যুবকেরা।

তাছাড়া এধারে ওধারে থোকা থোকা ভিড়ও দেখা যাচ্ছে। অশোক আসার খবর পেয়ে এ গলির অন্য সব বাড়ি-টাড়ি থেকেও লোকজন বেরিয়ে এসেছে।

অশোককে দেখে ললিতের দোকানের সেই ছেলেগুলো দৌড়ে এলো। তাদের পেছনে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো পাড়ার-অন্য লোকেরা।

সবাই অশোককে প্রায় গোল করে ঘিরে ধরেছে। ভিড়ের ভেতর থেকে একটা ছেলে বলল, 'অশোকদা, আপনি আমাদের কাণ্ট্রির একজন টপমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হয়েছেন। আপনার হাতে অনেক পাওয়ার। ইচ্ছা করলে আমাদের মত কয়েক হাজার বেকারকে চাকরি দিতে পারেন।'

ছেলেটার নাম রণেশ। অশোক জানে বি-কম পাশ করার পর তিন বছর এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে ঘোরাঘুরি করে হাঁটুর জোড় আলগা করে ফেলেছে সে। তাছাড়া প্রাইভেট ফার্মে, পাবলিক অর্গানাইজেসেন আর গভর্নমেণ্ট আণ্ডার-টেকিং-এ শ পাঁচেকের মতো এ্যাপ্লিকেসন করেছে। তাতে পোস্টাল ডিপার্টমেণ্টের গোছা গোছা স্ট্যাম্প বিক্রি হওয়া ছাডা আর কিছুই হয় নি। চাকরি দূরের কথা, এখন পর্যন্ত একটা ইণ্টারভিউও পায়নি রণেশ। চাকরি বাকরি কাজকর্মের আশা ছেড়ে ক্লান্ত হতাশ রণেশ ললিতের চায়ের দোকানে আজকাল দিনরাত আড্ডা দেয়।

অশোক অল্প একটু হাসল, 'তাই নাকি?'

রণেশ কিছু বলার আগেই অন্য ছেলেরা প্রায় কোরাসে বলে উঠল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমরা সব শুনেছি অশোকদা—'

রণেশের মতো এই ছেলেগুলোর কেউ সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট, কেউ এম-এ, কেউ হায়ার সেকেণ্ডারি বা স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে, কেউ কেউ বা হাতের কাজ শিখে ওয়েল্ডার, ফিটার বা মোল্ডার হয়ে বছরের পর বছর বসে আছে। অর্থাৎ সবাই এডুকেটেড আন-এমপ্লয়েড—শিক্ষিত বেকার।

সবার রিপ্রেজেণ্টেটিভ হয়ে রণেশ আবার বলে উঠল, 'আপনার কাছে আমাদের অনেক এক্সপেকটেশান অশোকদা'—

অশোক তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল 'কী এক্সপেকটেশান?'

রণেশ বলল, 'আমাদের চাকরি দিতে হবে।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই অন্য ছেলেরা একসঙ্গে চেঁচামেচি শুরু করে দিল, 'চাকরি দিতে হবে, চাকরি দিতে হবে—' যেহেতু অশোক এই পাড়ার ছেলে এবং তাদেরই একজন, সেই কারণে তার ওপর ওদের অনেক দাবী।

অশোক এই যুবকদের সবাইকেই চেনে, তাদের পারিবারিক অবস্থার কথাও

খুব ভাল করেই জানে। কারো বাবা কোর্টের সামান্য মুহুরি; কারো দাদা ছোটখাট ফ্যাক্টরির ওয়ার্কার, কারো ভাই ফুটপাথের দোকানদার—ইত্যাদি ইত্যাদি। কিভাবে ওদের চলছে সে সম্বন্ধে অশোকের পরিষ্কার ধারণা আছে। একে চলা বলে না। পভার্টি লাইনের কয়েক স্তর নিচে কোন রকমে ওরা টিকে আছে। এই ছেলেগুলোর চাকরি-বাকরি না হলে এতগুলো ফ্যামিলি একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। অশোক গলার স্বরে অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই তোমরা চাকরি পাবে। যত তাড়াতাড়ি পারো, আমার অফিসে এসে দেখা করবে—'

এই গলির অন্য যেসব লোকজন একটু দূরে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল তারা হঠাৎ হুড়মুড় করে কাছে এগিয়ে এলো। তারপর প্রায় সমস্বরে বলতে লাগল, 'তুমি এত বড় হয়েছ! আমাদের কথা মনে রেখো। আমাদের অবস্থা তো জানো। দেখো আমাদের জন্যে যদি কিছু করতে পারো—'

অশোক লক্ষ্য করল, অগুনতি চোখ পলকহীন তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার কাছে এদের সবার গভীর এবং বিপুল প্রত্যাশা। চারপাশের ভিড় দেখতে দেখতে অশোকের চোখ ঝকঝক করতে লাগল। সামনের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দৃঢ় গলায় সে বলল, 'আপনাদের সবার জন্যেই আমাকে কিছু করতে হবে। নিজের সুখের জন্য, কমফোর্টের জন্য আমি এই বস্তি ছেড়ে আপনাদের ছেড়ে দূরে চলে যাই নি। আপনাদের জন্যে যদি কিছু করতে না পারি আমার বিগ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট সাজার কোন মানে হয় না। আপনাদের লেভেলকে আমি ওপরে টেনে তুলবই।' কথাগুলো বলতে বলতে অশোকের হঠাৎ মনে হল, নাটকীয় বক্তৃতার ঢং এসে যাচ্ছে। সে হঠাৎ চুপ করে গেল।

রণেশ এবার বলল, 'আপনার সঙ্গে আমরা কবে দেখা করতে যাব?'

অশোক বলল, 'এনি ডে—কাল, পরশু, তরশু, যেদিন তোমাদের ইচ্ছে।'

'এ্যাপ্লিকেশান লিখে নিয়ে যাব?'

তাদের নানা অফিস বা ফ্যাক্টরির কোন ডিপার্টমেণ্টে কী চাকরি-বাকরি খালি আছে, অশোক জানে না। কিছু না ভেবেই ঝোঁকের মাথায় সে বলল, 'যেও।'

চন্দ্রকান্ত রাহেজা লিমুজিনের কাছে এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। একটু এগিয়ে এসে এবার বললেন, 'স্যর, বারোটা বেজে গেছে। আর লেট নাইট করা ঠিক হবে না। কাল সকাল থেকে হোল-ডে নানারকম প্রোগ্রাম রয়েছে। আর দেরি করলে ভোরে উঠতে পারবেন না।'

অশোক ব্যস্তভাবে বলল, 'হ্যাঁ, যাচ্ছি।' চারপাশের ভিড়টার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ চলি—।' আস্তে আস্তে সে গাড়িতে উঠে বসল।

তারপর চন্দ্রকান্ত উঠে অশোকের পাশে বসতে বসতে শোফারকে বললেন, 'চল—'

লিমুজিন চলতে শুরু করেছিল। আচমকা পিছন থেকে শ্লোগান দেবার মতো করে একটি যুবক চেঁচিয়ে উঠল, 'অশোক ব্যানার্জি—যুগ যুগ জীয়ে—'

আর কয়েকজন তার সঙ্গে গলা মেলালো, 'যুগ যুগ জীয়ে—'

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একটু হেসে হাত নাড়তে লাগল অশোক।

দু মিনিটের মধ্যে ওরা ট্রাম রাস্তায় চলে এলো। এত রাতে চারদিক ফাঁকা। ট্রাম-বাস চোখে পড়ছে না। কচিৎ কখনো দু একটা প্রাইভেট কার হুস হাস পাশ দিয়ে আশী মাইল স্পীড তুলে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ খুব আস্তে করে চন্দ্রকান্ত ডাকলেন, 'স্যর—'

জানালার বাইরে দূরমনস্কর মতো তাকিয়ে ছিল অশোক। একটু চমকে ঘাড ফেরাল সে, 'কিছু বলবেন ?'

অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে চন্দ্রকান্ত বললেন, 'যদি ধৃষ্টতা মনে না করেন—'

লোকটার এত বিনয় একেবারেই পছন্দ করে না অশোক। মনে হয় সবটাই যেন সাজানো। তবে যতই সাজানো হোক, ব্যাপারটা এমনই নিখুঁত যে এ নিয়ে মুখের ওপর চন্দ্রকান্তকে কিছু বলা যায় না। এক পলক তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে খুব আগ্রহহীন গলায় অশোক বলল, 'যা বলবার বলে ফেলুন—'

তক্ষুনি উত্তর দিলেন না চন্দ্রকান্ত। খানিকক্ষণ ভেবে বললেন, 'একটু আগে ঐ লোকগুলোকে যে চাকরি দেবার কথা বলে এলেন, এটা বোধহয় ঠিক হল না।'

কপাল কুঁচকে গেল অশোকের। তীক্ষ্ণ গলায় সে বলল, 'তার মানে ?'

'এভাবে আমাদের কোম্পানীগুলোতে চাকরি দেওয়া যায় না। চাকরি দেবার আগে অনেক রকম ফর্মালিটি আছে—'

'কী ফর্মালিটি ?'

'প্রথমে দেখতে হবে সত্যিই আমাদের নতুন লোক নেবার দরকার আছে কিনা। থাকলে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার রিক্রুটমেণ্ট সেল্‌কে জানাবে কোন কোন জায়গায় কী কী লোক দরকার। রিক্রুটমেণ্ট সেল সেটা পাঠাবে বোর্ড অফ ডাইরেক্টর্সকে। বোর্ড লিস্টটা এ্যাপ্রুভ করলে খবরের কাগজে লোক চেয়ে এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট দেওয়া হয়। নানা কাজের জন্য কী কী যোগ্যতা,

কোয়ালিফিকেশান, এক্সপীরিয়েন্স বা এজ দরকার, বিজ্ঞাপনে তা লেখা থাকবে। বিজ্ঞাপন বেরুবার পর এ্যাপ্লিকেশান এলে তার ভেতর থেকে বেছে বেছে কয়েকজনকে ডাকা হবে ইন্টারভিউয়ের জন্যে। ইন্টারভিউতে যে ভাল করবে তাকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে। এলোপাথাড়ি যাকে তাকে চাকরি দেওয়া যায় না। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী ?'

'ভ্যাকেন্সি হলে ইউনিয়নের কিছু কিছু রেকমেণ্ডেসন থাকে। সেখান থেকেও কয়েকজনকে নিতে হয়। এমপ্লয়ীদের ছেলে-টেলে থাকলে তাদের সম্বন্ধেও কনসিডার করতে হয়।' বলতে বলতে হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠলেন চন্দ্রকান্ত। দ্রুত হাত জোড় করে বললেন, 'ক্ষমা করবেন স্যর, আমি বোধহয় আমার অধিকারের বাইরে কিছু কথা বলে ফেলেছি।'

অশোক শেষ দিকে চন্দ্রকান্তর কথা যেন শুনতে পাচ্ছিল না। মেরুদণ্ড টান টান হয়ে গেল তার। উত্তেজিত গলায় সে বলল, 'আমি একশো উনসত্তরটা কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, চেয়ারম্যান বা ডাইরেক্টর হতে যাচ্ছি। কয়েক দিনের মধ্যেই ফর্মালিটিগুলো কমপ্লীট হয়ে যাবে। আমি কি কিছু লোককে কাজ দিতে পারি না ?'

চন্দ্রকান্তর ঘাড় এবার বিনয়ে অনেকখানি ঝুঁকে পড়ল। তিনি বললেন, 'আপনার মতো হাইয়েস্ট পজিশনের মানুষের নিশ্চয়ই অনেক এক্সট্রা-অর্ডিনারি ক্ষমতা থাকে। তবে সেটা কী ধরনের আমি ঠিক জানি না। আপনি অনুমতি দিলে আমাদের কোম্পানিগুলোর নিয়মকানুন দেখে বলতে পারি।'

অশোক বলল, 'দরকার নেই। আমি নিজেই সব দেখে নেব।' বলতে বলতে আবার জানালার বাইরে মুখ ফেরাল। হঠাৎ গভীর এক নৈরাশ্য চারদিক থেকে তার স্নায়ুর ওপর পাষাণভারের মতো চাপ দিতে লাগল। দেশের সোসাল প্যাটার্ন আমূল বদলে দেবার জন্য সে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ নিয়ে এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারে এসে ঢুকেছে। কিন্তু সামান্য দু-দশটা লোককে চাকরি দেবার ক্ষমতা যার নেই বিশাল সমাজের পরিবর্তন সে আনবে কি করে ?

আঠার

কয়েক দিনের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে সোমদেবের জায়গায় বসে গেল অশোক। এ ব্যাপারে সোমদেবদের একশো উনসত্তরটা কোম্পানির ডাইরেক্টর বোর্ডের মীটিং-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং তা গভর্ণমেন্টের কোম্পানি এ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শুধু তা-ই না, সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের এই পরিবর্তন জানাবার জন্য খবরের কাগজেও এই সিদ্ধান্তের খবরটা পাঠানো হয়েছে। তবে সেটা এখনও বেরোয় নি!

যাই হোক, টালিগঞ্জের ব্যারাকবাড়ি ছেড়ে এখানে আসার পর পুরনো অভ্যাসগুলি একেবারেই বদলে গেছে অশোকের। বলা যায়, বদলাতে হয়েছে। টালিগঞ্জের বস্তিতে তার জীবনযাপনের পদ্ধতি ছিল কখনও বেপরোয়া, কখনও ঢিলেঢালা, কখনও উড়নচণ্ডে গোছের। ইচ্ছে হল তো বেলা এগারটা পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমলো, সাতদিন দাড়িই কামাল না, লক্ষ্যহীনের মতো কলকাতার রাস্তায় হটাং হটাং করে চার ঘণ্টা হেঁটেই বেড়াল কি চায়ের দোকানে সারা দিন আড্ডা মেরে আর পঞ্চাশ কাপ চা খেয়েই কাটিয়ে দিল। এখানে আসার পর অশোক বুঝেছে ইচ্ছামত এলোপাথাড়ি চললে একজন ফার্স্ট ক্লাস বোহেমিয়ান হয়তো হওয়া যায় কিন্তু আগোছাল চরিত্র নিয়ে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হওয়া যায় না। তার জন্য ডিসিপ্লিন দরকার। তাই বোধহয় এখানে আসার পর অশোকের জন্য দৈনিক রুটিন ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। এখন তার প্রতিটি মিনিট প্রতিটি সেকেণ্ড কড়া নিয়ম আর শৃঙ্খলার ফ্রেমের মধ্যে আটকানো। রুটিন অনুযায়ী না চললে সারা দিনে যত প্রোগ্রাম থাকে তার সিকিভাগও শেষ করা যাবে না।

ভাবতে অবাক লাগে টালিগঞ্জের ঘিঞ্জি পাড়ায় কুড়ি ফুট চওড়া আঁকাবাঁকা খোয়া-ওঠা একটা গলির শেষ মাথায় বাইশ ঘর এক উঠোনওলা সেই বস্তি থেকে ওল্ড বালিগঞ্জে প্যালেসের মতো এই প্রকাণ্ড গথিক স্ট্রাকচারের বাড়িটার দূরত্ব মোটে পাঁচ মাইল। কিন্তু কয়েক দিন আগের সীনিক, পেসিমিস্ট হঠকারী অশোক আর এখনকার ডিসিপ্লিনড, সুশৃঙ্খল নিয়মের প্রতি অনুগত অশোক, এই দুজনের জীবনযাত্রার মধ্যে কম করে পঞ্চাশ হাজার মাইলের তফাত। তবে

অশোক এটা মনেপ্রাণে জানে এবং বিশ্বাস করে দৈনন্দিন রুটিন বা অভ্যাস যতই বদলাক ভেতরে ভেতরে সে সেই রাগী বস্তিবাসী যুবকটিই থেকে গেছে।

অন্য দিনের মতো আজও সকাল সাড়ে পাঁচটায় বেয়ারা বেড-টী দিয়ে গেল। বিছানায় কাত হয়ে ঘুমের চোখে কয়েক মিনিট ধরে চা'টা খেল অশোক। তারপর উঠে বাথরুমে চলে গেল। বাথরুম থেকে ফিরে মিনিট পাঁচেক ফ্রি-হ্যাণ্ড এক্সারসাইজ সেরে ড্রইং রুমে আসতেই অশোক দেখতে পেল ম্যাসেজ করার জন্য সুন্দরী চীনা যুবতীটি অপেক্ষা করছে। মেয়েটি ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পা ফেলে ঠিক সাতটা দশে এখানে চলে আসে।

অশোক ঘরে ঢুকতেই মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। মাথাটা সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকিয়ে বলল, 'গুড মর্ণিং স্যর—'

অশোক সামান্য হাসল, 'গুড মর্ণিং। চা খেয়েছ?'

মেয়েটা তার চওড়া মসৃণ হলদে রঙের কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখতে দেখতে বলল, 'ইয়া স্যর। থাঙ্ক্স। মে আই স্টার্ট নাউ—'

প্রথম থেকেই অশোক লক্ষ্য করছে এই চীনা যুবতীটি পুরোপুরি মেকানিক্যাল। সে বলল, 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই—'বলেই বাথরুমে চলে গেল।

আধঘন্টা ধরে ম্যাসেজ চলল; কাঁটায় কাঁটায় পৌনে আটটায় ম্যাসাজ থামিয়ে তোয়ালে দিয়ে অশোকের সারা গা মুছে মেয়েটা বলল, 'মে আই গো স্যর—'

মেয়েটা চলে যাবার পর বাইরে বিশাল লাউঞ্জে এসে বসল অশোক। এর মধ্যে লেট মর্ণিং এডিসানের সবগুলো খবরের কাগজ এসে গেছে। বেয়ারারা কাশ্মীরী কাজ-করা সুদৃশ্য একটা টী-পয়ের ওপর কাগজগুলো সাজিয়ে রেখে গেছে। তা ছাড়া লাল-নীল হলুদ-সবুজ-মেরুন ইত্যাদি নানা রঙের সাত-আটটা টেলিফোন বাইরের প্লাগে ফিট করে হাতের সামনে রেখে দিয়েছে।

এখন এক ঘন্টা খবরের কাগজ পড়বে অশোক। সোমদেব তার এই কাগজ পড়াটার ওপর খুবই জোর দিয়েছেন। একজন বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হতে হলে দেশের সব রকম খবর জানা দরকার। রাজনীতিক, অর্থনীতিক খবর ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন স্তরে কোথায় কী ঘটছে একজন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের সে সম্পর্কে চোখ-কান খোলা রাখা দরকার। সোসাল প্যাটার্ণ সম্বন্ধে সতর্ক না থাকলে ইণ্ডাস্ট্রির ডেভলাপমেণ্ট সম্ভব না।

একটা কাগজ তুলে নিল অশোক। নতুন উত্তেজক খবর বিশেষ কিছু নেই।

লোড-শেডিং, রাস্তায় জঞ্জালের পাহাড়, বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টিতে ক্ষমতার জন্য দলীয় নেতাদের মধ্যে অনবরত লড়াই, এ্যাকসিডেন্টে মৃত্যু, লাগাতার ধর্মঘট, মিছিল—রোজ যা যা থাকে, আজও তাই রয়েছে।

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ এক জায়গায় চোখ আটকে গেল অশোকের। তাদের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের বিরাট একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। এই বিজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে, সোমদেব চ্যাটার্জির জায়গায় অশোক এই বিশাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারের সর্বেসর্বা হয়েছে।

হাতের কাগজটা নামিয়ে রেখে পর পর অন্য কাগজগুলো খুলে খুলে দেখতে লাগল অশোক। সব কাগজেই বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে।

এই সময় চন্দ্রকান্ত তেতলার এই লাউঞ্জে এলেন। তাঁকে বসতে বলে হাতের কাগজটা এগিয়ে দিল অশোক, 'সেই বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে।'

খুব আগ্রহ নিয়ে বিজ্ঞাপনটা দেখতে লাগলেন চন্দ্রকান্ত।

অশোক বলতে লাগল, 'অন্য কাগজগুলোতেও ওটা বেরিয়েছে।'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'এক দিনে সব নিউজ পেপারেই বেরুবার কথা। শুধু এখানকারই না, হোল ইণ্ডিয়ার সব প্রিন্সিপ্যাল নিউজ পেপারে—'

অশোক জানত, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনটা পাঠানো হয়েছে। তার ধারণা ছিল, কোন একটা কাগজে এটা ছাপা হবে। সারা ভারতবর্ষের সব বড় বড় কাগজে বেরুবে, এটা সে ভাবতে পারে নি। কিছুটা অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল, 'হোল ইণ্ডিয়ার নিউজ পেপারে ছাপা হল কেন?'

'কাণ্ট্রির সব জায়গায় আমাদের শেয়ার হোল্ডাররা রয়েছেন। তাঁদের জানিয়ে দিতে হবে তো।' চন্দ্রকান্ত অশোকের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন।

অশোক ভেতরে ভেতরে এক ধরণের উত্তেজনা অনুভব করছিল। ক'দিন আগেও সে ছিল শহরতলীর এক বস্তিতে একটি অখ্যাত বেকার এবং সীনিক যুবক। আর আজ এই মুহূর্তে একজন ফোরমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হিসেবে সারা দেশের কয়েক কোটি লোক একসঙ্গে তার নাম জেনে গেছে। আরব্য রজনীর রূপকথাতেই শুধু এ জাতীয় ঘটনা ঘটতে পারত।

অশোক কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ফোন বেজে উঠল। টেলিফোনটা তুলে নিলেন চন্দ্রকান্ত, দু-একটা কথা বলেই অশোকের হাতে দিতে দিতে বললেন, 'স্যর আপনার ফোন। চ্যাটার্জি সাহেব কথা বলবেন।'

এত সকালে সোমদেবের ফোন আশা করে নি অশোক। সে 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে সোমদেবের ভরাট গম্ভীর এবং আন্তরিক কণ্ঠস্বর ভেসে এলো,

'আজকের পেপারগুলো দেখেছ ?'

অশোক বলল, 'দেখেছি। আমার খবরটা বেরিয়েছে।'

সোমদেব বললেন, 'কনগ্র্যাচুলেসন্‌স।'

'ধন্যবাদ।'

'অভিনন্দন কি আমিই তোমাকে প্রথম জানালাম ?'

'হ্যাঁ।'

'আই এ্যাম হ্যাপি দ্যাট আই কুড এ্যাভেল মাইসেল্‌ফ অফ দা ফার্স্ট অপরচুনিটি টু কনগ্র্যাচুলেট এ নিউ এণ্ড ফ্রেশ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট উইথ টোটালি ডিফারেণ্ট আউটলুক !'

'আমি যা হয়েছি সবই তো আপনার জন্যে।'

'তুমি যা হয়েছ তা তোমারই জন্যে। যাই হোক, তোমাকে আজ বেশিক্ষণ আটকে রাখব না। অনেকেই আজ তোমাকে অভিনন্দন জানাবে। তাদের সঙ্গেও তো কথা বলতে হবে। একটা অনুরোধ, ডোণ্ট বী ক্যারেড এ্যাওয়ে বাই কনগ্র্যাচুলেসন্‌স। আইনত এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে আজ তুমি দেশের একটা টপমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারের সর্বেসর্বা হলে। একটা গ্রেট মিশন নিয়ে তুমি এখানে এসেছ। আশা করি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের কাজ শুরু করবে।'

অশোক শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বলল, 'মিশনের কথা ভুলি নি। আমি সোসাইটির যে লেভেল থেকে এসেছি তাদের সামনে প্রায় কিছুই নেই—সবটাই ব্ল্যাঙ্ক। নো ফিউচার, নো হোপ ; নো আইডিয়াল। কিন্তু হঠাৎ যদি কোন মিশন তারা পেয়ে যায় সেটা তারা ভোলে না। আপনি আমাকে রাজা সাজিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু ভেতরে আমি সেই বস্তির স্ট্রাগলিং বেকার যুবকটিই আছি। তবু আমার মিশনের কথাটা মনে করিয়ে দেবার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।'

সোমদেব বললেন, 'দ্যাটস্‌ ফাইন। নিজের সম্বন্ধে কনসাস্‌ থাকলে তোমার কাজের সুবিধা হবে। আরেকটা কথা, আজ থেকে আমি-আর অফিসে যাচ্ছি না। আজ থেকে তুমি আমার মানে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের চেম্বারে বসবে। নাও, এখন পারমিতার সঙ্গে কথা বল—'

পারমিতাও স্বামীর মত অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, 'রবিবারের কথাটা মনে রাখবেন !'

অশোক বলল, 'মনে আছে।'

কথা হয়ে গিয়েছিল। হাতের ফোনটা নামিয়ে রাখতে রাখতে অন্য একটা

ফোন বেজে উঠল। অশোক সেটা তুলে নিয়ে 'ইয়েস' বলতেই লীনার উচ্ছ্বসিত গলা ভেসে এলো, 'হাই অশোক, আজ এইমাত্র নিউজ পেপারে তোমার ব্যাপারটা দেখলাম। কনগ্র্যাচুলেসন্স। আই অ্যাম ভেরি ভেরি হ্যাপি। এই অকেসানটা সেলিব্রেট করা দরকার। কিভাবে করা যায় বল তো?'

অশোক একটু মজা করে বলল, 'সেলিব্রেট করবে তুমি আর তার প্রসেসটা বলে দেব আমি! বাঃ!'

লীনা বলল, 'ঠিক আছে, আমিই ওটা ভেবে বার করব। এখন ছেড়ে দিচ্ছি।'

এরপর স্রোতের মত অভিনন্দনের পর অভিনন্দন আসতে লাগল। একটা ফোন নামিয়ে রাখতে না রাখতেই আরেকটা বেজে ওঠে। কখনও একসঙ্গে সবগুলো বাজতে থাকে। যাঁরা ফোন করে অভিনন্দন জানাচ্ছেন তাঁরা প্রায় সকলেই ট্রেড এবং ইণ্ডাস্ট্রি ওয়ার্ল্ডের একেকজন টাইকুন। এঁদের কারো কারো সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। তবে বেশির ভাগের মুখ পর্যন্ত দেখে নি অশোক।

অভিনন্দনের উত্তরে ভদ্রতা এবং সৌজন্যের খাতিরে সবাইকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছে অশোক, কিন্তু মনে মনে বলছে, ক'টা দিন অপেক্ষা কর, মাত্র ক'টা দিন। তারপর তোমার এ্যাফ্লুয়েন্সের দুর্গ আমি চুরমার করে দিচ্ছি।

অভিনন্দন আর ধন্যবাদ, ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন, এই চাকার মধ্যে অনবরত ঘুরতে ঘুরতে শেভ করল অশোক, স্নান করল, তারপর ব্রেকফাস্ট সেরে চন্দ্রকান্তর সঙ্গে অফিসে চলে গেল।

সুবিশাল অফিস বিল্ডিং-এর ঝুলন্ত পোর্টিকোর তলায় অশোকের নিমুজিনটা এসে থামতেই একটা বেয়ারা দৌড়ে এলো। তারপর স্যালুট হাঁকিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

অশোক আর চন্দ্রকান্ত নেমে পড়লেন। পোর্টিকো থেকে সাত আটটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই ঝকঝকে কাচের বিরাট দরজা। এখানেও দুটো বেয়ারা স্যালুট হাঁকিয়ে দরজার পাল্লা টেনে ধরল।

ভেতরে ঢুকতেই এধারে ওধারে যেসব বেয়ারা ছিল, এ্যাটেনসানের ভঙ্গিতে টান টান দাঁড়িয়ে স্যালুট হাঁকল। এমন কি কাচের পার্টিসনের ওধারে রিসেপসনে যে স্মার্ট যুবতী দুটি বসে ছিল তারাও স্প্রিং-এর পুতুলের মতো নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত জোড় করে শ্বাস রুদ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

কয়েকদিন আগে সোমদেবের সঙ্গে প্রথম এখানে এসেছিল অশোক। সেদিন সোমদেবকে দেখে বেয়ারারা বা অন্য এমপ্লয়ীরা এভাবেই দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে

ছিল। তার মানে অশোক যে এই প্রকাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারের সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে, এ খবরটা নিশ্চয়ই ওরা টের পেয়ে গেছে। পাবেই বা না কেন? যে কোন অফিসেই ওপরতলায় যদি বড় রকমের কিছু ঘটে যায় হাওয়ায় হাওয়ায় তার গন্ধ নিচের তলায় ছড়িয়ে যায়। তাছাড়া আজ মর্ণিং এডিশনের কাগজ-গুলোতে তার ছবি এবং খবর তো বেরিয়ে গেছে। এই অফিসের নিচের দিকে কর্মচারীরা কি আর তা দেখে আসে নি?

অশোককে নিয়ে চন্দ্রকান্ত সোজা ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের জন্য নির্দিষ্ট লিফ্‌টটার দিকে চলে গেলেন। সেখান থেকে তিন মিনিটের মধ্যে সিক্সটিন্থ ফ্লোরে। ছ' ইঞ্চি পুরু জয়পুরী কার্পেটে পা ডুবিয়ে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের চেম্বারের দিকে যেতে যেতে যার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে—ক্লার্ক, বেয়ারা, এ্যাকাউনটেণ্ট অফিসার, সবাই তটস্থ হয়ে একতলার কর্মচারীদের মতো অশোককে নমস্কার বা স্যালুট দিতে লাগল।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের চেম্বারে এসে অশোক বিরাট সেমি-সার্কুলার টেবলের এধারে অনেকগুলো চেয়ারের একটাতে বসতে যাচ্ছিল। চন্দ্রকান্ত ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, 'স্যর, আজ থেকে আপনি এখানে বসবেন।'

ঐ চেয়ারটাতে কয়েকদিন আগে সোমদেবকে বসতে দেখেছে অশোক। চন্দ্রকান্ত বলার পরও দ্বিধান্বিতের মতো কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইল অশোক।

চন্দ্রকান্ত আবার বললেন, 'ওখানে গিয়ে বসুন স্যর। আজ থেকে ঐ চেয়ারে বসার অধিকার আপনার হয়েছে।'

অশোক উত্তর দিল না। চুপচাপ অর্ধ-গোলাকার টেবিলটা ঘুরে চেয়ারটায় গিয়ে বসল। আর বসতেই একটা ছবি তার চোখে ভেসে উঠল।

কয়েক বছর আগে, অশোক তখন হায়ার সেকেণ্ডারির পর বি. এ. ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে। তখনও নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সে পুরোপুরি সীনিক আর আস্থাহীন হয়ে পড়ে নি। বরং বলা যায় জীবন সম্পর্কে তখনও তার অনেক উৎসাহ। বেঁচে থাকাটা তখন তার কাছে তীব্র উত্তেজক আর আনন্দদায়ক ব্যাপার। যদিও তারা বস্তিতে থাকত তবু ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন মধ্যবিত্তের স্বপ্ন আর ভাবনা কাজ করে যেত। মিড্‌ল ক্লাস বা লোয়ার মিড্‌ল ক্লাস ফ্যামিলির ভাল ছেলেদের মতো তখন সে ভাবছে ভাল রেজাল্ট করতে হবে, ভাল চাকরি-বাকরি জোগাড় করতে হবে। লাইফের একটা ডেষ্টিনেসন মোটামুটি তখন মনে মনে সে স্থির করেই রেখেছে। ফেয়ারলি

রেসপেক্টেবল জব, ভাল মাইনে ফ্ল্যাট, গাড়ি ইত্যাদি। মিড্‌ল বা লোয়ার মিড্‌ল ক্লাস ফ্যামিলির ছেলেদের কাছে সুখ এবং স্বপ্নের শেষ মাইল পোস্ট।

কিন্তু অশোকের তো মিনিস্টার মামা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ভগ্নিপতি বা এম-পি মেসোমশাই নেই। কাজেই পছন্দমতো চাকরি-বাকরি নিজের জোরেই তাকে আদায় করে নিতে হবে। তার জন্য ইউনিভার্সিটির রেজাল্টটা ভাল হওয়া দরকার। পড়াশোনার জন্য মাঝে মাঝেই তখন থিয়েটার রোডে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে যেত। আর তখন লাইব্রেরির দেওয়ালে কিম্বা কোন বড় একটা ম্যাগাজিনে কুইন দ্বিতীয় এলিজাবেথের করোনেশানের একটা দারুণ জমকালো ছবি দেখেছিল অশোক। রানী সিংহাসনে বসে আছেন। চারপাশে রাজ-পরিবারের অন্যান্য লোকজন এবং ইংলণ্ডের অভিজাত লর্ড আর্ল বা ডিউকদের মহার্ঘ পোশাকে দেখা যাচ্ছিল। ম্যানেজিং ডাইরেকটরের চেয়ারে বসে অশোকের মনে হতে লাগল তারও যেন আজ এই এম্পায়ারে করোনেশান হল।

অশোক বসার পর চন্দ্রকান্ত টেবিলের উল্টোদিকে একটা চেয়ারে বসেছেন। তিনি বললেন, 'স্যর, পাশের চেম্বারে আপনার দু'জন পার্সোনাল স্টেনো আর টাইপিস্ট আছে। অফিসের জন্য একজন পি-এও এ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে। আজই সে এসে যাবে।'

এই বিশাল অফিস, এত অসংখ্য কর্মী, নানা ধরণের জটিল কাজ, এসব কিভাবে চালাতে হয়, সে সম্বন্ধে অশোকের কোন রকম অভিজ্ঞতা বা ধারণা নেই। সে ভেতরে ভেতরে ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়ল। পৃথিবীর সব চাইতে আরামদায়ক ঘরগুলোর একটা এই এয়ার কণ্ডিশান্‌ড চেম্বারে বসে গল গল করে ঘামতে ঘামতে ঈষৎ জড়ানো গলায় বলল, 'আপনি এখানে থাকবেন না?' অচেনা অরণ্যের মতো কংক্রীটের তৈরী এই বিশাল অফিসে শুধু চন্দ্রকান্তকেই চেনে অশোক। তিনি না থাকলে অথৈ সমুদ্রে সাঁতার না-জানা মানুষের মতো হাল হবে তার। এখন বেশ কিছুদিন অফিসে সর্বক্ষণ চন্দ্রকান্তর সঙ্গ, পরামর্শ এবং সাহায্য দরকার।

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'আমি তো থাকবই স্যর।' তারপর ডান দিকে একটা দরজা দেখিয়ে বললেন, 'ওখানে একটা ছোট চেম্বার আছে। কাল থেকে আমি ওখানে বসব। আজ এ অফিসে আপনার প্রথম দিন। আজ সারাদিনই আমি আপনার চেম্বারে থাকছি।'

অশোক খানিকটা সাহস পেল যেন। মনে মনে চন্দ্রকান্ত সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা বোধ করল সে। বলল, 'ধন্যবাদ।'

এই সময় বেয়ারা এসে চারটে স্লিপ দিল। বাইরের কয়েকজন অপেক্ষা করছে। তারা অশোকের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

অশোক বুঝতে পারছিল না, এরা কারা। তার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যই বা কী। স্লিপগুলো চন্দ্রকান্তকে দিয়ে বলল, 'এদের আসতে বলব ?'

চন্দ্রকান্ত মাথা নেড়ে বেয়ারাটাকে বললেন, 'ডেকে আনো।'

একটু পর তিনটে ঝকঝকে স্মার্ট যুবতী এবং একটি যুবক ঘরে ঢুকে তটস্থ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল।

চন্দ্রকান্ত ওদের সঙ্গে অশোকের পরিচয় করিয়ে দিলেন। যুবতী তিনটি হল পার্ল শেঠনা, রিনকি খাস্তগীর আর মানা সোন্ধি। যুবকটির নাম চিন্ময় সেন।

চন্দ্রকান্ত এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসে কুড়ি বাইশ বছর কাজ করছেন। তাই এখানকার প্রায় সবাইকে চেনেন। পার্ল সোমদেবের পি-এ ছিল, রিনকি এবং মীনা ছিল তাঁর স্টেনো আর চিন্ময় টাইপিস্ট। সোমদেবের জায়গায় অশোক এসেছে। সোমদেবের কাছে ওরা যে যা করত অশোকের কাছেও তাই করবে।

চারটি যুবক-যুবতী তাদের নতুন প্রভুর দিকে প্রায় শ্বাসরুদ্ধের মতো তাকিয়ে ছিল। অশোক তাদের বলল, 'দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।' ওরা বসলে আবার বলল 'এখন থেকে আমরা একসঙ্গে কাজ করব। আপনাদের সবার কো-অপারেশন আমার দরকার। আশা করি পাব।'

ওরা জানাল, নতুন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর যা আদেশ দেবেন তা-ই তারা করবে। কোন ব্যাপারেই তাদের আনুগত্য বা আন্তরিকতার অভাব হবে না।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর অশোক বলল, 'আপনাদের আর আটকে রাখব না। আবার দেখা হবে।'

ওরা সবাই উঠে দাঁড়াল। পার্ল বলল, 'এক্সকিউজ মী স্যর একটা কথা বলব—'

অশোক বলল, 'নিশ্চয়ই। বলুন—'

'আগের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সময় আমি এ ঘরেই বসতাম। এখন আমি কোথায় বসব, দয়া করে যদি বলেন—'

অশোক আগে লক্ষ্য করে নি, এই চেম্বারে তার ঠিক পাশেই একটা স্টীলের ছোট অথচ সুদৃশ্য সেক্রেটারিয়েট টেবল আর ফোমে-মোড়া চেয়ার সাজানো রয়েছে। টেবলের ওপর একটা চৌকো কাঠের স্ট্যাণ্ডে লেখা আছে : পার্ল শেঠনা, পি-এ টু ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

অশোক বলল, 'আপনি এখানেই বসবেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যর—' পাল' তার জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারটায় গিয়ে বলল। বাকী সবাই বাইরে চলে গেল।

অশোক এবার চন্দ্রকান্তর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'আজ আমার কী কী প্রোগ্রাম আছে?'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'প্রথম দিন বলে বিশেষ কোন প্রোগ্রাম রাখা হয় নি।' কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে বললেন, 'এখন দশটা বেজে কুড়ি। এগারোটায় আমাদের ইলেকট্রনিক্স ইউনিটের এক্সপ্যানশানের ব্যাপারে ডাইরেক্টর্স বোর্ডের মীটিং আছে। বারোটায় আমাদের ওয়াগন ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে ম্যানেজমেণ্ট ট্রেইনী নেওয়ার ব্যাপারে ইণ্টারভিউ। তারপর লাঞ্চ ব্রেক। বিকেল তিনটেয় হেড অফিসে এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের রিপ্রেজেণ্টেটিভরা আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আসবেন। তারপর আর কিছু নেই।'

'চারটের পর আমি ফ্রি হয়ে যেতে পারব?'

'পারবেন।'

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। পাল' যেখানে বসে আছে সেখান থেকে হাত বাড়ালেই অশোকের টেবলের টেলিফোনগুলো পর পর সাজানো রয়েছে। সে ফোন তুলে দু-একটা কথা বলে অশোকের দিকে বাড়িয়ে দিল, 'স্যর, মাদ্রাজ থেকে ট্রাঙ্ককল।'

অশোক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

'সাউথ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রির প্রেসিডেণ্ট মিস্টার নরসিংহম—'

অশোক ফোনটা কানে লাগাতেই ওপার থেকে ভারী গলা ভেসে এল, 'কনগ্র্যাচুলেসন্স মিস্টার ব্যানার্জি। আশা করি আপনার নতুন লিডারশিপে আপনাদের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউস আরো প্রসপারাস হয়ে উঠবে।'

দারুণ নার্ভাস হয়ে পড়ল অশোক। দক্ষিণ ভারতের চেম্বার অফ কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রির প্রেসিডেণ্ট নিশ্চয় দেশের একজন অত্যন্ত ইম্পর্টাণ্ট পার্সন। কী উত্তর দেবে প্রথমটা ভেবে পেল না সে। তারপর কোন রকমে জড়ানো গলায় বলল, 'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য খুবই ইগার হয়ে রইলাম। নেক্সট মান্থে কলকাতায় যাচ্ছি। তখন আপনাদের অফিসে যাব।'

কথা বলতে বলতে অশোক নার্ভাসনেস কাটিয়ে উঠছিল। সে বলল, 'নিশ্চয়ই আসবেন। মোস্ট ওয়েলকাম।'

এর পর অনবরত ফোনের পর ফোন আসতে লাগল। কখনও দিল্লী থেকে, কখনও বম্বে, ব্যাঙ্গালোর, ভূপাল, পুণা, কানপুর, ফরিদাবাদ, চণ্ডীগড়, পাটনা বা ভুবনেশ্বর থেকে ট্রাঙ্ককল। কখনও বা লোকাল কল। ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেশের শিল্পপতিরা অশোককে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তা ছাড়া দু-চার মিনিট পর পরই ডজনখানেক বেয়ারা দৌড়ে এসে টেলিগ্রাম বা টেলেক্স মেসেজ দিয়ে যাচ্ছে। যাঁরা ফোনে যোগাযোগ করতে পারে নি তাঁরা টেলিগ্রাম আর টেলেক্সের সাহায্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

অশোক অভিভূত হয়ে যাচ্ছিল। অভিনন্দনের তোড়ে যখন সে পল্‌কা কুটোর মত ভেসে চলেছে সেই সময় চন্দ্রকান্ত বললেন, 'স্যর, এগারোটা বাজতে দু'মিনিট বাকি। এবার আমাদের কনফারেন্স রুমে যেতে হবে। টায়ার ইউনিটের ডাইরেক্টররা ওখানে ওয়েট করছেন।'

অশোক ব্যস্তভাবে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন—'

ফোরটন্থ ফ্লোরে কনফারেন্স রুমে এসে অশোক দেখল টায়ার ইউনিটের ডাইরেক্টররা আগেই এসে বসে আছেন। ওঁরা মোট চোদ্দজন। সবার বয়সই ষাটের ওপরে। দু-একজনকে বাদ দিলে সবার শরীরেই বিশ তিরিশ কিলোগ্রাম করে বাড়তি অনাবশ্যক মেদ। প্রত্যেকেই একেকটি চর্বির পাহাড়।

অশোক জানে এঁরা সবাই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডের একেকজন ঝানু টাইকুন। আগেই এঁদের সঙ্গে অশোকের আলাপ হয়েছিল। কিন্তু কার কী নাম, আলাদা আলাদা করে মনে নেই। নামগুলো সড়গড় হতে এখনও বেশ কিছুদিন সময় লাগবে।

অশোককে দেখে সবাই উঠে দাঁড়ালেন এবং একই সঙ্গে হাত জোড় করে নমস্কার জানালেন।

দেশের এতগুলো সেরা শিল্পপতি তাকে দেখে সম্ভ্রমের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়েছেন। অশোক ভয়ানক বিব্রত এবং অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কোন রকমে সবাইকে প্রতি নমস্কার জানাল সে। বলল, 'বসুন আপনারা, বসুন—'

জলহস্তীর মতো চেহারা, বেঁটে তামাটে রঙের একজন ডাইরেক্টর সারা মুখে বিগলিত হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'আপনি আগে বসুন স্যর—'

অশোক আর কিছু বলল না, ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের জন্য নির্দিষ্ট আরামদায়ক চেয়ারটিতে বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘিরে ডাইরেক্টররা আধখানা বৃত্তের আকারে বসলেন।

চন্দ্রকান্তও অশোকের সঙ্গে এসেছিলেন। তিনি একটু দূরে একটা সোফায় বসলেন। আর এসেছেন কোম্পানির সেক্রেটারি মিস্টার কার্লেকার। মধ্যবয়সী পাক্কা টিপটপ সাহেব কার্লেকার অশোকের পাশে বসেছেন। আজকের মীটিং-এর ব্যাপারে নানা তথ্য বা ডাটা দিয়ে তিনি বোর্ড অফ ডাইরেক্টর্সকে সাহায্য করবেন।

এ জাতীয় মীটিং-এ ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের করণীয় কী, এখানে কিভাবে কথা বলতে হয়, সে সম্বন্ধে অশোকের কোন ধারণাই নেই। একটু ভেবে সে বলল, 'আমি শুনেছি আজ আমাদের টায়ার ইউনিটের এক্সপ্যানশানের ব্যাপারে এই মীটিং ডাকা হয়েছে।'

কার্লেকার বললেন, 'ইয়েস স্যর'—

অশোক বলল, 'আপনারা সবাই জানেন, আমি এখানে একেবারে নতুন। আজই প্রথম বোর্ড মীটিং-এ বসছি। দয়া করে যদি টায়ার ইউনিট আর তার এক্সপ্যানশান সম্পর্কে একটু আইডিয়া দেন—'

কার্লেকার গোটা ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন। বছর তিরিশেক আগে স্বাধীনতার ঠিক পর পর তাঁদের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউস ট্রাক, মোটর আর সাইকেলের টায়ার তৈরির জন্য বৃটিশ কোলাবরেশানে একটা ফ্যাক্টরি বসায়। বছরে সব মিলিয়ে এক লাখ টায়ার তৈরির লাইসেন্স পেয়েছিলেন তাঁরা।

এই তিরিশ বছরে এ দেশে পপুলেশান এক্সপ্লোশন ঘটে গেছে। হু হু করে মানুষ বেড়েছে। স্বাধীনতার সময় পপুলেশান ছিল চল্লিশ কোটি, এখন সেটা প্রায় সত্তর কোটি ছুঁয়েছে। মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ট্রাক, সাইকেল, মোটর, মপেড, স্কুটার। এসব বাড়া মানেই টায়ারের চাহিদা বেড়ে যাওয়া।

তিন বছর আগে কোম্পানি তাদের টায়ার ইউনিট বাড়াবার জন্য গভর্নমেন্টের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিল। গভর্নমেন্ট রাজী হয়েছে। এক লাখ টায়ারের জায়গায় কোম্পানি চেয়েছিল পাঁচ লাখের ম্যানুফ্যাকচারিং লাইসেন্স। গভর্নমেন্ট তিন লাখের পারমিশান দিয়েছে।

এক্সপ্যানশানের ব্যাপারে প্রায় দশ কোটি টাকার মতো ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে। এ টাকার বেশির ভাগই আসবে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য সিডিউল্ড ব্যাঙ্কের কাছ থেকে। বাকি টাকাটা বাজারে শেয়ার ছেড়ে তোলা হবে। কোন্ সোর্স থেকে কত টাকা তোলা হবে, আজকের মীটিং-এ সেটা ঠিক করা হবে।

আধঘণ্টার আলোচনাতেই স্থির হয়ে গেল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক

এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট ব্যাঙ্কের কাছ থেকে দু কোটি দু কোটি মোট চার কোটি টাকা চাওয়া হবে। সিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলো থেকে তোলা হবে তিন কোটি টাকা। বাকি টাকা আসবে ব্রোকারদের কাছ থেকে। তা ছাড়া বাজারে শেয়ার ছেড়ে টাকা তোলা তো আছেই।

আলোচনা করতে করতে ডাইরেক্টরদের নামগুলো জানা হয়ে গেল অশোকের। ব্রিজলাল আগরওয়াল, শঙ্করপ্রসাদ বসু, কাসে´টজি বিলিমোরিয়া, অরবিন্দ পারেখ, আনন্দ রায়, জগপৎ সারিন ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে ব্রিজলাল আগরওয়াল আর কাসে´টজি বিলিমোরিয়াই বেশি কথা বলছিলেন। অন্যরা মাঝে মধ্যে হুঁ হাঁ করে যাচ্ছিলেন। ব্রিজলাল আগরওয়ালের বয়স ষাটের কাছাকাছি। বোতলের মতো লম্বা মুখ লোকটার, চুলে গাঢ় করে কলপ দেওয়া। গোটা শরীর যেন চর্বির পাহাড়। কোমরের ঘের প্রায় দেড়শো ইঞ্চি! মড ছোকরাদের মতো দামী চমকদার টেরিকটের ট্রাউজার আর শার্ট পরেছেন ব্রিজলাল। চোখে সোনালী ফ্রেমে হেক্সাগোনাল চশমা। চওড়া কব্জিতে ইলেকট্রনিক্সের ঢাউস ঘড়ি। গা থেকে ভুর ভুর করে সেন্টের গন্ধ উঠে আসছিল।

ভদ্রলোককে দেখতে দেখতে অশোকের বার বার মনে হচ্ছিল একটা প্রকাণ্ড জলহস্তী কোট প্যাণ্ট পরে তার সামনে বসে আছে।

ব্রিজলাল বললেন, 'তা হলে ও বাতই ঠিক হয়ে গেল। দেরি করার দরকার নেই। কোম্পানি এক উইকের ভেতর ইনভেস্টমেণ্টের জন্য ব্যাঙ্কগুলোতে চিঠি লিখুক। এক মাসের ভিতর মার্কেটে শেয়ার ছাড়ার বন্দোবস্ত করে ফেলুক।'

কাসে´টজি বিলিমোরিয়া জুতোর ডগা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত পাক্কা সায়েব। এঁর বয়সও ষাটের মতো। হাইট প্রায় সাড়ে ছ' ফুট। লালচে চুল, গ্রীকদের মতো নাক সটান কপাল থেকে নেমে এসেছে, উজ্জ্বল চোখ, টকটকে রঙ। শরীরে এক গ্রাম বাজে ফ্যাট নেই। পরনে ধবধবে সাদা ট্রাউজার আর বুশ শার্ট। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। ভদ্রলোককে ঘিরে এমন এক ব্যক্তিত্ব রয়েছে যাতে রীতিমত সম্ভ্রম হয়। ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি তাঁর মধ্যে আর যা আছে তা হল সুরুচি। পোশাক, চেহারা, কথা বলার ভঙ্গি, সব ব্যাপারেই বিলিমোরিয়া এবং আগরওয়ালের মধ্যে তফাতটা এমনই, মনে হয়, ওঁরা আলাদা আলাদা দুই কন্টিনেন্টের মানুষ।

ফ্যাশনেব্‌ল পাইপে তামাক পুরে লাইটার দিয়ে ধরিয়ে নিলেন বিলিমোরিয়া। তারপর বললেন, 'আগরওয়াল সাহেব যা বলেছেন তাই করা হোক। এখন কাজ শুরু করলে সব কিছু ফাইনালাইজ্‌ড হতে হতে কম করেও

বছরখানেক লেগে যাবে। এদিকে যত দেরি হবে, ওদিকটাও তত পিছিয়ে যাবে।' বলতে বলতে অশোকের দিকে ফিরলেন, 'আপনি কি বলেন স্যর ?'

অশোক প্রতিটি লোকের প্রতিটি কথা খুব মন দিয়ে শুনে যাচ্ছিল। সবার ম্যানারিজ্‌ম এবং অঙ্গভঙ্গিও লক্ষ্য করছিল। এখানে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের সবাই কোম্পানির মহামান্য মাল্‌টিমিলিওনেয়ার ডাইরেক্টার! মীটিং-এর সময় তাঁদের কেউ টুথপিক দিয়ে দাঁত খুঁটছেন, কেউ রুপোর খড়কে বার করে কান চুলকোচ্ছেন, আবার কেউ বা আরামদায়ক সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে চুরি করে কিঞ্চিৎ ঘুমিয়ে নিচ্ছেন। আবার কেউ কেউ কষে বাঁধা তাদের মতো মেরুদণ্ড এবং স্নায়ু টান টান করে বসে আছেন। সবাইকে লক্ষ্য করতে করতে ভেতরে ভেতরে অন্য কথা ভাবছিল অশোক।.সে বলল, 'আপনাদের আগেই বলেছি আমি এখানে একেবারে নতুন। কী করলে এক্সপ্যানশানের ব্যাপারটা এক্সপীডাইট করানো যায়, আমার পরিষ্কার ধারণা নেই। আপনারা সবাই ইণ্ডাস্ট্রি সম্পর্কে এক্সপীরিয়েন্সড। ফ্যাক্টরি এক্সপ্যানশানের ব্যাপারে যা বললেন তা করলে যদি কাজটা তাড়াতাড়ি হয় এতে আমার সমর্থন আছে। তবে আমি অন্য একটা কথা জানতে চাই।'

বিলিমোরিয়া বললেন, 'অবশ্যই। বলুন কী জানতে চান—'

'দশ কোটি টাকা ইনভেস্ট করে যে এক্সপ্যানশানের প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে তাতে কত নতুন লোক নেওয়া হবে ?'

বিলিমোরিয়া সেক্রেটারির দিকে ফিরে বললেন, 'মিস্টার কার্লেকার; উড ইউ প্লীজ গিভ দি ফিগার—'

কার্লেকার বললেন, 'এখনও ঠিক হয় নি স্যর।'

ডান দিক থেকে শঙ্করপ্রসাদ বললেন, 'যত কম লোক নিয়ে পারা যায়—'

অশোক বলল, 'বছরে এক লাখ টায়ার তৈরির জন্যে এখন লোক আছে তিন হাজার। তিন লাখ টায়ার তৈরি করতে নিশ্চয়ই তার থ্রী টাইম্‌স ওয়ার্কার দরকার হবে।'

যে ডাইরেক্টাররা কাত হয়ে কান বা দাঁত খুঁটছিলেন কিংবা একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিলেন, লোক নেবার কথায় তাঁরা সবাই ধড়মড় করে খাড়া হয়ে বসলেন। তারপর সোজা অশোকের চোখের দিকে তাকালেন।

বিলিমোরিয়া বললেন, 'স্যর, আপনি নিশ্চয়ই জানেন একটা ফ্যাক্টরির সেট-আপ তৈরি হয়ে গেলে তারপর এক্সপ্যানশানের সময় বেশি লোক দরকার হয় না।'

অশোক বলল, 'তবু, আপনার ধারণা কত লোক দরকার হবে? একজ্যাক্ট ফিগার চাইছি না। এ্যাপ্রক্সিমেট একটা ফিগার—'

ব্রিজলাল আগরওয়াল মোটা খ্যাসখেসে গলায় বললেন, 'মিনিমাম, মিনিমাম। লোক না নিতে পারলেই ভাল হয়। জানেনই তো, আজকাল ফ্যাক্টরি-ট্যাক্টরি চালানো কি ঝামেলা! লেবার ট্রাবুল তো ক্রোনিক ডিসেণ্টেরির মতো লেগেই আছে। যে কোটা লেবার আপনি লিবেন, মনে রাখবেন তার দশগুণ করে লাফরা আর প্রোবলেমকে গলায় ফুলের মালা পরিয়ে তালিয়া বাজাতে বাজাতে অন্দরে ঢুকিয়ে ফেললেন। তাই বলছিলাম যত মিনিমাম লাফরা জোটানো যায়।'

অশোক বলল, 'ফ্যাক্টরি মানেই যখন ট্রাবল আর প্রবলেম তখন এ সব না চালালেই হয়। উই মে পুল দা শাটার ডাউন।'

আগরওয়াল নড়েচড়ে বসলেন। হেক্সাগোনাল চশমার ভেতর দিয়ে অশোককে দেখতে দেখতে বললেন, 'হেবিট স্যর, অভ্যাস। আঠারো বছর উমর থেকে ইণ্ডাস্ট্রি চালিয়ে আসছি। হার্ট আর লাংসের ভেতর বেপারটা ঢুকে গেছে। ওটা বাদ দিয়ে এখন আর কিছু ভাবতে পারি না।'

এধারে কার্লেকারের সঙ্গে নিচু গলায় কথাবার্তা বলে অশোকের দিকে ফিরলেন বিলিমোরিয়া, 'স্যর, এ্যাপ্রক্সিমেট্‌লি ক্লার্ক, ওয়ার্কার, অফিসার—এই সব মিলিয়ে হাজার দেড়েকের মতো লোক লাগবে।'

অশোক জানতে চাইল, 'দেড় হাজার লোকের পক্ষে দু লাখ এক্সট্রা টায়ার তৈরি করা সম্ভব?'

বিলিমোরিয়া একটু ভেবে বললেন, 'আই ডোণ্ট থিঙ্ক সো—'

'তবে?'

'আমাদের পুরনো যে স্টাফ আছে তাদের আর নতুন এমপ্লয়ীদের ডাব্‌ল শিফ্‌ট, ওভারটাইম করিয়ে প্রোডাকশান করিয়ে নেওয়া যাবে বলেই আমার ধারণা। ওভারটাইম আর ডাব্‌ল শিফ্‌ট পেলে ওয়ার্কাররাও খুশি থাকবে।'

'এতে লাভ কী? আলাদা শিফ্‌ট দিলে কি ওভারটাইম করালেও তো টাকা দিতে হবে। তার চাইতে আরো নতুন লোক নিলেই হয়।'

'নতুন লোক বেশি নেওয়া মানেই কোম্পানির বেশি কমিট্‌মেণ্ট, বেশি ইনভল্‌ভমেণ্ট। প্রতিটি এমপ্লয়ীকে তখন প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি, বোনাস, মেডিক্যাল ফেসিলিটি, হাউস রেণ্ট ইত্যাদি দিতে হবে। আই মীন, কোম্পানি এসব দিতে বাধ্য। কিন্তু ইচ্ছা করলে আমরা ওভারটাইম বা ডাব্‌ল শিফ্‌ট

না-ও দিতে পারি, ওটা কোম্পানির মর্জির ওপর ডিপেণ্ড করে। এদিকে ওভারটাইম বা ডাব্‌ল শিফ্‌টের লোভে ওয়ার্কাররা ঝামেলা-টামেলা করে না। অর্থাৎ কমিট্‌মেণ্ট কম, প্রোডাকশান বেশি। দিস ইজ আওয়ার পলিসি।'

অন্য ডাইরেক্টাররাও কোরাসে এতে সায় দিল।

অশোক ভাবল চতুর বিজনেসম্যান হিসেবে পলিসিটা হয়তো ঠিকই। কিন্তু দেশের লক্ষ লক্ষ বেকারের দিক থেকে এ পদ্ধতি বিপজ্জনক। ওভারটাইম আর ডাব্‌ল শিফ্‌ট না দিলে নতুন দু হাজার লোকের জায়গায় চার হাজার লোক নেওয়া যেত। দু হাজার লোক চাকরি পেলে দু হাজারটা ফ্যামিলি বেঁচে যেতে পারত। কিছু ওভারটাইমের ঘুষ দিয়ে দু হাজার পরিবারকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তা ছাড়া শ্রমিকদের মধ্যেও এক দলকে কিছু বাড়তি টাকা পয়সার ব্যবস্থা করে দিয়ে একটা নতুন ক্লাস তৈরি করা হচ্ছে। স্বাভাবিক কারণেই তারা চাইবে না, তাদের এক্সট্রা সুযোগ সুবিধা বন্ধ হয়ে নতুন লোকজন আসুক।

অশোক একবার ভাবল, ওভারটাইম বা একজনকে দিয়ে ডাব্‌ল শিফ্‌ট করিয়ে প্রোডাকশান বাড়ানো নয়, প্রয়োজনীয় সব ক'টি লোক নেবার জন্য চাপ দেবে। পরক্ষণেই চিন্তা করল, আজ নয়। প্রথম দিনেই কনফ্রণ্টেসন করাটা ঠিক হবে না। কারণ দেখা যাচ্ছে কোম্পানির পলিসির ব্যাপারে সব ডাইরেক্টরই একমত। এদের বিরুদ্ধে গেলে সবাই কোরাসে চিৎকার শুরু করে দেবে। অশোক ভাবল, এখন কিছুদিন সব লক্ষ্য করে যাবে, তারপর সময় এবং সুযোগ মতো এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারের পলিসির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে।

আর কিছুক্ষণ এলোমেলো আলোচনার পর টায়ার কোম্পানির বোর্ড মীটিং শেষ হল। তারপর চন্দ্রকান্তর সঙ্গে নিজের চেম্বারে ফিরে এলো অশোক।

এর মধ্যে টেবলের ওপর আরও কয়েকজনের টেলিগ্রাম আর টেলেক্স মেসেজ জমা হয়েছে। সবগুলোতেই রয়েছে আন্তরিক অভিনন্দন।

প্রাইভেট সেক্রেটারি পার্ল তার টেবল থেকে উঠে এসে জানালো অশোক যখন বোর্ড মীটিং-এ ছিল সেই সময় বম্বে বাঙ্গালোর আমেদাবাদ মাদ্রাজ দিল্লী কানপুর ইত্যাদি সেণ্টার থেকে অভিনন্দন জানাবার জন্য অনেক ট্রাঙ্ক কল এসেছিল। যে সব শিল্পপতি এবং তাদের কোম্পানির ডিলাররা ফোন করেছিলেন তাঁদের সবার নাম টুকে রেখেছে পার্ল। নোটবুক খুলে নামগুলো পড়ে গেল সে।

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'স্যর, আমাদের একটা কাজ করতে হবে।'

অশোক জানতে চাইল, 'কী কাজ ?'

'এত লোককে আলাদা আলাদা করে অভিনন্দনের জন্যে ধন্যবাদ জানানো সম্ভব না। দেশের নানা জায়গায় যত প্রিন্সিপ্যাল নিউজ পেপার আছে সেখানে স্পেস বুক করে সবাইকে কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ জানাতে হবে। তাতে কাজটা একসঙ্গে হয়ে যাবে, এই আর কি।'

'এতে কত খরচ পড়বে ?'

মনে মনে হিসেব কষে চন্দ্রকান্ত বললেন, 'পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা।'

শুধু ধন্যবাদ জানাবার জন্য পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা। অর্থের কি ভয়াবহ এবং বিপুল অপচয়! চট করে হরনাথের সংসারের ছবিটা সিনেমার স্লাইডের মতো অশোকের চোখের সামনে ফুটে উঠল। ঐ টাকায় কম করে বারোটা বছর হরকাকার সংসার চলে যাবে। অশোক বলল, 'এভাবে টাকা-খরচ করে ধন্যবাদ জানানো নিয়ম নাকি ?'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'নিয়ম কিছু নেই। তবে কেউ অভিনন্দন জানালে আমাদের তো কিছু করতে হবে। এটা স্যর কার্টসি, প্রায় সব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসেই এ রকম চেঞ্জ হলে সবাই অভিনন্দন জানায়। ফলে তাদের ধন্যবাদও জানাতে হয়।'

'আই সী। কার্টসির বেশ দাম আছে বলুন—'

চন্দ্রকান্ত উত্তর দিলেন না, অল্প হাসলেন।

একটু চুপচাপ। তারপর হঠাৎ ঘড়ি দেখে চন্দ্রকান্ত বললেন, 'স্যর, ওয়াগন ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের বোর্ড মীটিং এখনই শুরু হবে। দয়া করে আরেক বার আপনাকে কনফারেন্স রুমে যেতে হবে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে অশোককে নিয়ে চন্দ্রকান্ত কনফারেন্স রুমে চলে এলেন।

এই হাউসের ওয়াগন ইউনিটের নাম ন্যাশনাল ওয়াগন কোম্পানি। দেখা গেল ন্যাশনাল ওয়াগনের সব ডাইরেক্টরই এসে গেছেন। তাঁদের মধ্যে বিলিমোরিয়া আগরওয়াল এবং শঙ্করপ্রসাদ বসুকেও দেখা গেল। বাকীরা নতুন। অর্থাৎ টায়ার ইউনিটের মতো আগরওয়াল, বিলিমোরিয়া এবং শঙ্করপ্রসাদ ওয়াগন ইউনিটেরও ডাইরেক্টর। কোম্পানি সেক্রেটারি কার্লেকারকেও এখানে দেখা গেল।

আগের বারের মতোই এখনকার মীটিং-এও অশোককে দেখে সবাই উঠে দাঁড়ালেন। প্রথম বার অশোক যতটা আড়ষ্ট ছিল, এবার সেই তুলনায় অনেক সহজ এবং স্বাভাবিক হয়েছে। সবাইকে বসতে বলে অর্ধবৃত্তাকার কনফারেন্স

টেবলের মাঝখানে বসল সে। কার্লেকার আগের বারের মতোই জানিয়ে দিলেন, তাঁদের ওয়াগন ইউনিটে এঞ্জিনীয়ার এ্যাপ্রেন্টিস নেওয়া হবে। গভর্ণমেন্টের এটা পলিসি। প্রতি বছর কান্ট্রির প্রতিটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটকে এ্যাপ্রেন্টিস নিতে হবে। গভর্ণমেন্টের পলিসি অনুযায়ী পাঁচ বছর ধরে এই হাউস পঞ্চাশ জন করে এ্যাপ্রেন্টিস নিচ্ছে। এবারও নেওয়া হবে। সে ব্যাপারে অনুমোদন নেবার জন্য আজকের এই মীটিং।

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'এ্যাপ্রেন্টিসশিপের পিরিয়ডটা কতদিনের জন্যে?'

কার্লেকার বললেন, 'তিন বছর।'

'কত টাকা করে তাদের এ্যালাওয়েন্স দেওয়া হয়?'

'ফার্স্ট ইয়ারে আড়াইশো, সেকেণ্ড ইয়ারে তিনশো, থার্ড ইয়ারে চারশো—'

'এদের কোয়ালিফিকেশন কী?'

'ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রি ইন এঞ্জিনীয়ারিং। ফার্স্ট ক্লাশ পাওয়া না গেলে হাই সেকেণ্ড ক্লাস হতেই হবে।'

'এ্যাপ্রেন্টিসশিপ পিরিয়ড শেষ হলে কোম্পানি এ্যাবজর্ব করে নেয় তো?'

এই সময় বিলিমোরিয়া বললেন, 'দ্যাট ডিপেণ্ডস—'

অশোক তাঁর দিকে ফিরল, 'সেটা কি রকম?'

'এ্যাপ্রেন্টিসদের রেকর্ড যদি এক্সট্রা-অর্ডিনারি হয় তবেই তাদের নেওয়া হয়।'

অশোক আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পঞ্চাশজন এ্যাপ্রেন্টিস নেবার ব্যাপারে বোর্ড অনুমোদন দিয়ে দিল। অশোক আর চন্দ্রকান্ত আবার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের চেম্বারে ফিরে এলেন।

উনিশ

লাঞ্চ একটায়। এখন বারোটা বেজে পঁচিশ। লাঞ্চের আগে আর কোন প্রোগ্রাম নেই।

এখনও টেলিফোনের লাইনগুলো ভয়ানক ব্যস্ত। লোকাল কল তো আছেই, লং ডিসট্যান্স রুট থেকেও অনবরত অভিনন্দন আসছে। টেলিফোনগুলো ক্রেডেলে নামিয়ে রাখার সময় পাওয়া যাচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠছে।

বেয়ারারা আগের মতই ডজন ডজন টেলেক্স মেসেজ আর টেলিগ্রাম টেবলের ওপর রেখে যাচ্ছে।

ফোন এলে পার্লই প্রথমে কথা বলে অশোকের হাতে দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ইণ্টারন্যাল কানেকসানের একটা লাইন আসতেই পার্ল কথা বলে রিসিভারের মুখে হাত চাপা দিয়ে অশোককে বলল, 'স্যর, অপারেটর বলছে, একজন মহিলা সকাল থেকে দশ বার আপনাকে ফোন করেছেন। আপনার কাছে তাঁর কী দরকার বার বার জিজ্ঞেস করলেও কিছুতেই বলছেন না। যা বলবার তিনি আপনার কাছেই বলতে চান। আপনি কি কথা বলবেন?'

অশোক বলল, 'মহিলা কে?'

'নাম বলতে চাইছেন না। শুধু জানিয়েছেন তিনি আপনার পরিচিত।'

অশোক ভাবতে চেষ্টা করল, কে হতে পারে। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কিছুটা দ্বিধান্বিতের মতো পার্লের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল অশোক। পার্ল টেলিফোনটা এগিয়ে দিল।

'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে প্রায় আজন্মের চেনা একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'যাক, দশ বারের চেষ্টায় তোমাকে পাওয়া গেল। আজ কেমন লাগছে?'

'আরে, রেখা তুমি!' রেখার গলা শুনে অশোক যতটা খুশি, তার চাইতে অনেক বেশি অবাক হয়েছে। এই মুহূর্তে অন্তত রেখার ফোনের কথা সে ভাবে নি।

রেখা বলল, 'কি আশ্চর্য, টপ অফ দি ওয়ার্ল্ডে বসে আমার গলার স্বর তুমি মনে করে রাখতে পেরেছ। দারুণ সৌভাগ্য আমার।'

'কী যা তা বলছ।'

'যা তা।' অদ্ভুত শব্দ করে একটু হাসল রেখা। তারপর বলল, 'তা হবে। যাক গে, আজ সকালে খবরের কাগজে তোমার ছবি আর দেশের টপ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হবার খবরটা দেখেই প্রথমে পোস্ট অফিসে দৌড়লাম। সেখানে লাইন দিয়ে যত বার তোমার বাড়িতে ফোন করি ততবার এনগেজড টোন আসে।'

অশোক বলল, 'হ্যাঁ সকালে বাড়ির লাইনগুলো খুবই বিজি ছিল। ফোন করার কী দরকার ছিল, তুমি চলে এলেই পারতে।'

রেখা শেষ কথাটার কোন উত্তর দিল না। বলতে লাগল, 'তারপর দশটার পর থেকে তোমার অফিসে লাইন ধরতে চেষ্টা করছি। যত বার কানেকসান পাই তত বারই তোমাদের অপারেটার আমার নাম, বাবার নাম, পিসেমশাইর

নাম, ছোট মাসীর ঠিকানা, তোমার কাছে আমার কী দরকার, তোমার সঙ্গে আমার কত দিনের আলাপ—এই সব জিজ্ঞেস করে লাইন কেটে দেয়। আমিও ছাড়বার পাত্রী না। তোমার সঙ্গে কথা বলতে হলে আই-বি ডিপার্টমেন্টের মতো এত কথার জবাব দিতে আমি রাজি না। জেদ চেপে গেল, তোমার সঙ্গে ফোনে কথা বলবই। শেষ পর্যন্ত অপারেটার তোমাকে লাইনটা দিয়েছে। সকাল সাতটা থেকে দুপুর পৌনে একটা। তোমাকে ফোনে পেতে পৌনে ছ ঘণ্টা লেগে গেল।'

'ঠিক আছে, অপারেটারকে বলে দিচ্ছি, তোমার নাম বললেই আমাকে লাইন দিয়ে দেবে।'

'তোমার গ্রেটনেস। কিন্তু—'

'কী ?'

'আজও তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ। কিছু দিন বাদে আর কি পারবে ? অপারেটারদের অনেক ইনপর্ট্যান্ট নাম মনে করে রাখতে হয়। সেই লিস্টে একটা বস্তির মেয়ের নাম না-ই বা থাকল।'

'তোমার কী হয়েছে বল তো ?'

'কী হবে '?

'প্রত্যেকটা কথায় একটা করে ফায়ার করে যাচ্ছ !'

'সে কি ! তোমাকে ফায়ার করব আমি ! আমি বস্তির বাসিন্দা একটা সাধারণ মেয়ে আর তুমি হচ্ছ ইণ্ডিয়ার টপমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। তোমাকে ফায়ার করার ক্ষমতা বা সাহস কোনটাই কি আমার আছে !'

'ফাইন। যাক গে, এখন তুমি কোথায় ?'

'তোমার কাছ থেকে কয়েক কোটি মাইল দূরে—'

'কী ফাজলামো হচ্ছে। বল না, কোথায় ?'

'মোটেও ফাজলামো না। একজন স্লাম-ডোয়েলার আর একজন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টাইকুনের মধ্যে তফাতটা কোটি মাইলের চাইতেও বেশি।'

'আমি কি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টাইকুন ?'

'আজকের এডিশানের খবরের কাগজগুলো হোল ইণ্ডিয়ার লোককে তো তা-ই জানিয়ে দিয়েছে। অস্বীকার করতে পারো ?'

'এ্যাট লিস্ট তুমি তো জানো আমি কী, তুমি কিন্তু ইচ্ছে করে আমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছ !'

আগের মতো সেই অদ্ভুত শব্দ করে হেসে উঠল রেখা, 'আমি সরিয়ে দিচ্ছি !

বেশ। শোন, দুটো ব্যাপারে তোমাকে ফোন করেছি।'

আগ্রহে ফোনের মাউথপীসের ওপর মুখটা প্রায় চেপে ধরল অশোক, 'কী ব্যাপার বল—'

'প্রথমে ইণ্ডিয়ার একজন ফ্রেশ নিউ শিল্পপতিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আরেকটা কথা, আমাদের পাড়ার ছেলেরা খবরের কাগজে তোমার খবর-টবর দেখে দারুণ এক্সাইটেড হয়ে আছে।'

'মানে—'

'ওদের ধারণা, এবার ওদের একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তুমিও ওদের এ্যাপ্লিকেসন নিয়ে দেখা করার কথা বলে এসেছিলে। তোমাকে ধরবার জন্যে ওরা অনেক বার ফোন করেছে। অপারেটার লাইন দেয় নি ; তাই ওরা আমার কাছে ছুটে এসেছিল। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

কলকাতা শহরের শেষ মাথায় প্যাচপেচে নোংরা গলির বস্তিবাসী যুবকেরা কেন তার সঙ্গে দেখা করতে চায়, অনেক আগে থেকেই সে তা জানে। কিন্তু চন্দ্রকান্তর সঙ্গে সেদিন চাকরি দেবার ব্যাপারে যে সব কথাবার্তা হয়েছিল তা খুব উৎসাহজনক নয়। তবু গলার স্বরে বেশ জোর দিয়েই সে বলল, 'নিশ্চয়ই দেখা করবে।'

'কবে দেখা করতে বলব ?'

একটু ভেবে অশোক বলল, 'নেক্সট উইকে এলে ভাল হয়।' সে ভাবল, এক সপ্তাহের মধ্যে এই হাউসের আবহাওয়া মোটামুটি বুঝে ফেলতে চেষ্টা করবে।

রেখা বলল, 'ঠিক আছে, তাই বলব।'

'এবার বল, তুমি কোথায় ?'

'বা রে, আগেই তো বলেছি।'

'প্লীজ রেখা—'

রেখা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এসপ্ল্যানেড পোস্ট অফিসের পাবলিক টেলিফোন বুথে।'

অশোক বলল, 'আরে, তুমি এত কাছে রয়েছ! এদিকে কোন কাজে এসেছিলে ?'

'হ্যাঁ। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড রিনিউ করতে। তারপর এসপ্ল্যানেডে এসে ভাবলাম তোমাকে ফোন করি।'

'আমার অফিস তো ডালহৌসিতে। স্ট্রেট এখানে চলে এলে না কেন ? আচ্ছা মিনিট পাঁচেক ওয়েট কর। আমি যাচ্ছি—'

'না না, তোমায় আসতে হবে না।'

'কেন ?'

'আমাকে এক্ষুনি বাড়ি ফিরতে হবে।'

'বাড়িতে এখন তোমার কী কাজ! ডালহৌসি থেকে আমার আসতে বেশিক্ষণ লাগবে না। প্লীজ, চলে যেও না। অনেক দিন একসঙ্গে বসে খাই না। কাছাকাছি যখন তোমাকে পাওয়াই গেছে তখন কিছুতেই ছাড়ছি না।'

'একসঙ্গে খাওয়াটা আজ কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। মা'র খুব অসুখ।'

অশোককে এবার বেশ উদ্বিগ্ন দেখাল। সে বলল, 'কী হয়েছে মাসিমার ?'

রেখা বলল, 'তিন দিন ধরে ভীষণ জ্বর। আমি না ফিরলে যমুনা আর শ্যামলী সব দিক সামলাতে পারবে না।'

'মাসিমার যখন এত অসুখ তখন বাড়ি থেকে বেরুলে কেন ? কোন মানে হয়!'

'কী করব, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড রিনিউ করার আজই যে লাস্ট ডেট।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে অশোক বলল, 'শোন, তোমাকে আর এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে ঘুরে ঘুরে হাঁটুর হাড় আলগা করে ফেলতে হবে না। আমার ধারণা, আমাদের হাউসে তোমাকে একটা কাজ দিতে পারব! প্লীজ, জাস্ট এ মিনিট—' রিসিভারের মুখে হাত চাপা দিয়ে চন্দ্রকান্তর দিকে ফিরল অশোক, 'মিস্টার রাহেজা, আমার পক্ষে দু-একজনকে কি এক্ষুনি চাকরি দেওয়া সম্ভব ?'

চন্দ্রকান্ত জানালেন, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ডাইরেক্টর বা চেয়ারম্যানদের চাকরি দেবার ব্যাপারে বিশেষ কিছু ক্ষমতা থাকে। যে কোন সময় দু-একজনকে তাঁরা চাকরি-টাকরি দিতে পারেন।

অশোক এবার রেখাকে বলল, 'এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের কার্ডটা তুমি ছিঁড়ে ফেলে দাও। ঐ স্ক্র্যাপটা মাদুলি করে আর গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে না। ফ্রম নেক্সট মান্থ তুমি আমাদের এখানে জয়েন করছ।'

আগের মতো অদ্ভুত শব্দ করে আরেক বার হেসে উঠল রেখা। হাসতেই লাগল।

অশোক কিছুটা অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল, 'কী হল, হাসছ যে!'

রেখা হাসির তোড় খানিকটা কমিয়ে এনে বলল, 'তুমি যখন টালিগঞ্জের বস্তিতে ছিলে তখন মিনিস্টার, এম-পি, এম-এল-এ, টপ গভর্ণমেণ্ট অফিসার, আর বড় বড় কোম্পানির চেয়ারম্যান কি ডাইরেক্টরদের চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ করে

একটা কথা বলতে। মনে আছে?'

'কী কথা?'

'ফেভারিটিজম—স্বজনপোষণ। বলতে ওরা নিজেদের লোক ছাড়া আর কাউকে চাকরি-টাকরি দেবে না। তুমি দেশের বিরাট একটা মনোপলি হাউসে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হয়ে কিন্তু সেই একই ব্যাপার করতে যাচ্ছ। হাজার হোক, বেশ কয়েকটা বছর আমরা একই বস্তিতে তো ছিলাম। তুমি আমাকে চিনতে, আমি তোমাকে চিনতাম। এখন যদি তুমি আমাকে দুম করে একটা চাকরি দিয়ে দাও, লোকে বলবে ফেভারিটিজম হচ্ছে। বলবে না?'

রেখার কথার মধ্যে অনেকগুলো সূক্ষ্ম এবং তীব্র খোঁচা রয়েছে। সেই ছেলেবেলা থেকে অশোক তাকে দেখে আসছে। সে নিজেকে যতটা জানে, রেখাকেও ঠিক ততটাই। তার স্বভাবের কোন কিছুই অশোকের কাছে গোপন বা অস্পষ্ট নেই। এমনিতে রেখা খুবই ধীর শান্ত এবং নম্র। একটু চাপা ধরনেরও। কোন কারণেই সে উত্তেজিত হয় না। কখনও তাকে রাগ করতে দেখে নি অশোক। কষ্ট হলে নিজের ভেতর নিজেকে গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকে মেয়েটা। তার কাছে এলে মনে হয় এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ায় সব উত্তাপ জুড়িয়ে যাচ্ছে।

অশোক চ্যালেঞ্জ নিয়ে এই ইণ্ডাস্টিয়াল হাউসে আসার পর থেকে সেই রেখা যেন অনেকটা বদলে যাচ্ছে। এখন সে অস্থির, অসহিষ্ণু। তার কথাবার্তার মধ্যে আক্রমণের ভঙ্গি থাকে। সে যেন ইচ্ছা করেই কিংবা মারাত্মক ভুল একটা ধারণার বশে অশোককে দূরে সরিয়ে দিতে শুরু করেছে।

তার গভীর বিশ্বাস, নিজে সে এতটুকু বদলায় নি। তার সামাজিক আইডেনটিটি একই আছে। অগুনতি কেম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হয়েও ভেতরে ভেতরে সেই বস্তিবাসী হ্যাভনট্‌দের দলেই থেকে গেছে সে।

অশোক কিছু বলতে যাচ্ছিল, আগেই রেখা বলে উঠল, 'তা ছাড়া তুমি ওখানে সোসাল প্যাটার্ন বদলে দেবার জন্যে গেছ। আমার মতো দু-একজনের চাকরি পাইয়ে দেবার জন্যে নিশ্চয়ই না।'

অশোকের মতো স্মার্ট ছেলেও থতমত খেয়ে গেল। সে বলল, 'না, মানে—'

রেখা বলল, 'ফোন ছেড়ে দিচ্ছি। পেছনে লম্বা লাইন পড়ে গেছে। টেলিফোন আটকে রাখা ঠিক হবে না।'

অশোক ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'প্লীজ, আরেকটু। মাসিমার যখন অসুখ, তুমি বাড়ি চলে যাও। অমি সন্ধ্যের সময় যাচ্ছি। বাড়ি থেকো কিন্তু—'

'সত্যি আসবে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আসব, তুমি দেখ। ওবেলা আমি টোটালি ফ্রী।'

'এর আগেও তুমি অনেক বার বলেছ কিন্তু আসো নি।'

'আজ ঠিক আসব। প্লীজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেও না। সাড়ে পাঁচটা কি ছ'টার মধ্যে আসছি।'

রেখা লাইনটা কেটে দিল।

কুড়ি

ঠিক একটায় লাঞ্চের জন্য চন্দ্রকান্তর সঙ্গে ওল্ড বালিগঞ্জের বাড়িতে চলে এলো অশোক। খাওয়া-দাওয়ার পর পঁয়তাল্লিশ মিনিট ডিভানে শুয়ে থাকল। তার পর কাঁটায় কাঁটায় আড়াইটায় আবার অফিসে তার চেম্বারে ফিরে এলো।

এর মধ্যে অভিনন্দন জানিয়ে আরো কিছু টেলিগ্রাম এবং টেলেক্স মেসেজ এসেছে। পার্ল জানালো বাইরে থেকে আরো ট্রাঙ্ক কল এসেছিল ; সে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে দিয়েছে।

অশোক আসার পর আরো কিছু ফোন-টোন এলো। তারপর ঘড়িতে যখন ঠিক তিনটে, বেয়ারা স্লিপ নিয়ে এলো। কোম্পানির ইউনিয়ন লিডাররা তার সঙ্গে দেখা করার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে।

অশোকের মনে পড়ল, সকালেই চন্দ্রকান্ত জানিয়ে দিয়েছিলেন, আজকের প্রোগ্রামের মধ্যে ইউনিয়ন লিডারদের দেখা করার কথা আছে। স্লিপটা চন্দ্রকান্তর দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

চন্দ্রকান্ত স্লিপটা একবার দেখে সেই বেয়ারাটাকে বললেন, 'সাবলোগকো অন্দর আনে বোলো।'

বেয়ারা চলে গেল।

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'আমাদের হাউসে যতগুলো ইউনিয়ন আছে তার মধ্যে এটা সব চাইতে বড়। আর ভীষণ মিলিটান্ট। স্যর, ওঁদের সঙ্গে কথা বলার সময় কেয়ারফুল থাকবেন।'

অশোকের চোখ কুঁচকে গেল। একটু মজা করে সে বলল, 'কেন, ফিজিক্যালি এ্যাসাল্টেড হবার সম্ভাবনা আছে নাকি ? কিংবা ঘেরাও ?'

চন্দ্রকান্ত বিব্রতভাবে বললেন, 'না না, তা নয়। দে আর আফটার অল ফাইন জেন্টলমেন। কথায় কথায় ওয়ার্কারদের ফেভারে কিছু কমিট করিয়ে নিতে পারেন।'

অশোক বলতে যাচ্ছিল, যদি ইউনিয়ন লিডাররা তাই করিয়ে নিতে পারেন সে খুশিই হবে। এক্সপ্লয়টেড ক্লাস আর হ্যাভ-নট্‌দের জন্যই তার এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসে আসা। একদিকে এ্যাফ্লুয়েন্সের পাহাড়, আরেক দিকে পভার্টি লাইনের তলায় শতকরা আশীজন লোকের কোনরকমে টিকে থাকা—এই তুইয়ের মাঝখানে যে পার্থক্য রয়েছে সেটা ঘুচিয়ে দিতেই হবে। নিজের প্রতিজ্ঞা এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রতি মুহূর্তে সে সচেতন। সেটা হল দেশের ভয়াবহ সোসাল প্যাটার্নটা আমূল বদলে দেওয়া।

অশোক কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই চন্দ্রকান্ত আবার বলে উঠলেন 'অবশ্য আজকের মীটিং-এ ওঁরা কোন দাবী-দাওয়া নিয়ে আসছেন না, একেবারে ইনফরম্যাল গেট-টুগেদার। নতুন ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করাই ওঁদের উদ্দেশ্য। তবু বিরুদ্ধ পক্ষের লোক তো। ট্রেড ইউনিয়ন করে করে এককে জন চুল পাকিয়ে ফেলেছে। তাই যতটা সাবধান থাকা যায়—'

অশোক উত্তর দিল না। একটু ভেবে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের হাউসে কি এই একটাই ইউনিয়ন ?'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'ওয়ান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউস, ওয়ান ইউনিয়ন—এ আপনি কোথাও পাবেন না। এরা ছাড়া আরো চারটে ইউনিয়ন আমাদের হাউসে। সেগুলো ইনসিগনিফিকাণ্ট।'

ওঁদের কথার মধ্যেই ইউনিয়ন লিডাররা চেম্বারে এসে ঢুকলেন। ওঁরা মোট পাঁচজন। অশোক উঠে দাঁড়িয়ে রীতিমত অভ্যর্থনা করার ভঙ্গিতে বলল, 'আসুন আসুন—' বলতে বলতে হঠাৎ তার চোখে পড়ল শ্রমিক নেতাদের মধ্যে হরনাথও রয়েছে। এতদিন অর্থাৎ টালিগঞ্জের সেই ব্যারাকবাড়িতে থাকতে অশোকের ধারণা ছিল হরনাথ খুব নিচের স্তরের একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। কিন্তু দেশের বিরাট এক মনোপলি হাউসের সব চাইতে বড় ইউনিয়নটির মাত্র পাঁচজন লিডারের মধ্যে তাকে দেখে অশোকের ধারণা বদলে গেল।

অশোকের সামনে অর্ধবৃত্তাকার সুবিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবলটার ওধারে বেশ কয়েকটি দামী আর আরামদায়ক চেয়ার সাজানো রয়েছে। শ্রমিক

নেতাদের সঙ্গে হরনাথ সেখানে বসে পড়েছেন। নিজের চেয়ারে বসতে বসতে অশোক বলল, 'হরকাকা তোমাকে এখানে দেখব, ভাবি নি!'

হরনাথ হাসল, 'তুমিও যে একদিন এই এয়ার-কণ্ডিসাণ্ড ঘরে ঐ চেয়ারটায় বসবে, তা-ই বা কে ভাবতে পেরেছিল!'

শ্রমিক নেতারা রীতিমত অবাকই হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা একবার হরনাথের দিকে, আরেক বার অশোকের দিকে তাকাচ্ছিলেন। ওঁদের মধ্যে একজন হরনাথকে বললেন, 'আরে হরদা, আমাদের নতুন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর তোমার ভাইপো নাকি?'

হরনাথ বলল, 'অফিসের বাইরে আমরা কাকা-ভাইপো। কিন্তু অফিসের ভেতরে একজন ওয়ার্কার, আরেক জন মালিক। মানে আমরা বিরুদ্ধ পক্ষ—' অশোকের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, 'তাই না?'

অশোক বলল, 'অফিসের ভেতরে কাকা-ভাইপোর সম্পর্ক থাকলে কিছু ক্ষতি হয় না।'

'আমার ধারণা, হয়।' হরনাথ বলতে লাগল, 'তাতে আমার পক্ষে ওয়ার্কারদের হয়ে লড়াই করতে অসুবিধা হবে।'

হরনাথকে খুবই সীরিয়াস দেখাচ্ছে। সেদিন রাত্তিরে অশোক যখন রেখাকে ব্যারাকবাড়িতে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল তখনও এ জাতীয় কথা বলেছে হরনাথ। মালিক এবং শ্রমিক, এই দুই ক্লাসের মাঝখানে স্পষ্ট একটি সীমারেখা সে বজায় রাখতে চায়। ক্লাস স্ট্রাগলের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ককে সে একেবারেই জড়াতে চায় না। হয়তো তার ধারণায় এতে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা কাকা হয়ে ভাইপোর ওপর শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী-টাবী নিয়ে জোরাজুরি করতে আটকাতে পারে। চক্ষুলজ্জা, ভদ্রতা, পারস্পরিক সম্পর্ক তখন প্রবল বাধা হয়ে যে দাঁড়াবে না, তা কে বলতে পারে। তাই আগেভাগেই নিজেকে সজাগ করে রেখেছে হরনাথ।

অশোকের কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। হরনাথ এখানে, এই সব লোকের সামনে পরস্পরের সম্পর্ক নিয়ে এমন ভাবে কথা বলবে, এটা সে ভাবতে পারে নি। সেদিন রাত্রে ব্যারাকবাড়িতে হরনাথ যখন প্রথম এই কথা বলেছিল তখন ব্যাপারটাকে খুবই হাল্কাভাবে নিয়েছিল অশোক। ভাবে নি, সত্যি সত্যি ব্যাপারটা এত সীরিয়াস। ভাবে নি, নিজেদের স্ট্রাগলিং ক্লাস থেকে এক ধাক্কায় হরকাকা তাকে এ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটিতে ঠেলে দেবে। অথচ ব্যারাকবাড়ির প্রত্যেকটা লোককে—রেখাকে, হরনাথকে, মালতীকে—সে বলে

এসেছে, কেন এখানে এসেছে, কী তার লক্ষ্য, কী তার প্রতিজ্ঞা। অথচ এরা প্রত্যেকেই ভুল বুঝে বসে আছে।

দারুণ এক অভিমান হতে লাগল অশোকের। সে হরনাথকে কিছু বলল না।

হরনাথের ডান দিকে যে ইউনিয়ন লিডারটি বসে আছেন তাঁর বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন। পাতলা ধারালো চেহারা, নাকমুখ কাটা কাটা। পরনে মোটা কাপড়ের পাজামা আর গেরুয়া পাঞ্জাবী, চোখে পুরু লেন্সের চশমা, কাঁধ থেকে একটা লম্বা কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে। ভদ্রলোক বললেন, 'স্যর, প্রথমে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।' বলে সঙ্গীদের দেখিয়ে বলতে লাগলেন, 'ইনি রণজিৎ সমাদ্দার, আমাদের ইউনিয়নের সেক্রেটারি ; উনি রামরতন দুবে, ট্রেজারার , হরনাথদা তো আপনার কাকাই হন, উনি এ বছর ইলেকসানে জয়েন্ট সেক্রেটারি হয়েছেন ; উনি আবদুল তালেব, ভাইস প্রেসিডেন্ট। আর আমি ইন্দ্রনাথ চৌধুরী, ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট।'

ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর নামটা চেনা। খবরের কাগজে ওঁর নাম বহু বার চোখে পড়েছে অশোকের। এই বিশাল মনোপলি হাউসের যে কোন স্ট্রাইক, লক-আউট বা অন্য কোন রকম লেবার ট্রাবলের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের নামটা জড়ানো থাকে। তবে ইউনিয়নে হরকাকার জয়েন্ট সেক্রেটারি হবার খবরটা সে জানত না। বরাবরই অশোক দেখে এসেছে অফিস বা ইউনিয়ন সংক্রান্ত কোন ব্যাপারেই বাড়িতে বিশেষ কোন কথা-টথা বলত না হরনাথ। এ বিষয়ে সে ভীষণ চাপা।

অশোক হাত জোড় করে সবাইকে নমস্কার করল। শ্রমিক নেতারাও প্রতি-নমস্কার জানালেন।

ইন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে কিছুটা মজার ভঙ্গিতে বললেন, 'একেবারে গোড়াতেই একটা ব্যাপার ক্লিয়ার করে নিতে চাই। আপনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কনস্ট্যান্ট লড়াইয়ের। আপনি আজই এই হাউসের টপ ম্যান হয়েছেন। আজ থেকেই আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে আমরা তৈরি হতে শুরু করেছি।'

অশোক অবাক হয়ে বলল, 'যুদ্ধ মানে ?'

'মানে মালিক আর শ্রমিকের লড়াই। হ্যাভ্‌স আর হ্যাভ-নট্‌দের সেই ইটারন্যাল ওয়ার।' ইন্দ্রনাথের বলার মধ্যে বক্তৃতার ঢং আছে। খুব সম্ভব দীর্ঘকাল শ্রমিকদের নিয়ে মীটিং করে করে ব্যাপারটা তাঁর মধ্যে ঢুকে গেছে। কথা বলতে গেলেই বক্তৃতার মতো হয়ে যায়।

অশোক বলল, 'আই সী—'

'পরে দেখবেন চার্টার অফ ডিমাণ্ড নিয়ে আপনার কাছে অনবরত আসছি।

আপনি আমাদের একটা ঘষা পয়সাও দিতে চাইছেন না, ওদিকে আমরা আদায় করে ছাড়বই। এই নিয়ে টেনসন, এক্সাইটমেন্ট, স্ট্রাইক, লক-আউট, অনেক কিছুই হতে পারে। কিন্তু আজ আমরা কোন দাবী নিয়ে আসি নি। আপনার নার্ভগুলোকে রিল্যাংক্সিং মুডে রাখতে পারেন। আজ আমরা এসেছি আমাদের হাউসের নতুন টপমোস্ট পার্সনটিকে দেখতে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে।'

অশোক হাল্কা গলায় বলল, 'দেখার পর ফিরে গিয়ে বুঝি ঠিক করবেন কি করে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি নেওয়া যায়।'

ইন্দ্রনাথ এবং তাঁর সঙ্গী অন্য শ্রমিক নেতারা বুঝতে পারছিলেন অশোক মজা করছে। তাঁরা হাসতে লাগলেন, 'তা যা বলেছেন স্যর। অপোনেন্টকে ভাল করে না জানলে লড়াইয়ের ছক তৈরি করতে অসুবিধা হয় বৈকি।'

এর মধ্যে চন্দ্রকান্ত বেয়ারাদের দিয়ে কফি, কাজু বাদাম, দামী কেক এবং নানা ধরনের বিস্কুট আনিয়ে সবাইকে দিয়েছেন।

কফিতে চুমুক দিয়ে অশোক টেবিলের ওপর অনেকখানি ঝুঁকে বলল, 'আপনারা তা হলে ধরেই নিয়েছেন আমি আপনাদের বিরুদ্ধ পক্ষ?'

ইন্দ্রনাথের মতো পাকা অভিজ্ঞ ট্রেড ইউনিয়ন লিডার প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলেন। তারপর আচমকা কি মনে পড়ে যেতে উৎসাহের গলায় বললেন, 'আমি একটা কথা শুনেছি স্যর—'

'কী?'

'আপনি সোসাল প্যাটার্ন চেঞ্জ করে দেবার চ্যালেঞ্জ নিয়ে এখানে এসেছেন।'

অশোক উত্তর দিল না। স্থির চোখে ইন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে রইল।

ইন্দ্রনাথ আবার বললেন, 'যদি স্যর সেটা পারেন, যদি আপনার জন্যে ওয়ার্কারদের স্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিংটা অন্তত মানুষের পর্যায়ে ওঠে আমাদের ইউনিয়ন আপনাকে ফুল সাপোর্ট দিয়ে যাবে। মনে রাখবেন ওয়ার্কিং ক্লাস সব সময় আপনার পেছনে থাকবে। আর যদি স্যর ট্রাডিসনাল মালিকদের মতোই আপনার অ্যাকটিভিটি হয় আমরা হোল লাইফ আপনার বিরুদ্ধে ওয়ার চালিয়ে যাব।'

অশোক একটু হাসল। তারপর বলল, 'আমি তো সবে এলাম। ক'দিন দেখুন ট্রাডিসনাল মালিকদের লাইনই ধরি, না ওয়ার্কারদের ওয়েল-ফেয়ারের জন্যে কিছু ব্যবস্থা করতে পারি।'

আরো কিছুক্ষণ গল্প-টল্প করে ইন্দ্রনাথ বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভীষণ ভাল লাগল। ইট্‌স এ নাইস মীটিং।'

অশোক বলল, 'আপনাদের সঙ্গে কথা বলে আমারও খুব ভাল লেগেছে।'

ইন্দ্রনাথ বললেন, 'আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করে গেলাম। আচ্ছা, আজ চলি—' বলতে বলতে উঠে পড়লেন।

অন্য শ্রমিক নেতারাও উঠে পড়েছিলেন।

অশোক বলল, 'সময় পেলে মাঝে মাঝে চলে আসবেন। আপনাদের কো-অপারেসন আমার দরকার হবে।

'ধন্যবাদ। নিশ্চয়ই আসব।'

অশোক দরজা পর্যন্ত সবাইকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে এলো।

চন্দ্রকান্ত এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নি। এবার প্রায় উচ্ছ্বসিত হয়েই বললেন, 'স্যর এক্সেলেণ্ট!'

ভদ্রলোকের উচ্ছ্বাসের কারণ ঠিক বুঝতে না পেরে অশোক খানিকটা বিমূঢ়ের মতোই তাঁর দিকে তাকাল।

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'আপনি একেবারে সীজণ্ড ম্যাচিওর ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের মতোই ইউনিয়ন লিডারদের ট্যাক্ল করেছেন। কে বলবে আপনার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউস চালাবার এক্সপীরিয়েন্স নেই। মনেই হয় না, আজই প্রথম এখানে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হয়ে এসেছেন।'

অশোকের বেশ মজা লাগছিল। সে বলল, 'তাই নাকি!'

'সিওর স্যর—'

ডানদিক থেকে পার্ল হঠাৎ বলে উঠল, 'স্যর যদি অনুমতি দ্যান একটা কথা বলি—'

ঘাড় ফিরিয়ে অশোক বলল, 'নিশ্চয়ই বলবেন—'

পার্ল বলল, 'আমি এখানে তিন বছর চ্যাটার্জি সাহেবের পি-এ'র কাজ করছি। উনিও ঠিক এই ভাবেই ইউনিয়ন লিডারদের ফেস করতেন।'

চন্দ্রকান্ত গলায় জোর দিয়ে বললেন, 'একজ্যাক্টলি।'

পার্ল এবং চন্দ্রকান্তর কথায় যথেষ্টই প্রশংসা রয়েছে। আর যা স্পষ্ট করে অনুভব করা যায় তা হল ফ্ল্যাটারি। ওরা দুজনেই বলেছে, শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে তার আচরণ সোমদেবের মতো হয়েছে। অর্থাৎ একজন ধুরন্ধর শিল্পপতি যে চাতুর্য এবং ডিপ্লোম্যাসি নিয়ে ইউনিয়ন লিডারদের মুখোমুখি বসে সেই সব লক্ষণ তার মধ্যেও ফুটে বেরিয়েছে। অশোক প্রায় চমকে উঠল। সে এখানে আসার আগে সোমদেব কি অলৌকিক কোন ম্যাজিসিয়ানের মতো তার ভেতর থেকে ফাইটিং স্পিরিট এবং সোসাল অর্ডার বদলে দেবার প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি সরিয়ে

সেখানে একটা ঘাঘী শিল্পপতির আত্মা ঢুকিয়ে দিয়েছেন? নাকি এই শীততাপনিয়ন্ত্রিত চেম্বারে এমন কিছু ব্যাপার আছে যাতে যে কেউ এখানে এসে বসুক না কেন, মুহূর্তে সে একটা দুর্দান্ত মালিকে রূপান্তরিত হয়ে যায়। অথচ সোমদেবের ওভারকোট বা ইউনিফর্ম গায়ে চাপিয়ে অশোক এখানে আসতে চায় নি। অশোক তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'তা হলে বোধ হয় ভুলই করেছি মিস সেথনা। মিস্টার রাহেজা, ইউনিয়ন লিডারদের সঙ্গে আমার অন্য ভাবে কথা বলা উচিত ছিল।'

পাল এবং চন্দ্রকান্ত হকচকিয়ে গেলেন। তাঁরা কী বলবেন ভেবে পেলেন না।

অশোক আবার বলল, 'আফটার অল আই এ্যাম নট এ্যানাদার সোমদেব চ্যাটার্জি। আরেক জন সোমদেব চ্যাটার্জী হবার জন্যে আমার এখানে আসার দরকার ছিল না! তিনি তো নিজেই ছিলেন। তাঁর একটা ইমিটেসন দিয়ে আর কী হবে। ইউ শুড নো, আই হ্যাভ কাম হিয়ার উইথ ডেফিনিট অ্যাণ্ড ডিসটিংক্ট পারপাস।'

চন্দ্রকান্ত কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় ফোন বেজে উঠল। পার্ল হাত বাড়িয়ে টেলিফোনটা তুলে দু-একটা কথা বলেই অশোকের দিকে এগিয়ে দিল, 'আপনার লাইন স্যর।' একটা নাম-করা খবরের কাগজের নাম করে জানালো ওখানকার কমার্সিয়াল এডিটর কথা বলতে চাইছেন।

অশোক 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে গলা ভেসে এলো, 'ব্যানার্জি সাহেব, হিয়ার ইজ দত্ত। আমাকে চিনতে পারছেন?'

অশোক রঘুবীর দত্তর নামটা মনে করতে পারল। সেদিন সোমদেব এই হেড অফিস বিল্ডিং-এর 'প্রেস রুমে' তার সঙ্গে এঁর আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। রঘুবীর ট্রেড কমার্স এবং ইণ্ডাস্ট্রি ওয়ার্ল্ডে'র একজন বাঘা জার্নালিস্ট। অশোক যখন ইউনিভার্সিটির ইকনমিক ডিপার্টমেণ্টের ছাত্র, এঁর অনেক লেখা পড়তে হয়েছে। যতদূর মনে আছে এশিয়ার ডেভলাপিং কাণ্ট্রির ইণ্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথের ব্যাপার নিয়ে ওঁর একটা ভাল বই আছে। অশোক বলল, 'নিশ্চয়ই পারছি। কেমন আছেন?'

রঘুবীর বললেন, 'ধন্যবাদ। বেশ ভাল আছি। আমি আপনার কাছে একটা ফেভার চাই।'

অশোক প্রতিধ্বনির মতো করে বলল, 'ফেভার!'

'ইয়েস। কাল সকালে, এ্যাট শার্প এইট আপনার বাড়িতে যেতে চাই। আধ ঘণ্টার মতো আপনাকে একটু বিরক্ত করব। ওনলি হাফ এ্যান আওয়ার।

নটন এ মিনিট মোর। দয়া করে ঐ সময়টা আর কোন এ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখবেন না।'

'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'তখনই বলব।'

'ঠিক আছে।'

'মেনি মেনি থ্যাঙ্কস। এখন আর আপনাকে বিরক্ত করব না। কাল দেখা হচ্ছে।'

ফোনটা নামিয়ে রাখতে গিয়ে অশোক বলল, 'আমি কোথায় থাকি আপনি জানেন তো?'

রঘুবীর বললেন, 'জানি।' তারপর ওল্ড বালিগঞ্জের ঠিকানাটা মুখস্থ বলার মতো করে বলে গেলেন।

অশোক অবাক, 'আপনাকে এই ঠিকানাটা কে দিলে?'

'স্যর, একটা খারাপ কথা বলছি। যমের পাবলিক রিলেশানস অফিসার আর জার্নালিস্ট, এই দুই প্রফেসানের লোকের সবার খবর জানতে হয়। আপনি কান্ট্রির একজন ভেরি ইম্পর্টান্ট পার্সন। ঠিকানা তো সামান্য ব্যাপার, আপনি রোজ ক' কাপ চা খান, ক' স্টেপ হাঁটেন, ক' ঘণ্টা ঘুমোন, সে সব খবরও আমি রাখি।'

অশোক একটু হেসে বলল, 'ধন্যবাদ। কাল আটটায় আপনার জন্য ওয়েট করব।'

রঘুবীরের সঙ্গে কথা বলে ঘড়ি দেখল অশোক। প্রায় পাঁচটা বাজে। রেখাকে সে বলেছিল ছ'টার মধ্যে ব্যারাকবাড়িতে যাবে। কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। আর পড়তেই অশোক চন্দ্রকান্তর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আজ আমার আর কোন কাজ আছে? এনি মোর প্রোগ্রাম?'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'না স্যর—'

অশোক কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বেয়ারা একটা স্লিপ নিয়ে এল। ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া চেম্বার অফ কর্মাস অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রির সেক্রেটারি অমল সারিন অশোকের সঙ্গে দেখা করতে চান। সারিনের কথা মনে আছে অশোকের। সেদিন সোমদেব চেম্বার অফ কমার্সে তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানেই সারিনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

অশোক বেয়ারাটাকে বলল, 'সাবকো আনে বোলো।'

বেয়ারা চলে গেল। একটু পর ঝকঝকে চেহারার মধ্যবয়সী সারিন অশোকের

চেম্বারে এলেন। এসেই সম্ভ্রমের ভঙ্গিতে বললেন, 'গুড ইভনিং স্যর।'

অশোক বলল, 'গুড ইভনিং, বসুন।'

মুখোমুখি বসতে বসতে অমল সারিন বললেন, 'চেম্বারের পক্ষ থেকে প্রথমেই দেশের এতবড় একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের লিডারশিপ নেবার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

'ধন্যবাদ।'

'অভিনন্দন জানানো ছাড়াও চেম্বার অন্য একটা কাজে আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছে।'

'কী কাজে?'

'আপনাকে আজকের একটা গেট-টুগেদারে ইনভাইট করতে।' এ্যাটাচি কেস থেকে অত্যন্ত দামী সুদৃশ্য এবং প্রকাণ্ড একখানা কার্ড বার করে অশোকের হাতে দিতে দিতে অমল সারিন বললেন, 'স্যর, আপনার ইনভিটেশন কার্ড—'

অশোক খামের ভেতর থেকে কার্ডটা বার করতে করতে জিজ্ঞেস করল, 'কিসের ইনভিটেশন?'

সারিন জানালেন, অশোক এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের সর্বেসর্বা হওয়ায় চেম্বার খুবই গৌরব বোধ করছে। কেননা যে সব হাউস এই চেম্বার প্রতিষ্ঠা করেছে অশোকদের হাউস তাদের মধ্যে শুধু একটাই নয়, চেম্বারের ডেভলাপমেন্টে এর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। কাজেই অশোকের সম্মানে চেম্বার আজ সন্ধ্যায় কলকাতার সব চাইতে পশ ক্লাবে একটা পার্টি দিচ্ছে। তাতে এই মেট্রোপলিশের বিভিন্ন দিকের, যেমন পলিটিকস, এডুকেসন, নিউজপেপার ইত্যাদির টপমোস্ট পার্শোনালিটিকে ডাকা হয়েছে। এঁরা ছাড়া চেম্বারের মেম্বাররা তো থাকছেনই। অন্য সব চেম্বারের লীডিং ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আর বিজনেস ম্যাগনেটদেরও আমন্ত্রণ করা হয়েছে। তাঁরা সবাই কথা দিয়েছেন—আসবেন।

মেরুন রঙের কার্ডে সোনালী হরফে অশোকের নাম, পার্টির উদ্দেশ্য, কোথায় পার্টি হবে সেই ক্লাবের নাম, সময়, তারিখ—সব লেখা আছে। দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যাচ্ছিল অশোক। সে বলল, 'আমি তো আজই এখানকার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হলাম। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কার্ড ছাপিয়ে এত লোককে ইনভাইট করে ফেলেছেন!'

সারিন বললেন, 'না স্যর। আপনি যে এই হাউসে আসছেন সেটা তো সাত আট দিন আগেই ঠিক হয়ে গেছে। আমরা তখন থেকেই প্রিপারেশন নিয়েছিলাম।'

রেখার কথা একবার ভেবে নিল অশোক। তারপর অন্যমনস্কের মতো বলল,

'যেতেই হবে—না ?'

সারিন খুবই বিনীতভাবে বললেন, 'স্যর আপনার সম্মানে এই পার্টি, আর আপনি না গেলে—' একটা ইঙ্গিত দিয়ে তিনি থেমে গেলেন।

'এ্যাট শার্প সিক্স' অর্থাৎ কাঁটায় কাঁটায় ছ'টায় পার্টি। অশোক মনে মনে ঠিক করে ফেলল, এখন আর টালিগঞ্জের ব্যারাকবাড়িতে রেখার সঙ্গে দেখা করতে যাবে না। এখন পাঁচটা প্রায় বাজে। ওখানে গেলেই আটকে যেতে হবে। এতদিন পরে যাচ্ছে। রেখা তো আছেই। তাছাড়া শ্যামলী, যমুনা, মালতী, নান্টু, ঝিন্টু, সোনা, ব্যারাকের অন্য বাসিন্দারা এবং পাড়ার অগুনতি বেকার যুবক—এদের ভেতর থেকে মাত্র একঘন্টার মধ্যে বেরিয়ে এসে কিছুতেই পার্টিতে যাওয়া সম্ভব হবে না। তার চাইতে একেবারে পার্টির পরই টালিগঞ্জে যাবে অশোক। তখন অনেকটা সময় নিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলা যাবে। অল্প একটু সময় হাতে নিয়ে ঘোড়দৌড় করার মানে হয় না। অশোক জানে তার সম্বন্ধে ওদের অনেক অভিমান, ক্ষোভ আর ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে। কাছে গিয়ে সেগুলো কাটানো দরকার।

অশোক সারিনকে বলল, 'ঠিক আছে, আমি ছ'টার সময় পার্টিতে যাচ্ছি।'

ধন্যবাদ জানিয়ে সারিন চলে যাবার পর অশোক চন্দ্রকান্তকে বলল, পার্টির সময় তো হয়ে এল। ভাবছি এখন আর বেরুব না। এখান থেকেই স্ট্রেট ক্লাবে চলে যাব। আপনি কি বলেন ?'

চন্দ্রকান্ত বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, 'স্যর, একবার কিন্তু বাড়ি যাওয়া দরকার।'

'কেন ?'

'পার্টিতে ডিনার স্যুট পরে যেতে হবে।'

'নিয়ম নাকি ?'

চন্দ্রকান্ত জানালেন, আনুষ্ঠানিকভাবে এই হাউসের সর্বেসর্বা হবার পর এই প্রথম অশোক কলকাতার বিভিন্ন দিকের ভি-আই-পি-দের সঙ্গে পরিচিত হতে যাচ্ছে। পার্টিতে প্রায় সবাই ডিনার স্যুটে আসবেন। যাঁর সম্মানে এই গেট-টুগেদার তিনি যদি এমনি সাধারণ পোশাকে যান সেটা ভালো দেখাবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি—

অশোক মনে মনে বলল, 'ঠিক আছে চাঁদ, আর কয়েকটা দিন আমাকে নিয়ে বাঁদর-নাচ নাচিয়ে যাও। সব ব্যাপারটা বুঝে নিই। তারপর আমার ম্যাজিক দেখাব।' মুখে বলল, 'ঠিক আছে, তা হলে বাড়িতেই চলুন।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল।

দেখাদেখি চন্দ্রকান্তও উঠলেন।

কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যে ছ'টায় বিশাল ক্লাব বিল্ডিংটার পার্কিং জোনে এসে গাড়ি থেকে নামল অশোক। সঙ্গে চন্দ্রকান্ত।

পার্কিং জোনের পর চওড়া কংক্রিটের রাস্তা। তারপর সবুজ কার্পেটের মতো প্রকাণ্ড লন। সেখানে অগুনতি রঙীন গার্ডেন আমব্রেলার তলায় সুদৃশ্য চেয়ার-টেবল পাতা রয়েছে। পেছনে গথিক স্ট্রাকচারের প্রকাণ্ড ক্লাব বিল্ডিং।

লনের চারধারে একই মাপের কনিক্যাল চেহারার অসংখ্য ঝাউ গাছ। গাছগুলো নানা রঙের ছোট ছোট টুনি লাইট দিয়ে সাজানো। লনের ধারে ধারে পুরু কাচের কভারের ভেতর রঙীন টিউব লাইট বসানো আছে। সেখান থেকে স্নিগ্ধ আলোর ফোয়ারা বেরিয়ে আসছিল।

এই মুহূর্তে লনে অনেক পুরুষ এবং মহিলাকে দেখা যাচ্ছে। পুরুষদের পরনে নিখুঁত ডিনার স্যুট ; মহিলারাও দারুণ সেজে এসেছেন। যারা তরুণী তাদের কারো গায়ে ম্যাক্সি, কারো মিডি বা হট প্যান্ট। ব্যাকগ্রাউণ্ডে স্টিরিওতে চমৎকার একটা সিমফোনি বেজে যাচ্ছে।

রাস্তা পেরিয়ে এধারে আসতে আসতে অশোক দেখতে পেল, লনের ধারে একটা বড় বোর্ডে সুদৃশ্য হরফে লেখা আছে ঃ ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া চেম্বার অফ কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি থ্রোজ দিস পার্টি ইন অনার অফ মিস্টার অশোক ব্যানার্জী। মীট মিস্টার ব্যানার্জী হিয়ার। ইত্যাদি ইত্যাদি—

লনের সুসজ্জিত পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে সোমদেবও ছিলেন। তিনিই প্রথম অশোককে দেখতে পেলেন এবং দেখার সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এলেন। ততক্ষণে চেম্বারের অন্য মেম্বাররাও দেখে ফেলেছেন। তাঁরাও এগিয়ে এলেন।

অশোকের দিকে হাত বাড়িয়ে সোমদেব বললেন, 'ওয়েলকাম অশোক, মোস্ট ওয়েলকাম।'

অন্য শিল্পপতি এবং বিজনেস ম্যাগনেটরাও অশোককে খুবই আন্তরিক গলায় স্বাগত জানালেন। অশোক সবার প্রসারিত হাতের দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে বলতে লাগল, 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ—'

এরপর অশোকের কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে সোমদেব বললেন, 'তুমি নিশ্চয় শুনেছ, এখানে আমাদের চেম্বারের মেম্বাররা ছাড়াও অন্য চেম্বারের ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা এসেছেন, আর এসেছেন সোসাইটির অন্য সব ওয়াকের ভি-আই-পি'রা। আগে তাঁদের কাছে তোমাকে ইনট্রোডিউস করিয়ে দিই। তারপর সবার কাছে আলাদা আলাদা করে তোমাকে নিয়ে যাব। এসো—'

অশোক এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি, এবার দেখতে পেল লনের একধারে একটা ডায়াস রয়েছে। সেখানে মাইকেরও ব্যবস্থা আছে। সোমদেব তাকে সোজা সেদিকে নিয়ে যেতে লাগলেন। চেম্বারের অন্য সব মেম্বার তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন।

যেতে যেতে সোমদেব বললেন, 'দেশের একজন টপমোস্ট শিল্পপতি হয়ে প্রথম দিনটা কিরকম কাটালে ?'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কোনদিক থেকে ?'

'অবশ্যই তুমি যে মিশন নিয়ে এসেছ সেদিক থেকেই প্রশ্নটা করেছি।' বলতে বলতে অশোকের চোখের দিকে তাকালেন সোমদেব।

অশোক একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনারা যা সিস্টেম করে রেখেছেন তাতে ব্যাপারটা খুবই টাফ মনে হচ্ছে। তবে আমিও ছাড়ছি না। চ্যালেঞ্জ যখন নিয়েছি তখন শেষ রাউণ্ড পর্যন্ত দেখব।'

'দ্যাটস্ ফাইন।' বলেই ঝপ করে গলার স্বরটা নামিয়ে মজার ভঙ্গিতে বললেন, 'যা করার একটু তাড়াতাড়িই করতে চেষ্টা করো। আরবদেশে একটা প্রোভার্ব আছে, সাদির পয়লা রাতেই বেড়াল মারতে হয়। সেটা না পারলে কোনদিনই আর তা পারা যায় না। গল্পটা তুমি জানো ?'

অশোক বলল, 'না।'

সোমদেব বললেন, 'পরে তোমাকে গল্পটা বলব। শুধু একটা কথা মনে রেখো যে ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেমের মধ্যে ঢুকেছ, বেশি দেরি করলে সেটাই তোমার ব্রেন ওয়াশ করে দেবে।'

ভিড়ের মধ্য দিয়ে অশোকরা এগিয়ে যাচ্ছিল। অভ্যর্থনার বহর দেখে এর মধ্যে প্রায় সবাই জেনে গেছে আজকের এই পার্টির কেন্দ্রবিন্দু সে-ই। চারদিক থেকে সবাই তার উদ্দেশে অনবরত বলে যাচ্ছিল, 'নমস্তে', 'গুডইভিনিং' অথবা 'হ্যালো—'

হঠাৎ ভিড়ের ভেতর থেকে একরকম ছুটতে ছুটতে অশোকের কাছে চলে এল লীনা। তার পরনে ডেনিমের ট্রাউজার্স আর শার্ট। পায়ে ছ' ইঞ্চি হীলের জুতো, হাতে ইলেকট্রনিক্সের ঢাউস ঘড়ি' চোখে পাওয়ারলেস ফ্যাশনেবল চশমা।

পাশাপাশি কয়েক পা হাঁটতে হাঁটতে সে বলল, 'আমিও এসে গেছি অশোক।'

অশোক হাসল। লীনাকে এখানে দেখে সে খুশীই হয়েছে। বলল, 'ফাইন।'

'চ্যাটার্জি আঙ্কল তোমাকে ইনট্রোডিউস করিয়ে দিন। তারপর কথা হবে।'

'আচ্ছা।'

সোমদেব অশোককে নিয়ে ডায়াসে তুললেন। তারপর সোজা মাইকের সামনে গিয়ে সবার উদ্দেশে অশোকের সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বললেন। নতুন কোন কথা নয়, অশোক যে বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডে এসেছে তার ওপরেই সোমদেব বেশি করে জোর দিলেন।

চারদিক থেকে ধীর লয়ে হাততালির শব্দ উঠে আসতে লাগল। অশোক না তার চ্যালেঞ্জ, কোনটাকে সবাই অভিনন্দন জানাচ্ছেন, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

এবার মাইকের সামনে অশোককে এনে দাঁড করিয়ে দিলেন সোমদেব। বললেন, 'তুমি কিছু বল—'

এভাবে বলার অভ্যাস নেই অশোকের। সে কোনকালেই পলিটিকস করে নি। রাজনীতিতে থাকলে অনেক সময় পার্টির জন্য বক্তৃতা করতে হয়। তাছাড়া কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় তাকে ডিবেট-টিবেটও করতে দেখা যায় নি। পৃথিবীর সবকিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সে ক্রমশ আশাহীন ভবিষ্যৎহীন এক সীনিক যুবক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাই হোক, বলার অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা না থাকায় দেশের এতগুলো ফোরমোস্ট শিল্পপতি এবং বিজনেস টাইকুনের সামনে অশোক ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়ল। টের পেতে লাগল, ডিনার স্যুটের তলায় বিন বিন করে ঘাম ফুটতে শুরু করেছে। নীচু গলায় ফিস ফিস করে সে বলল, 'আমি আর কী বলব! আপনিই তো সব বলে দিয়েছেন।'

সোমদেব বললেন, 'তবু তোমার কিছু বলা দরকার।'

'দেখুন, এভাবে আমি কখনও বলি নি। মানে—'

সোমদেব বুঝতে পারছিলেন অশোক বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছে। তার পিঠে একটা হাত রেখে বললেন, 'এতবড় চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছ। সেটা তো একার পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে যাঁরা এসেছেন তাঁদের যদি কনভিন্স করতে পার তবে তোমার কাজ অনেক ইজি হয়ে যাবে। তা ছাড়া এতদিনের ধ্যান-ধারণা, কনসেন্ট, সেট আইডিয়া—এসব ভেঙে-চুরে যে লোক এ্যাফ্লুয়েন্স আর ওয়েলথের পাহাড় কয়েকটা হাউস থেকে বার করে নিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে চাইছে ওঁরা তাকে দেখতে এসেছেন। আমার মতে প্রথম দিনেই ওঁদের ওপর তোমার একটা

ডিসিসিভ ইমপ্রেসন রাখা দরকার। নাউ এভরিথিং ডিপেণ্ডস আপঅন ইউ।'

কথাগুলো ঠিকই বলেছেন সোমদেব। একটা মাত্র ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউস সত্তর কোটি মানুষের এই বিশাল দেশের আবহমান কালের সোসিও-ইকনমিক প্যাটার্ণ কতটুকু বদলে দিতে পারে? তার জন্য সব শিল্পপতি এবং বিজনেস ম্যাগনেটের সহযোগিতা দরকার। যেখানে যত ওয়েলথ আর এ্যাফ্লুয়েন্স জমা হয়ে আছে, সমস্ত বার করে এনে সোসাইটির সবচেয়ে নিচের স্তরে পৌঁছে দিতে হবে। অশোক স্থির করে ফেলল, সে বলবে। মাইকটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে অশোক শুরু করে দিল। প্রথমে স্বরটা ছিল কাঁপা-কাঁপা। তারপর দু-এক মিনিটের মধ্যে রীতিমত স্টেডি হয়ে গেল সে। নিজের চ্যালেঞ্জের কথা জানিয়ে অশোক বলল, পভার্টি লাইনের তলায় দেশের সেভেনটি পারসেন্ট মানুষ রয়েছে। শতকরা কুড়িজন লোক রয়েছে প্রায় স্টারভেসনের স্টেজে। একদিকে এ্যাফ্লুয়েন্সের ছড়াছড়ি, আরেক দিকে কেউ খেতে পাবে না—এ অবস্থা খুব বেশি দিন চলতে পারে না। চলতে দিলে একদিন না একদিন-দেশে আগুন লেগে যাবে। দেখা যাবে টোটাল এ্যানার্কি শুরু হয়ে গেছে। অনবরত দুঃখ-কষ্ট পেতে পেতে মানুষ ক্রমশঃ বারুদের মতো হয়ে উঠছে। এক্সপ্লোসানের আগে চটপট তাদের জন্য কিছু করে ফেলতেই হবে। সেই জন্যই অশোকের এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডে আসা। আর এ ব্যাপারে সে দেশের সব শিল্পপতির সহযোগিতা আশা করে।

একসময় থামল অশোক। তার মনে হতে লাগল, জীবনের প্রথম বক্তৃতাটা খুব খারাপ হয় নি। তবে তাতে প্রফেশনাল পলিটিক্যাল লিডারদের লেকচারের ঢং এসে থাকতে পারে।

পাশ থেকে সোমদেব বললেন, 'ওয়েল সেড, ভেরি ওয়েল সেড। তা হলে এত ভয় পাচ্ছিলে কেন?'

অশোক একটু হাসল; তবে কিছু বলল না।

এদিকে আবার চারদিক থেকে হাততালির শব্দ শোনা যেতে লাগল। সেই সঙ্গে টুকরো টুকরো মন্তব্য।

'এ রেভোলিউসানারি এমাংগ দা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস—'

'র‍্যাডিক্যাল সোসিওলজিস্ট।'

'এ নিউ প্রীচার ইন দা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ড।'

'এ সেইন্ট—এ ফিলোজফার।'

'ইউটোপিয়ান।'

'বহোত উঁচা হিউম্যানিটিক বাত শুনা। শিরমে চক্কর লাগ গিয়া—'

সোমদেব বললেন, 'চল, এবার নিচে যাওয়া যাক। তোমার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এবার ওঁদের সবার সঙ্গে পার্সোনালি তোমার আলাপ করিয়ে দিই।'

ডায়াস থেকে নিচে নেমে আসতেই প্রথমেই দৌড়ে এল লীনা। দারুণ উচ্ছ্বাসের গলায় বলল, 'একসেলেন্ট। প্রফেশনাল পলিটিক্যাল লিডাররা তোমার কাছে বক্তৃতার ক্লাশ নিতে পারে। রিয়েলি খুব কনভিন্সিংলি বলেছ।'

অশোক বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ—'

লীনা ফ্যাশনেবল চশমার ভেতর দিয়ে অশোককে দেখতে দেখতে ঝিরঝিরে বাতাসের মতো চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে উঠল, 'আরেকটা কথা—'

'কী ?'

'এখন না, পরে বলব।'

ডায়াস থেকে দশ ফুট যেতে না যেতেই দেশের সেরা শিল্পপতিরা এসে অশোক আর সোমদেবকে ঘিরে ফেললেন। ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া চেম্বার অফ কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রির যাঁরা মেম্বার তাঁদের সঙ্গে আগেই আলাপ হয়েছিল। অন্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন সোমদেব। তাঁদের কেউ মিস্টার গুপ্তা, কেউ মিস্টার সোনি, কেউ মিস্টার মিটার, কেউ মিস্টার লাখোটিয়া, কেউ ব্র্যাডলি, কেউ চৌধুরী, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অন্য চারটে চেম্বারের চার প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও আলাপ হল। ন্যাশনাল চেম্বারের প্রেসিডেন্ট হলেন মিস্টার বাজোরিয়া, হিন্দুস্থান চেম্বারের প্রেসিডেন্ট মিস্টার পোদ্দার, জাতীয় চেম্বারের প্রেসিডেন্ট মিস্টার শা আর ইন্টারন্যাশানাল চেম্বারের প্রেসিডেন্ট মিস্টার প্যাডমোর। ছ'টা বিরাট নিউজপেপারের ছ'জন মালিকের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা হলেন যথাক্রমে 'দৈনিক খবরে'র মৃন্ময় বাগচী, 'ন্যাশনাল এক্সপ্রেসে'র রণধীর প্যাটেল, 'মডার্ন ইণ্ডিয়া'র অর্জুন চোকসি, 'ইকনমিক ডেইলি'র সত্যেন সাহা, 'দিনকালে'র সুরেশ শ্রীবাস্তব আর 'ডেইলি নিউজে'র সানাউল হায়দার। এ ছাড়া আছেন দেশের চারটে বিরাট রাজনীতিক দলের চারজন প্রথম শ্রেণীর নেতা। তাঁরা হলেন সমরেশ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণনারায়ণ চৌবে, আনন্দময় লাহা আর তপনজ্যোতি সান্যাল।

চার পলিটিক্যাল লীডারের পরনেই শুধু ডিনার স্যুট নেই। তাঁরা কেউ পাজামা-পাঞ্জাবী, কেউ ধুতি বা সাধারণ ট্রাউজার্স পরে এসেছেন।

পাবলিক ইমেজ রাখার জন্য এই রকম পোশাকই ভাল। ডিনার-স্যুট-টুট পরলে জনসাধারণের অংশ বলে মনে হয় না।

আলাপ-পরিচয়ের মধ্যেই বেয়ারারা ট্রে-তে হুইস্কি নিয়ে পিছল মাছের মতো ভিড়ের ভেতর ঘুরে ঘুরে সার্ভ করে যাচ্ছিল। পলিটিক্যাল লিডাররা ছাড়া আর সবাই একটা করে গেলাস তুলে নিয়েছেন। নেতাদের জন্য সফট ড্রিংক এনে দেওয়া হয়েছে। অশোক জানে রাজনীতিক নেতাদের অনেকেই টীটোটেলার। বাদ বাকীরা ড্রিংক করেন কিনা, সে জানে না। প্রকাশ্যে হয়ত করেন না। সেই পাবলিক ইমেজের ব্যাপার।

যাই হোক, অশোক প্রথমে হুইস্কি নিতে চায় নি। কখনও এই বস্তুটি সে চোখে দ্যাখে নি। এ ব্যাপারে তার কোনরকম মিডল ক্লাস সংস্কার নেই। আসলে এতকাল হুইস্কি খাবার পয়সা ছিল না। থাকলে যে খেত না, তার কোন গ্যারাণ্টি নেই। কিন্তু এই পার্টিতে সবাই তাকে হুইস্কি নেবার জন্য বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন। সোমদেব বললেন, 'নাও না, ওঁরা যখন বলছেন। জাস্ট টু কীপ কোম্পানি—'

লীনা একটু আগে তার সঙ্গে দু-একটা কথা বলেই কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল। আবার কানের কাছে তার চাপা গলা শোনা গেল, 'এ্যাক্ট লাইক এ রোমান হোয়াইল ইউ আর ইন রোম।'

ঘাড় ফিরিয়ে অশোক দেখল লীনার হাতে একটা হুইস্কির গেলাস। চোখাচোখি হতেই সে আবার বলল, 'কাণ্ট্রির একজন টপমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হবে, পার্টিতে আসবে আর পাক্কা পিউরিটানদের মতো হুইস্কি ছোঁবে না, তা কিন্তু হতে পারে না।' বলেই আবার ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা হুইস্কির গেলাস তুলে নিল অশোক।

এদিকে আলাপ-টালাপ হয়ে যাবার পর সবাই আর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেন না। বিরাট লনের চারিদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে যেতে লাগলেন। তবে একা একা কেউ নয়, দু'জন চারজন মিলিয়ে একেকটা করে মানুষের থোকা।

সোমদেব, অশোক, সারিন আর দু-একজন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট একটা থোকায় রয়েছেন। তাঁরা এলোমেলো কথা বলছিলেন। একসময় অন্যদিকের একটা থোকা ভেঙে হিন্দুস্থান চেম্বারের প্রেসিডেন্ট মিস্টার পোদ্দার এগিয়ে এলেন।

মাঝারি মাপের ব্যক্তিসম্পন্ন চেহারা মিস্টার পোদ্দারের। চোখে মোটা ফ্রেমের বাইফোকাল চশমা।

মিস্টার পোদ্দারের পুরো নাম গিরধরলাল পোদ্দার। তিনি বললেন, 'ব্যানার্জি সাহেব, আপনার বক্তৃতা আমি মন দিয়ে শুনেছি। আপনি কি আগে কখনও পলিটিক্যাল পার্টিতে ছিলেন?'

অশোক তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। সতর্ক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'কেন বলুন তো?'

'আপনার কথা শুনে তাই মনে হচ্ছিল—'

একটু আগে অশোক এই কথাই ভেবেছিল। সে বলল, 'না, কোন পলিটিক্যাল পার্টির খাতায় আমার নাম লেখানো নেই।'

গিরধরলাল আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন রাজনীতিক মতবাদে বিশ্বাস করেন? আই মীন, আর ইউ কমিটেড টু এনি পার্টিকুলার পলিটিক্যাল ফেইথ।'

'সেভাবে আমি কখনও ভেবে দেখি নি। তবে হিউম্যান রাইটস সম্পর্কে আমি কনসাস। দেশের যা কিছু অর্থ, সম্পদ—সমস্ত কিছুর ওপর প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার আছে, এতে আমি বিশ্বাস করি। যদি কোন পলিটিক্যাল ফেইথ মানুষের মাঝখানে যে ডিসপ্যারিটি রয়েছে তা ঘুচিয়ে দিতে পারে তার সম্বন্ধে ডেফিনিটলি আমার শ্রদ্ধা থাকবে।'

ওদের কথাবার্তার মধ্যে আরো কয়েকজন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট এসে পড়লেন। তাঁদের ভেতর ইন্টারন্যাশনাল চেম্বারের মিস্টার প্যাডমোর এবং জাতীয় চেম্বারের মিস্টার দীনেশ শা'ও রয়েছেন।

এদিকে সবার হাতের হুইস্কির গেলাসগুলো ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। বেয়ারারা আবার সবাইকে সার্ভ করে গেল।

অশোক জীবনে এই প্রথম হুইস্কি খাচ্ছে। এক পেগের মতো ইতিমধ্যেই তার পাকস্থলীতে চলে গেছে। সে অনুভব করছিল মাথার ভেতর ধীর লয়ে কনসার্টের মতো কিছু বেজে যাচ্ছে। অন্য সবার সঙ্গে বেয়ারাদের ট্রে থেকে আরেকবার নতুন গেলাস তুলে নিল।

গিরধরলাল নতুন গেলাসে চুমুক দিয়ে বললেন, 'দেখুন, স্লোগান হিসেবে আপনার বক্তৃতাটা ফাইন। আমরা যে প্রগ্রেসিভ, সামাজিক প্যাটার্ন বদলে

দেবার কথা সর্বক্ষণ ভাবছি, এটা পীপলকে যত জানানো যায় ততই ভালো। এই ক্যামোফ্লেজটা আমাদের উপকারই করবে।'

দীনেশ শা বললেন, 'ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আর বিজনেস কমুনিটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা খুবই খারাপ। পলিটিক্যাল পার্টির নেতারা আমাদের সম্বন্ধে অনবরত প্রচার চালিয়ে এই কাজটি করেছেন। কাজেই আমাদের দিক থেকে এক্সটার্নালি একটা প্রগ্রেসিভ স্ট্যাণ্ড নিলে ভালই হবে।'

নতুন গেলাসে চুমুক দেবার পর অশোকের মাথার ভেতরকার সেই মৃদু কনসার্ট এখন ঝমর ঝমর করে বাজতে শুরু করেছে। ভুরু কুঁচকে সে বলল, 'মিস্টার শা, আমি কিন্তু এখানে কোনরকম ক্যামোফ্লেজের জন্যে আসি নি। আমি কী জন্যে এসেছি, চ্যাটার্জি সাহেব আপনাদের বলে দিয়েছেন। আমিও আপনাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি।'

একটু মজা করে দীনেশ শা বললেন, 'আই সী, আই সী, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম পভার্টি লাইনে তলার মানুষদের সেভিয়ার হিসেবে আপনি এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডে চলে এসেছেন।'

ইণ্টারন্যাশনাল চেম্বারের মিস্টার প্যাডমোর বললেন, 'মিস্টার ব্যানার্জি নীতিগতভবে আপনার পারপাজস সম্পর্কে আমার সমর্থন আছে। কিন্তু আপনি যা চাইছেন তা কী করে ইমপ্লিমেণ্ট করবেন সেটাই বুঝতে পারছি না। আপনি কিছু ঠিক করেছেন?'

অশোক বলল, 'পরিষ্কার করে কিছু ভেবে দেখি নি।'

গিরধরলাল এবার বললেন, 'অপনি যাই করুন, একজিস্টিং ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যেই করতে চেষ্টা করবেন মিস্টার ব্যানার্জী। তা হলে আমরা আপনার সঙ্গে থাকব। কিন্তু ফ্রেম ভেঙে কিছু করতে গেলে খুবই অসুবিধা হবে। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পীস নষ্ট হয়ে যাবে। আফটার অল উই ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস আর এ ভেরি পীসফুল ট্রাইব। আমারাও সাধারণ মানুষের ভালো চাই।'

প্যাডমোর আর দীনেশ শা'ও একই সঙ্গে বলে উঠলেন, 'একজাক্টলি।'

অশোক এই প্রথম অনুভব করল, যে কাজে সে এসেছে সেটা খুব সহজ হবে না। তার মুখ শক্ত হয়ে উঠছিল। ইচ্ছা হল, একবার বলে, 'ইউ টাইকুনস, তোমরা পীসফুল ট্রাইব! তোমরা মানুষের ভালো চাও! তোমাদের ভেঙে গুঁড়িয়ে আমি কমন পীপলের লেভেলে নিয়ে আসব।' পরক্ষণে ভাবল, একেবারে গোড়াতেই এদের সঙ্গে কনফ্রনটেসনে যাওয়া ঠিক হবে না। মনে হচ্ছে নিজের হাউসে কাজ শুরু করতেই প্রচণ্ড লড়াই করতে হবে। তার ওপর অন্য

দিকে ফ্রন্ট খোলা ঠিক হবে না। যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি হিসেবে এক সঙ্গে চারদিকে বন্দুক চালাতে গেলে দু দিনেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। এমনিতে সে সীনিক, একরোখা এবং কিছুটা গোঁয়ারও। কিন্তু এই মুহূর্তে শান্ত নিরুত্তেজ গলায় বলল, 'আপনাদের এ্যাডভাইস আমার মনে থাকবে।'

আরো কিছুক্ষণ কথা বলার পর শিল্পপতিরা আবার চারদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে যেতে লাগলেন। এখন অশোকের পাশে সোমদেব আর চন্দ্রকান্ত ছাড়া কেউ নেই। সোমদেব বললেন, পোদ্দার সাহেবদের সঙ্গে কথা বলার সময় তুমি যে এক্সাইটেড হও নি এটা ম্যাচিওরিটির লক্ষণ। সব সময় ডিফায়েন্ট এ্যারোগেন্ট হয়ে লাভ নেই। আশা করি, নানারকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তুমি তোমার স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে নিতে পারবে।'

অশোক উত্তর দিল না।

সোমদেব এবার বললেন, 'অশোক, আমি আজ আর থাকতে পারছি না। এখন আমি যাব। পরে আবার দেখা হবে।'

অশোক বলল, 'এখনই চলে যাবেন!' তার মনে হল, সোমদেব চলে গেলে দেশের বিরাট সব শিল্পপতির মধ্যে সে সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে না।

অশোকের মনোভাবটা বুঝতে পারছিলেন সোমদেব। বললেন, 'ডোণ্ট বী নার্ভাস। ফেস এভরিথিং বোল্ডলি অ্যাণ্ড ডিপ্লোম্যাটিক্যালি।' একটু থেমে ঘড়ি দেখে বললেন. 'আমাকে যেতেই হবে। বিশেষ একটা জরুরী কাজ আছে। তোমার অনারে এই পার্টি না থাকলে আমি আসতাম না।'

হঠাৎ সেই কথাটা মনে পড়ে গেল অশোকের। একটু ব্যস্তভাবেই সে বলে উঠল, 'বেড়াল মারার কী একটা গল্প যেন বলবেন বলছিলেন—'

'এখন আর সময় নেই। পরে ফোনে বলে দেব।' প্রথমে অশোকের কাছে এবং পরে অন্য সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন সোমদেব।

এত ভিড়ের মধ্যেও অশোক এবার একেবারে একা হয়ে গেল যেন। ঠিক অবশ্য না, সঙ্গে চন্দ্রকান্ত আছেন। ভদ্রলোক যথেষ্টই বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ। তবু তিনি কোনমতেই সোমদেবের সাবস্টিটিউট নন। যাই হোক, তাঁকে নিয়েই লনের ঘাস মাড়িয়ে এলোমেলো ঘুরতে লাগল অশোক।

এদিকে অশোককে ফাঁকা দেখলেই পলিটিক্যাল পার্টির নেতারা কিংবা খবরের কাগজের মালিকেরা আলাদা আলাদা ভাবে তার কাছে এসে কথা বলছিলেন। নেতাদের সবারই বক্তব্য প্রায় এক। একটু আগে মাইকে দাঁড়িয়ে সোসাল প্যাটার্ণ চেঞ্জ করে দেবার কথা যা সে বলেছে তাতে প্রতিটি

নেতারই সমর্থন আছে। কোন শিল্পপতির কাছ থেকে এ জাতীয় র‍্যাডিক্যাল ঘোষণা আগে আর তাঁরা কখনও শোনেন নি। অশোক যা বলেছে তা যদি শেষ পর্যন্ত করে উঠতে পারে সারা দেশে অন্য এক ধরনের পীসফুল রেভোলিউসান ঘটে যাবে। অসীম আগ্রহ নিয়ে সে জন্য তাঁরা অপেক্ষা করবেন। এ ব্যাপারে যদি তাঁদের কোনরকম সহযোগিতার দরকার হয় তাঁরা তা করতে প্রস্তুত। ইত্যাদি ইত্যাদি।

খবরের কাগজ মালিকদের বক্তব্যও অন্য দিক থেকে প্রায় এক রকমের। তাঁরাও আলাদা আলাদা ভাবে এসে জানিয়েছেন, অশোকদের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের সঙ্গে তাঁদের নিউজপেপারের সম্পর্ক দীর্ঘকালের। তাঁরা বছরের পর বছর এই হাউসের নানা উদ্যোগের খবর এবং ছবি ছেপে সারভিস দিয়ে গেছেন; পীপলকে দেশ গঠনের ব্যাপারে এই হাউসের বিশেষ ভূমিকার কথা বার বার জানিয়েছেন। এই হাউসও নানাভাবে এই সব খবরের কাগজকে পেট্রোনাইজ করেছে। আশা করা যায়, অশোকের আমলেও পারস্পরিক চমৎকার সম্পর্ক বজায় থাকবে। খবরের কাগজগুলো এই হাউসের পেট্রোনেজ আগের মতোই পেয়ে যাবে।

এই পেট্রোনেজ বা পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিল না অশোক। যখন কাছাকাছি আর কেউ ছিল না তখন ফাঁকা পেয়ে একবার চন্দ্রকান্তকে কথাটা জিজ্ঞেস করল সে।

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'ও'রা এ্যাডভার্টাইজমেণ্টের কথা বলছেন। আমাদের হাউস ডিফারেণ্ট প্রোডাক্ট বাজারে চালাবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে।'

অশোক বলল, 'ও, বুঝতে পেরেছি।' একটু ভেবে বলল, 'বিজ্ঞাপন তো দিতেই হবে। নইলে লোকে আমাদের প্রোডাক্টের কথা জানবে কী করে?'

'হ্যাঁ স্যর, বেনিফিটটা রেসিপ্রোকাল। উই ডু সামথিং ফর দেম, দে ডু সামথিং ফর আস।'

নানা ধরনের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ হঠাৎ লীনা কোত্থেকে যেন এসে পড়ছিল। একবার এসে সে বলল, 'তখন তোমাকে একটা কথা বলব—বলেছিলাম না?'

লীনার গলার স্বর বেশ জড়ানো। মুখ লাল হয়ে উঠেছে। সেখানে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে যাচ্ছে যেন। প্লাক-করা ভুরুর তলায় চোখের দৃষ্টি লালচে

এবং ঢুলু ঢুলু। এ সবই অতিরিক্ত মদ্যপানের ফল। পার্টিতে আসার পর থেকেই ড্রিংক করে যাচ্ছে লীনা। এখনও তার হাতে হুইস্কির গেলাস। যাই হোক, অশোকের মনে পড়ে গেল, সে এখানে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঐ রকম একটা কথা লীনা বলেছিল। অশোক বলল, 'হ্যাঁ। কী কথা?'

চাপা জড়ানো গলায় ভেঙে ভেঙে লীনা বলল, 'ইউ লুক টেরিবলি র‍্যাভিশিং অ্যাণ্ড সেক্সি টু-ডে। আই থিংক ইফ আই কুড—'বলতে বলতে থেমে গেল সে।

অশোক জানে, লীনা মেয়েটার মধ্যে কোনরকম মিডল ক্লাস সুলভ জড়তা নেই। সে খুবই সহজ এবং অকপট। তবু এভাবে এত খোলাখুলি সে যে তার সম্বন্ধে বলবে, অশোক তা ভাবতে পারে নি। তার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। অশোক কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল, পারল না।

লীনা আরেকটু ঘন হয়ে আবার বলল, 'অনেক দিন আমি স্টেটসে ছিলাম। হোল ইওরোপও ঘুরে বেড়িয়েছি। বাট নেভার আই স এনি ইয়াং গ্যায় সো চার্মিং অ্যাণ্ড অ্যাট্রাক্টিভ লাইক ইউ।' একটু থেমে গলার স্বরটা অনেকখানি নামিয়ে ফিসফিসিয়ে উঠল, 'ইন ফ্যাক্ট ড্রিংকটা তোমার ধরা দরকার। আজ হুইস্কি খেয়েছ। সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভেতর থেকে সেক্সি সেলফ বেরিয়ে এসেছে।' বলে আর দাঁড়াল না; রঙীন মাছের মতো থোক থোক মানুষের ভিড়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

ডিনার যখন শেষ হলো তখন রাত প্রায় বারোটা।

সবসুদ্ধ আজ তিন পেগের মতো হুইস্কি খেয়েছে অশোক। প্রথম দিনের পক্ষে মাত্রাটা একটু বেশিই হয়তো হয়ে গেছে। তার মাথা এবং পা প্রায় টলছিল। নার্ভের ভেতর সেই কনসার্টটা আরো প্রবল হয়ে উঠেছে।

ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বিজনেস ম্যাগনেট, খবর কাগজের মালিক বা পলিটিক্যাল লিডাররা একে একে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে লাগলেন। কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে কোথাও লীনাকে দেখতে পেল না সে।

একসময় চন্দ্রকান্ত অশোককে নিয়ে পার্কিং জোনে তাদের লিমুজিনের কাছে গেলেন। বাইরে শোফার দাঁড়িয়ে ছিল। খুব ব্যস্ত এবং ভীতভাবে পেছন দিকের দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'সাব, অন্দর এক মেমসাব হ্যায়। ম্যঁায় উসকী অন্দর ঘুসনে মানা কিয়া থা। লেকিন মেরা বাত নেহী মানী থী। জবরদস্তি অন্দর ঘুষ গয়ী।'

অশোক দেখল, মুখ গুঁজে দু-পা মুড়ে একটি মেয়ে ব্যাক-সীটে শুয়ে আছে। সে ভেবে পেল না, ড্রাইভারের কথা অগ্রাহ্য করে জোরজার করে কে তার গাড়ির ভেতর ঢুকে থাকতে পারে! জিজ্ঞেস করল, 'এ কে?'

'মালুম নেহী সাব।'

অশোক আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় তার পেছন থেকে চন্দ্রকান্ত বলে উঠলেন, 'মনে হচ্ছে মিস দেশাই—স্যর হরকিষণ দাসের মেয়ে।'

চন্দ্রকান্ত কম করে আট দশ পেগের মতো হুইস্কি খেয়েছেন। কিন্তু তাঁর গলার স্বরে জড়তা নেই, পা টলছে না, চোখ পরিষ্কার, নার্ভগুলো পুরোপুরি স্টেডি রয়েছে।

অশোক ঘাড় ফিরিয়ে একবার চন্দ্রকান্তকে দেখল। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে গাড়ির ভেতর মুখ বাড়াল। ভাল করে লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারল—লীনাই ওভাবে শুয়ে আছে। অশোক নেশার ঘোরে আছে। তবু তারই মধ্যে টের পেল, লীনার গা থেকে হুইস্কির ঝাঁঝালো গন্ধ উঠে আসছে। দেখে মনে হচ্ছে ডেড ড্রাঙ্ক।

অশোক কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইল। তারপর মনে হল, হুইস্কির নেশায় হয়ত গাড়ি চিনতে গোলমাল করে ফেলেছে লীনা। নিজেদের গাড়ি ভেবে ভুল করে অশোকের লিমুজিনে ঢুকে শুয়ে পড়েছে।

অশোক ডাকল, 'লীনা—লীনা—'

বারকয়েক ডাকাডাকির পর সাড়া দিল লীনা, 'উঁ—' তারপর কাত হয়ে মুখ থেকে হাত সরিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসল। ঢুলুঢুলু আরক্ত চোখে অশোককে দেখতে দেখতে জড়ানো গলায় বলল, 'হাই অশোক—তুমি! এত দেরি করলে কেন? আমি সেই কখন তোমার গাড়িতে এসে ঢুকেছি। বসে থাকতে থাকতে শুয়ে পড়েছিলাম। তার পর ঘুম এসে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কাম ইন—' একটু সরে গিয়ে অশোকের বসবার জন্য জায়গা করে দিল লীনা।

অশোক বুঝতে পারছিল, হুইস্কির ঘোরে না, জেনেশুনে নিজের ইচ্ছাতেই এ গাড়িতে ঢুকেছে লীনা। কিন্তু কারণটা বোঝা যাচ্ছে না।

লীনা ডাকা সত্ত্বেও ভেতরে গেল না অশোক। বলল, 'আমার সঙ্গে কিছু দরকার আছে?'

'অফ কোর্স।'

'কী?'

'আগে ভেতরে এসো—'

দ্বিধান্বিতের মতো শেষ পর্যন্ত গাড়িতে ঢুকল অশোক।

লীনা এবার বলল, 'তোমার শোফারকে গাড়িতে স্টার্ট দিতে বল—'

অশোক বিমূঢ়ের মতো বলল, 'মানে—'

'মানে আমি তোমার সঙ্গে যাব।' আমি যে গাড়িটা নিয়ে পার্টিতে এসেছিলাম সেটা বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি।'

অশোক ভাবল, লীনা হয়ত তাকে তাদের বাড়ি পৌঁছে দিতে বলছে। শোফার আর চন্দ্রকান্ত এখনও বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওদের গাড়িতে উঠতে বলল অশোক। দুজনে ফ্রন্ট সীটে বসতেই ড্রাইভারকে বলল, 'চল—'

দু মিনিটের মধ্যে অশোকের লিমুজিন ক্লাব কমপাউণ্ড থেকে বেরিয়ে এ্যাসফাল্টে-মোড়া তেলতেলে মসৃণ রাস্তায় এসে পড়ল। এত রাতে চারদিক ফাঁকা। দুপাশের উজ্জ্বল ফ্লুরোসেন্ট আলোয় সব কিছু ঝকঝক করছে। ক্বচিৎ দু-একটা লোক চোখে পড়ে। হঠাৎ হঠাৎ এক-একটা গাড়ি আশী মাইল স্পীড তুলে স্প্রিন্টারের মতো পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

অশোক বলল, 'তোমাদের বাড়িটা কোন দিকে ?'

লীনা আরক্ত চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের বাড়ি দিয়ে কী হবে ?'

'বা রে, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যেতে হবে না ? ড্রাইভারকে বলে দাও কিভাবে যাবে—'

'বাড়িই যদি যাব, নিজের গাড়ি পাঠিয়ে দিলাম কেন ?'

'তা হলে কোথায় যাবে তুমি !' অশোক চমকে উঠল যেন।

নেশাজড়ানো মুখে অদ্ভুত ধরনের হাসি ফোটালো লীনা। কাঁপা হাতে অশোকের নাকে আলতো করে টুসকি মেরে বলল, 'ইউ প্রেটি ফুল, কিছুই বোঝো না ! আগে তোমার বাড়ি চল, তার পর বলছি—' বলেই অনেকখানি কাত হয়ে পেছন দিকে প্রায় হুড়মুড় করে পড়তে পড়তে বলল, 'ডোণ্ট মাইণ্ড, আমি আর বসে থাকতে পারছি না। হুইস্কিটা আজ একটু বেশিই খেয়ে ফেলেছি। স্লাইট ওভারডোজ—'

অশোক দ্রুত একবার ফ্রন্ট সীটের দিকে তাকাল। ড্রাইভ স্ক্রীনের বাইরে চোখ রেখে রাজগীরের বুদ্ধ স্ট্যাচুর মতো বসে আছেন চন্দ্রকান্ত। তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। ড্রাইভারটাও আরেকটি স্ট্যাচু। শুধু তার হাতদুটো নড়ছে, তফাত এইটুকুই। ব্যাক-সীটে অশোক আর লীনা কী বলছে, সেদিকে তাদের কারো লক্ষ্য নেই।

লাইফে আজই প্রথম হুইস্কি খেয়েছে অশোক। কিন্তু পার্টি শেষ হবার কয়েক মিনিটের মধ্যে তার নেশা দ্রুত ফিকে হয়ে যেতে লাগল। সে ভেবেই পাচ্ছে না, লীনা কেন তার বাড়ি যেতে চাইছে। তার উদ্দেশ্যই বা কী? এ ধরনের অদ্ভুত টাইপের মেয়ে আগে আর কখনও দেখে নি অশোক। জামার ভেতর অদৃশ্য পোকা হেঁটে যাওয়ার মতো একটা অস্বস্তি এবং কিছুটা উদ্বেগ তাকে ক্রমশ অস্থির করে তুলতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা ওল্ড বালিগঞ্জের বাড়িতে পৌঁছে গেল।

ড্রাইভার আগেই নেমে দরজা খুলে দিয়েছে। চন্দ্রকান্তও নেমে পড়েছেন।

লীনা বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছে। অশোক ডাকল, 'লীনা—'

এবার কিন্তু এক ডাকেই সাড়া দিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল লীনা। সে ঘুমোয় নি। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ি এসে গেছি। এবার কী করবে?'

আরক্ত চোখে অশোকের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে কামড় বসাতে বসাতে লীনা বলল, 'ইউ হিপোক্রিট, রুটিতে মাখন লাগিয়ে তুমি খেতে জানো না! আজকের রাতটা আমি তোমার কাছেই থাকছি।'

শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা স্রোতের মতো কিছু একটা ছোটাছুটি করতে লাগল। সে কী বলবে, ভেবে পেল না।

লীনা বলল, 'ইউ আর ড্যাম ব্যাড হোস্ট। বাড়িতে এনে কি ভাবে লোককে রিসিভ করে নিয়ে যেতে হয়, জানো না। দয়া করে এখন নামো তো—'

নেশাটা এতক্ষণে পুরোপুরিই কেটে গেছে। অশোক এবারও কিছু বলল না; বলতে পারল না। হিপনোটিজমের মিডিয়ামের মতো চুপচাপ ঘাড় গুঁজে পোর্টিকোতে নেমে পড়ল। লীনাও তার সঙ্গেই নামল। তারপর বলল, 'আমাকে একটু ধর। আই মীন, হুইস্কির জন্যে স্টেপটা একটু এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে।' বলে হাসল।

একটু পর অশোকের কাঁধে শরীরের ভার খানিকটা ছেড়ে দিয়ে পোর্টিকো থেকে ভেতরে চলে এল লীনা। চন্দ্রকান্তও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন। তিনি এখন এ বাড়িতেই গ্রাউণ্ড ফ্লোরে থাকেন।

লীনা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোন ফ্লোরে থাকো?'

অশোক কোনরকমে ঢোঁক গিলে বলল, 'থার্ড ফ্লোরে—'

'চল—'

এদিকে চন্দ্রকান্ত দৌড়ে গিয়ে লিফ্‌ট বক্সের দরজা খুলে দিয়েদিলেন। লীনা আর অশোক তার ভেতর গিয়ে ঢুকল।

অন্য দিন রাত্তিরে অশোকের চারতলা পর্যন্ত যান চন্দ্রকান্ত অশোককে তার বেডরুম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে তবে নীচে নেমে আসেন। আজ কিন্তু তিনি লিফ্‌টে ঢুকলেন না। প্রাইভেট সেক্রেটারির জন্য কতদূর পর্যন্ত বাউণ্ডারি টানা, সেটা খুব ভালো করেই জানেন চন্দ্রকান্ত।

ওদিকে লিফ্‌টের দরজা বন্ধ করে থার্ড ফ্লোরের বোতাম টিপে দিয়েছে লীনা। বাইরে থেকে চন্দ্রকান্তর 'গুড নাইট' শোনা গেল। কিন্তু উত্তরে ভদ্রতাসূচক কিছু বলার আগেই লিফ্‌টটা হাউইয়ের মতো ওপরে উঠে গেল।

চার তলায় এসে লিফ্‌ট থেকে বেরুতেই দেখা গেল, এ্যাটেনসানের ভঙ্গিতে চার-পাঁচটা বেয়ারা দাঁড়িয়ে রয়েছে। অশোক না ফেরা পর্যন্ত তারা এভাবেই অপেক্ষা করে। অশোকের সঙ্গে লীনাকে দেখে বেয়ারাদের মুখের একটা ভাঁজও এদিক-ওদিক হল না। যেন এমনটা হওয়া কোন ভাবেই অস্বাভাবিক নয়।

অশোক কিন্তু কারো দিকেই তাকাতে পারছিল না। মেঝের দিকে চোখ রেখে শোবার ঘরে যেতে যেতে কোন রকমে বলল, 'তোমরা যাও। আজ আর কিছু দরকার নেই।' বেয়ারারা চলে গেল কিনা, সে ফিরেও দেখল না।

একটু পর ওরা অশোকের বেডরুমে চলে এল। তার গায়ের সঙ্গে ঝুলতে ঝুলতে লীনাও এসেছে।

এবার অশোকের কাঁধ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বিছানায় গিয়ে বসল লীনা। অশোক দাঁড়িয়ে থাকল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে ব্যস্তভাবে সে বলল, 'তুমি যে এখানে থেকে যাচ্ছ বাড়ির লোকেরা জানেন?'

লীনা বলল, 'গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। বাড়িতে বুঝতেই পারবে, আমি আজ আর ফিরছি না।'

'বাড়িতে কে আছে তোমার?'

'তোমার ফেমিনিন কিউরিওসিটি। এনিওয়ে বাবা, মা, ভাই বোন—যারা থাকলে একটা কমপোজিট ফ্যামিলি তৈরি হয় তাদের সবাই বাড়িতে আছে।'

'তুমি এই যে দুম করে রাত্তিরে ফিরলে না, বাড়িতে ভাববেন না?'

'সবাই যে যার অরবিটে ঘুরছে। বাবা আর দাদারা ইণ্ডাস্ট্রি, প্রোডাকসান, লেবার, এক্সপোর্ট ইমপোর্ট, ফরেন কোলাবরেসন—এ সবে টোয়েণ্টি ফোর আওয়ার্স এনগেজড্। মা আছেন রিলিজিয়ন, গুরু আর সেভারেল হানড্রেড গড অ্যাণ্ড গডেসেস এটসেটরা নিয়ে। বোনেরা আর ছোট ভাইরা প্রেম, হাসিস, মডেলিং, লেখাপড়া নিয়ে সারাক্ষণ অকুপাইড। কে কার কথা ভাববে বল।'

অশোক চুপ করে রইল।

লীনা আবার বলল, 'নাইট ইজ ফুলগ্রোন নাউ। আর বক বক করে দরকার নেই। কাম অন—'

অদ্ভুত এক ধরনের ভয়ে অশোকের গায়ে কাঁটা দিল যেন। অনুভব করল, নার্ভগুলোর ভেতর দিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে। প্রায় চেঁচিয়েই উঠল সে, 'না-না, প্লীজ না—'

নেশার ঘোরে আধবোজা চোখ পুরোপুরি মেলে সোজা অশোকের দিকে তাকাল লীনা। চাপা খসখসে গলায় বলল, 'মিডল ক্লাস পিউরিটানিজম। ড্যাম ইট।'

আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে অশোক দুটো হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে সমানে নাড়তে লাগল। বলতে লাগল, 'না-না-না-না—'

'আমি নিজে থেকে তোমার কাছে চলে এসেছি। এভরি গ্যায় আই মীট—সেজ আই অ্যাম এ ড্যাম চার্মিং অ্যাণ্ড হেলদি গার্ল। ডোণ্ট ইউ ফীল এনি এক্সাইটমেণ্ট? তোমার মধ্যে কি একটুও ফায়ার নেই?'

অশোক আগের মতোই বলে যেতে লাগল, 'এক্সকিউজ মী, প্লীজ এক্সকিউজ মী—'

লীনা এবার প্রায় টলতে টলতেই উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আরে বাবা, দিস ইজ এ ভাইটাল পার্ট অফ লাইফ। ডোণ্ট ইগনোর। ইওরোপ-আমেরিকার মতো এ্যাডভান্সড কাণ্ট্রিতে এ সব কোন ব্যাপারই না। নাউ কাম—'

অশোক কোনরকমে বলতে পারল, 'তুমি তো আমার ব্যাকগ্রাউণ্ড জানো। ক'দিন আগেও ছিলাম স্লাম-ডোয়েলার। ইওরোপিয়ান আমেরিকানদের মতো এখনও এ্যাডভান্সড হয়ে উঠতে পারি নি! প্লীজ, তুমি শুয়ে পড়। আমি পাশের ঘরে যাচ্ছি।'

লীনা এলোমেলো পা ফেলে কাছে চলে এলো। তার পর দুটো হাত অশোকের কাঁধের ওপর বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। সো আই হ্যাভ কাম অ্যাণ্ড এক্সপ্রেসড দ্যাট। আমি জানি তোমাকে। আরো জানি হোয়াট ইউ ওয়াণ্ট বাট ওণ্ট এক্সপ্রেস। শেক অফ দিস মিডল ক্লাস ট্যাবু। কাম অন—' গলার স্বরে দীর্ঘ একটা টান দিয়ে বলতে লাগল, 'প্লীজ—'

অশোক ভাঙাচোরা গলায় বলল, 'আমি পারব না লীনা, পারব না—'

খানিকক্ষণ পলকহীন তাকিয়ে রইল লীনা। তার নেশাজড়ানো রক্তিম চোখের তলা থেকে আগুনের হল্কার মতো কিছু একটা উঠে আসতে লাগল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঠোঁট দুটো ক্রমশ তীব্র রেখায় বেঁকে যেতে লাগল।

চাপা অথচ তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'দেন ইউ রিফিউজ মী ! নেভার কল ইওরসেলফ এ ইয়াং ম্যান। ইউ ব্লাডি ইউনাচ, গেট আউট—' বলেই অশোকের কাঁধ থেকে হাত দুটো নামিয়ে টলতে টলতে বিছানায় গিয়ে জুতো-টুতো সুদ্ধু নিজেকে ছুঁড়ে দিল।

অশোক আর এক সেকেণ্ডও দাঁড়াল না। কোনরকমে এ ঘরের আলোটা নিভিয়েই দৌড়ে পাশের ঘরে গিয়ে দরজা-টরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। এতক্ষণে সে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস টানতে পারছে।

তেইশ চব্বিশ বছরের জীবনে কম করে কয়েক হাজার মেয়ে দেখেছে অশোক। তাদের মধ্যে লোয়ার মিডল ক্লাস গ্লাম-ডোয়েলার যেমন আছে তেমনি ইউনিভার্সিটি বা কো-এড কলেজে পড়বার সময় অত্যন্ত সোফিস্টিকেট মেয়েও রয়েছে। কিন্তু সেক্স সম্পর্কে এমন ডাইরেক্ট অকপট বেপরোয়া ইয়ং গার্ল আগে আর কখনও দ্যাখে নি অশোক।

লীনার সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে আচমকা অন্য একটা কথা মনে পড়ে গেল অশোকের। মাল্টিমিলিওনেয়ার ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের মেয়ে এই লীনা পভার্টি লাইনের নিচেকার সেভেনটি পারসেণ্ট ভারতীয়ের সামাজিক আর অর্থনীতিক অবস্থার ওপর রীসার্চ করে আমেরিকার একটা ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট পেয়েছে। আবার এই লীনাই পশ ক্লাবে গিয়ে দশ বারো পেগের মতো হুইস্কি খায়। 'বায়োলজিক্যাল আর্জে'র জন্য পছন্দমত একটি যুবকের সঙ্গে রাত কাটাতে তার বাড়ি চলে যায়। একই তরুণীর মধ্যে এই দুটো বিপরীত দিককে কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না। অশোকের মনে হল, ইওরোপ বা আমেরিকার মতো ফ্রি সেক্সের দেশে কয়েক বছর কাটিয়ে আসার নীট রেজাল্টটা হয়েছে এই. সেক্সের ব্যাপারে লীনার ব্রেনওয়াশটা পুরোপুরিই ঘটে গেছে।

ঘুমে চোখের পাতা আঠার মতো জুড়ে আসছিল। এদিকে লীনার ভাবনাটা চারদিক থেকে তাকে ঘিরে আছে। লীনার কথা ভাবতে ভাবতে যখন সে ক্রমশ গাঢ় ঘুমে ডুবে যাচ্ছে সেই সময় ঘুঘুর ডাকের মতো শব্দ করে ফোন বেজে উঠল। এ বাড়ির সব ঘরেই টেলিফোনের কানেকসান আছে।

এত রাতে কে ফোন করতে পারে? অশোক বুঝতে পারল না। অন্ধকারে প্রায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই হাত বাড়িয়ে ক্রেডেল থেকে টেলিফোনটা তুলে নিল সে। 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে রেখার গলা ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুর ভেতর দিয়ে চমক খেলে গেল যেন। এক সেকেণ্ডে ঘুম ছুটে গেল। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসতে বসতে বলল, 'রেখা তুমি!' রেখার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল

সে। অথচ তাকে কথা দেওয়া ছিল সন্ধ্যেবেলা ব্যারাকবাড়িতে যাবে। কিন্তু ক্লাবে অশোকের সম্মানে ডিনার, ড্রিংক, টাইকুনদের কথাবার্তা, লীনা—এ সবের ভিড়ে রেখার কথা মনে ছিল না।

রেখা বলল, 'হ্যাঁ, আমি। তুমি নিশ্চয়ই শুয়ে পড়েছিলে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু—'

'এখন রাত প্রায় একটা। ঘুম ভাঙাবার জন্যে খুবই দুঃখিত। কিন্তু না ভাঙিয়ে উপায় ছিল না।'

খুবই উদ্বিগ্নভাবে অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, খারাপ কোন খবর আছে?'

রেখা বলল, 'না, সে-সব কিছু না।'

'সবাই ভালো আছো তো?'

'হ্যাঁ।'

অশোক এবার খানিকটা আরাম বোধ করল। বলল, 'এত রাত্তিরে তুমি কোত্থেকে ফোন করছ?'

রেখা বলল, 'আমাদের এখানে ট্রাম রাস্তায় 'ডে অ্যাণ্ড নাইট' সারভিসের যে ওষুধের দোকানটা আছে সেখান থেকে।'

'নিউ ইণ্ডিয়া ফার্মেসি থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, এত রাত্তিরে কষ্ট করে ট্রাম রাস্তায় এসে কেন ফোন করছ?'

'শুধু একটা কথা বলার জন্যে।'

'কী?'

'তোমার জন্যে সেই বিকেল থেকে বসে ছিলাম। টুইশানিতে পর্যন্ত গেলাম না। কিন্তু তুমি এলে না। এবার থেকে তোমার কথায় বিশ্বাস করে আর কখনও অপেক্ষা করব না।'

অশোক মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'আমার ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে। বিশ্বাস কর, এমন একটা ঝামেলা এসে গেল যে কিছুতেই এ্যাভয়েড করতে পারলাম না। আমার অনারে চেম্বার থেকে হঠাৎ একটা পার্টি থ্রো করল। কাণ্ট্রির টপমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বিজনেস ম্যাগনেট, পলিটিক্যাল লিডাররা সেখানে ইনভাইটেড। আমার না গিয়ে উপায় ছিল না। তারপর এমন একটা কাণ্ড হল যে কিছুতেই আর টালিগঞ্জে যেতে পারলাম না। কাণ্ডটা কী হয়েছে, পরে তোমাকে বলব। খুব এনজয় করবে।' লীনার সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে রাখল অশোক।

রেখা বলল, 'তুমি এখন দেশের একজন বিরাট শিল্পপতি। তোমার অনারে অনেক কিছুই হবে। হোক, তাই আমি চাই। সেই আগের কথাটা আরেক বার বলে রাখি। তোমার কোন প্রমিজের ওপর নির্ভর করে আমি আর থাকব না। আচ্ছা ছাড়ি—'

অশোক টেলিফোনটার ওপর ঝাঁপিয়েই পড়ল যেন, 'না-না রেখা, প্লীজ ছেড়ো না।'

'কী বলবে, তাড়াতাড়ি বল। ললিতকে সঙ্গে করে এনেছি। বেচারাকে আর কতক্ষণ আটকে রাখব ?'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত। একেবারে ক্রিমিনালের মতো কাজ করেছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও। তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার আর মুখ নেই। তবু চাইছি। তুমি বলেই চাইতে সাহস করছি। প্লীজ—'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রেখা। তারপর বলল, 'এতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলছ। তোমার গলা এত জড়ানো লাগছে কেন ? পার্টিতে গিয়ে ড্রিংক করেছিলে নিশ্চয়ই ?'

অশোক একেবারে হকচকিয়ে গেল। সাত আট বছর বয়স থেকে এই রেখা নামের মেয়েটা তাকে দেখে আসছে। অশোকের পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত তার চেনা। সীজমোগ্রাফে যেমন এই পৃথিবীর সামান্য কাঁপুনিও ধরা পড়ে তেমনি অশোকের মধ্যে এতটুকু হেরফের হলেও ধরে ফেলে রেখা। কয়েক মাইল দূরে থেকে শুধু টেলিফোনে গলার স্বর শুনেই সে টের পেয়ে গেছে, অশোক ড্রিংক করেছে।

অশোক লুকানোর চেষ্টা করল না। জানে, করে লাভও নেই। করুণ গলায় বলল, 'হ্যাঁ। ভদ্রতার খাতিরে একটু করতেই হল। কী করব বল। তবে এটাই লাস্ট, আমি তোমার কাছে প্রমিজ করছি। কী হল, বললে না তো আমাকে ক্ষমা করেছ কিনা ?'

রেখা অল্প একটু শব্দ করে হাসল। তারপর আশ্চর্য উদাসীন গলায় বলল, 'আমার মতো একটা বস্তির মেয়ের কাছে তোমার মতো কোটিপতির ক্ষমা চাওয়া একটা দারুণ ব্যাপার। গর্বে আমার ফুলে যাওয়া উচিত। আর কিছু না হোক, ভবিষ্যতে এই কথাটা ভেবে মাঝে মাঝে রাত্তিরে ভালো ভালো স্বপ্ন দেখতে পারব। আচ্ছা ছাড়লাম—'

কট করে লাইন কেটে দেবার শব্দ হল। ব্যস্তভাবে অশোক চেঁচিয়ে উঠল, 'রেখা—রেখা—'

বাইশ

রেখা লাইন ছেড়ে দেবার পর অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারে নি অশোক। ভীষণ খারাপ লাগছিল তার। বার বার রেখাকে ব্যারাকবাড়িতে যাবার কথা বলছে কিন্তু মাঝখানে আচমকা একেকটা ঝামেলা এসে পড়ছে। কখনো পার্টি, কখনও মীটিং, কখনও কনফারেন্স, কখনো বা অন্য কিছু। এমন সব ব্যাপার যে কিছুতেই এড়ানো যায় না। সে যে মিশন নিয়ে এখানে এসেছে তার সঙ্গে এসব গভীরভাবে জড়িত। রেখাকে বললেও সে এসব বুঝবে না। ব্যারাকবাড়ি থেকে ওল্ড বালিগঞ্জে চলে আসার পর থেকেই রেখা ভীষণ সেন্টিমেন্টাল এবং অবুঝ হয়ে উঠেছে। অবশ্য রেখার দিক থেকে অবুঝ বা সেন্টিমেন্টাল হবার যথেষ্টই কারণ আছে। তার সামনে তো অশোকের মতো বড় মাপের কোন মিশন নেই। মিশন বা বিশেষ একটা উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে যে রাগী সৈনিক হঠকারী অশোক, তাকে কাছে পেলেই সে খুশী। তার চাওয়া খুবই অল্প। কিন্তু দেশের ফোরমোস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হবার পর সেটুকুও দিতে পারছে না অশোক। একসময় গোটা দিনের চব্বিশটা ঘণ্টা কি করে কাটাবে, সেটাই ছিল অশোকের কাছে মারাত্মক সমস্যা। দুপুরে চুটিয়ে ঘুম লাগিয়ে, চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে কিংবা রেখার সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় হেঁটেও দেখা যেত গোটা দিনের সবটুকু সময় খরচ করা যায় নি। আর এখন? কিভাবে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যায় টের পাওয়া যায় না। ভোর থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত তার 'প্যাকড প্রোগ্রাম'! সারা দিনে ভাল করে নিঃশ্বাস ফেলার সময় পায় না অশোক।

যাই হোক, রেখার কথা ভাবতে ভাবতে সে ঠিক করে ফেলেছিল, আগে থেকে আর কোন কথা দেবে না, নানা প্রোগ্রামের ফাঁকে একটু সময় বার করে ডুম করে ব্যারাকবাড়িতে চলে যাবে। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

ভোরবেলা কাঁটায় কাঁটায় ছ'টায় বেয়ারা দরজায় টোকা দিল। আর

তাতেই ঘুমটা ভেঙে গেল অশোকের। কাল রাত্তিরে দরজা-টরজা বন্ধ করে শুয়েছিল সে। উঠে দরজা খুলতেই বেয়ারা বিছানার পাশে একটা টেবলে বেড-টী রেখে গেল।

ওল্ড বালিগঞ্জে আসার পর এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে বেড-টী আসার পর এক মিনিটও আর ঘুমোতে পারে না অশোক। হ্যাবিট ইজ দা সেকেণ্ড নেচার।

বিছানায় বসে আস্তে আস্তে চা খেয়ে উঠে পড়ল অশোক। আর তখনই মনে পড়ল, লীনা পাশের ঘরে অর্থাৎ তার নিজের বেড রুমটা দখল করে শুয়ে আছে।

বেয়ারাটা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'পাশের ঘরের মেম সাহেবের ঘুম ভেঙেছে ?'

বেয়ারাটা বলল, 'জী সাব, মেমসাব আভি লাউঞ্জমে হ্যায়।'

'চা দিয়েছ ?'

'জী সাব।'

'ঠিক আছে, তুমি এখন যাও।'

বেয়ারাটা চলে গেল। অশোক দ্বিধান্বিতের মতো অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর বাইরের লাউঞ্জে চলে গেল।

একটা সোফায় খানিকটা কাত হয়ে বসে ছিল লীনা। বসার ভঙ্গিটা এলোমেলো, শিথিল। তার চোখদুটো এখনও লালচে, মুখটা ফোলা ফোলা, ঠোঁটে বাসি লিপস্টিকের রঙ ফিকে হয়ে এসেছে। দেখেই বোঝা যায়, কালকের নেশার খোয়ারি এখনও কাটে নি। দশ বারো পেগ হুইস্কি কি সহজে কাউকে ছাড়তে চায় !

লীনার সামনে চায়ের সাজ-সরঞ্জাম সাজানো রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, বেড-টী সে বিছানায় বসে খায় নি; খুব সম্ভব বেয়ারাকে এখানেই দিয়ে যেতে বলেছে।

অশোক বলল, 'গুড মর্ণিং—' বলতে বলতে একটা সোফায় বসে পড়ল।

লীনা একটু হেসে বলল, 'গুড মর্ণিং—'

'তার পর কাল ভালো ঘুম হয়েছিল ?'

'হল আর কোথায় ? ইউ স্পয়েল্ট এ বিউটিফুল নাইট—'

কাল রাতের সেই ব্যাপারটার পর এখন লীনাকে দেখতে দেখতে ভেতরে ভেতরে এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করতে লাগল অশোক। সে লীনার কথার উত্তর দিল না।

লীনাও আর কিছু না বলে টী-পট থেকে একটা কাপে কালচে রঙের কড়া লিকার ঢেলে নিয়ে চুমুক দিতে লাগল।

অশোক লক্ষ্য করল, লিকারে দুধ বা চিনি টিনি কিছুই মেশায় নি লীনা। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'শুধু স্ট্রং লিকার খাচ্ছ ?'

'হ্যাঁ ; কাল রাত্তিরে হুইস্কিটা একটু বেশিই খেয়ে ফেলেছি। হ্যাঙ-ওভারটা কিছুতেই কাটতে চাইছে না। ড্রিংকটা বেশি হয়ে গেলে পরের দিন সকালে কয়েক কাপ স্ট্রং লিকার খেয়ে নিই। তাতে শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়ে যায়।'

এলোমেলো কথা বলতে বলতে দু-তিন কাপ লিকার খেয়ে ফেলল লীনা। তার পর বলল, 'এবার আমি যাব।'

অশোক বলল, 'কোথায় যাবে ?'

'বাড়ি।'

'এখনই ? অন্তত ব্রেকফাস্ট করে যাও—'

'থ্যাঙ্ক ইউ। এখন কিছু খেতে পারব না। তা ছাড়া বাড়িতে অন্য একটা কাজ আছে।' বলতে বলতে উঠে পড়ল লীনা।

অশোক বলল, 'একটু ওয়েট কর।'

'কেন ?'

'তোমাকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছি।'

'দরকার হবে না। কাল রাত্তিরেই আমাদের শোফারকে বলে দিয়েছিলাম। সকাল হতে সেই গাড়ি নিয়ে এসে তোমাদের লনের পাশে ওয়েট করছে।' বলতে বলতে লাউঞ্জ থেকে ঘরে, ঘর থেকে ভেতর দিকের লম্বা করিডর পেরিয়ে লিফ্‌ট বক্সের কাছে চলে এল লীনা।

অশোকও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। লীনা ভেতরে ঢুকে বলল, 'তোমাকে আর কষ্ট করে নিচে নামতে হবে না। আমি চলে যেতে পারব।' লিফ্‌টের দরজা বন্ধ করে বলল, 'আরেক বার বলছি, মিডল ক্লাস ট্যাবুগুলো বাদ দিয়ে দাও।'

অশোক বিব্রতমুখে বলল, 'কী করব বল, ক্লাসের লাস্ট স্টেজ থেকে আমি উঠে এসেছি। আমার সঙ্গে সঙ্গে ওখানকার সব কিছু চলে এসেছে যে।'

লীনা বলল, 'ঠিক আছে, ক'দিন ওয়েট কর। মিডল ক্লাসের সব প্রেজুডিস থেকে বার করে এনে তোমাকে আমি ম্যান অফ দি মড ওয়ার্ল্ড তৈরি করে দিচ্ছি। ও-কে, সী ইউ—' লীনা বোতাম টিপে দিল। আর লিফ্‌টটা ঝিঁঝির ডাকের মতো একটানা শব্দ করে হুড় হুড় করে নিচে নেমে গেল।

অশোক আবার ফিরে এল লাউঞ্জে। খবরের কাগজ-টাগজ আগেই এসে গিয়েছিল। সেগুলো দেখতে দেখতে ম্যাসাজ করার জন্য সেই চীনা মেয়েটি অর্থাৎ চেন এসে গেল। আর এলেন চন্দ্রকান্ত।

রুটিন মাফিক খবরের কাগজ-পড়া, ম্যাসাজ, স্নান ইত্যাদি সারতে সারতে আটটা বেজে গেল। এর পর ব্রেকফাস্ট।

স্নানের পর অফিসে বেরুবার পোশাক পরে ব্রেকফাস্ট করতে যায় অশোক। সেখান থেকে সোজা অফিস।

পোশাক পরা শেষ হয়ে গিয়েছিল। একটা বেয়ারা টাইয়ের নট ঠিক করে দিচ্ছে, এই সময় চন্দ্রকান্ত খবর দিলেন, কালকের এ্যাপয়েন্টমেণ্ট অনুযায়ী রঘুবীর দত্ত এসেছেন। এই চার তলাতেই নাম-করা প্রেসের লোক বা অন্য কোন ভি-আই পি'র সঙ্গে কথা বলার জন্য একটা চেম্বার রয়েছে। চন্দ্রকান্ত জানালেন, রঘুবীর এবং তাঁর সঙ্গী একজন ফোটোগ্রাফারকে সেখানেই বসিয়ে এসেছেন।

অশোক একটু ভেবে বলল, 'এক কাজ করুন, ওঁদের ব্রেকফাস্ট টেবলে নিয়ে আসুন। খেতে খেতে কথা বলা যাবে।'

টাইয়ের 'নট' বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। দ্রুত চুলগুলো ব্রাস করে ব্রেকফাস্ট টেবলে চলে এল অশোক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রঘুবীর আর তার ফোটোগ্রাফারকে নিয়ে চন্দ্রকান্ত এসে পড়লেন।

নমস্কার এবং প্রতি-নমস্কারের পর টেবলের দু ধারে সবাই মুখোমুখি বসল। ইতিমধ্যে বেয়ারারা রুদ্ধশ্বাসে ছোটাছুটি করতে করতে দামী দামী খাবার-দাবার সবার সামনে সাজিয়ে দিয়েছে।

অশোক খাবারের প্লেটগুলোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'প্লীজ—'

রঘুবীর এবং তাঁর সঙ্গী 'ধন্যবাদ' বলেই ফর্কে খাবারের টুকরো গেঁথে নিল।

খেতে খেতে অশোক বলল, 'এবার বলুন, আমি আপনার জন্যে কী করতে পারি ?'

রঘুবীর বললেন, 'আপনাকে আগেই বলেছি আপনার একটা এসক্লুসিভ ইণ্টারভিউ চাই। প্রথমে আপনার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড সম্বন্ধে কিছু বলুন।'

উত্তরটা মনের ভেতর সাজিয়ে নিল অশোক। তারপর বলল, 'দেখুন আমার কোন ভালো ব্যাকগ্রাউণ্ড বা পেডিগ্রি নেই। লোয়ার মিডল ক্লাসের একেবারে শেষ স্টেজের মানুষ আমরা; আর চার পাঁচ জেনারেসন ধরে রিফিউজি।'

রঘুবীর কিছুটা হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, 'আমাদের দেশে রিফিউজি প্রবলেম শুরু হয়েছে নাইনটিন-ফর্টি সেভেন থেকে। তার মানে তিরিশ একত্রিশ বছর হতে চলল। তাতে ম্যাক্সিমাম একটা জেনারেসন পার হতে পারে।'

'আমি সেদিক থেকে বলি নি। সোস্যাল এবং ইকনমিক অ্যাঙ্গল থেকে বলেছি। শুনেছি আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা ইস্টবেঙ্গলে ছিলেন একজন সংস্কৃতের পণ্ডিত। স্কুলে ব্যাকরণ-ট্যাকরণ শেখাতেন। দুটো পয়সা যাতে বেশি পান, সে জন্য কখনও যশোর, কখনও চাটগাঁ, কখনও ঢাকা, এই করে বেড়াতেন। ঠাকুরদার বাবা যজমানি আর গুরুগিরি করে বেড়াতেন। বড়লোক যজমানদের ডাকে ছেলেপুলে নিয়ে আজ এই গাঁয়ে কাল ওই গাঁয়ে গিয়ে সংসার পাততেন। ঠাকুরদা ছিলেন কোবরেজ। যখন যে জায়গায় পশার জমত সেই খানেই বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে যেতেন। পশার কমে গেলে আবার অন্য জায়গায় ছুটতেন। বাবা ছিলেন তখনকার আমলের বেঙ্গল আসাম রেলে টিকিট-বাবু। আজ এ স্টেশন কাল সে স্টেশন করে বেড়াতেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতাম। এর থেকে বুঝতে পারছেন আমরা বেঁচে থাকার জন্য পাঁচ জেনারেসন ধরে রিফিউজির মতো নানা ঠিকানায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমরা সেই মিডিয়াভেল এজের নোম্যাড যেন। ইন ফ্যাক্ট আমাদের ওরিজিন যে কোথায়, কিছুই জানি না। উই আর ল্যাণ্ডলেস রিফিউজিস ফর জেনারেসনস। তারপর পার্টিসানের পর ইস্টবেঙ্গল থেকে এপার চলে এলাম। উঠলাম এক বস্তিতে। বাবা-মা সেখানে মারা গেলেন। বাবার এক বন্ধু একজন ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার আর ট্রেড ইউনিয়ন নেতার কাছে মানুষ হয়েছি। 'হ্যাভ নট' বলতে যে ক্লাসকে বোঝায় আমি তাদের একজন।'

রঘুবীর অশোকের মুখোমুখি বসে তিনটে কাজ একসঙ্গে করে যাচ্ছিলেন। দারুণ মনোযোগ দিয়ে অশোকের কথা শুনছিলেন। ফাঁকে ফাঁকে খেয়েও যাচ্ছিলেন এবং পকেট থেকে একটা সুদৃশ্য ডায়েরি বার করে নোটও নিচ্ছিলেন। বললেন, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং ব্যাকগ্রাউণ্ড। তার পর বলুন মিস্টার ব্যানার্জি—'

অশোক বলতে লাগল, 'কী আর বলব, এক্সট্রীম মিজার, পভার্টি আর ফ্রাসট্রেসনের মধ্যে বড় হতে লাগলাম। আমি যেখানে ছিলাম সেটাকে বটম অফ দি সোসাইটি বলা যায়। মনুষ্য বসবাসের মতো কোনরকম সুযোগ-সুবিধা এখানে নেই। মানুষ সেখানে প্রায় পশুর স্তরে পড়ে আছে। অ্যাণ্ড ইট ইজ নোন টু এভরিবডি বাই নাউ দ্যাট উইথ এ ডিসটিংক্ট

অ্যাণ্ড ডেফিনিট পারপাস আই হ্যাভ কাম টু দি এরিনা অফ বিগ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ড'। আর সেটা হল সাব হিউম্যান স্ট্যাণ্ডার্ড থেকে মানুষকে আরকটু ওপরের স্তরে তুলে আনা।'

রঘুবীর বললেন, 'উই নো, উই নো। যে পারপাস নিয়ে এখানে এসেছেন সে কাজ কি শুরু করে দিয়েছেন?'

'না।' বলতে বলতেই সোমদেবের কথা মনে পড়ে গেল অশোকের। তিনি বলেছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা শুরু করে দিতে। কেননা যে সেট-আপের মধ্যে সে এসে ঢুকেছে তার সিস্টেম আর অ্যাটমসফীয়ার এমনই যে দেরি করলে সেগুলো তাকে ক্রমশ গ্রাস করে ফেলবে। এখানে চারদিকে অজস্র আরামের উপকরণ ছড়িয়ে আছে। তা ছাড়া অশোকের হাতে রয়েছে অসীম ক্ষমতা দেশের এক ফোরমোস্ট মনোপলি হাউসের সর্বেসর্বা সে। দেরি করে ফেললে এই ক্ষমতা আর আরাম তাকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য থেকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। তার ভেতরকার আগুন নিভিয়ে দেবার মতো যথেষ্ট শক্তি এই সেট-আপের আছে। একটু চিন্তা করে অশোক বলতে লাগল, 'তবে দু-চারদিনের মধ্যেই কাজ শুরু করে দেব।'

'কয়েকটা হাউসে যে ওয়েলথ অ্যাকুমুলেটেড হয়ে আছে তা কি ভাবে আপনি পীপলের ভেতর ছড়িয়ে দেবেন সেটা জানার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। দয়া করে সে সম্বন্ধে কিছু বলবেন, কি?'

একটু চুপ করে থেকে অশোক বলল, 'না। আমার স্ট্র্যাটেজি আগেভাগেই জানিয়ে দিতে চাই না।' মনে মনে সে ভাবল, স্ট্র্যাটেজিটাই এখনও ঠিক হয় নি বলব কি?'

'ঠিক আছে, ও ব্যাপারটা এখন জানতে চাইছি না। কিন্তু কবে থেকে আপনার কাজ শুরু করবেন সেটা কি জানানো সম্ভব?'

এবার কিছু চিন্তা না করেই অশোক বলে ফেলল, 'এক সপ্তাহের মধ্যে।' বলেই মনে মনে ঠিক করে ফেলল, মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে গেছে সেই সময়ের মধ্যেই সে শুরু করে দেবে। তার বেশি একটা দিনও দেরি করবে না।

রঘুবীর এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'স্লাম থেকে আপনি এই মনোপলি এম্পায়ারে চলে এসেছেন। ডিফারেন্সটা কিরকম লাগছে?'

'খুবই এক্সাইটিং। মনে হচ্ছে আমি একটা আননোন কন্টিনেন্টে এসে পড়েছি। তবে—'

'তবে কী?'

'বস্তির লাইফ আর এই লাইফের ভেতর এত কনট্রাস্ট যে ভাবলে মাথা রীল করতে থাকে। একই দেশের মানুষের লিভিং কণ্ডিসানের মধ্যে এত তফাত থাকতে পারে, এখানে না এলে আমার পক্ষে জানা সম্ভব হত না।' বলতে বলতে একটু থামল অশোক। পরক্ষণেই আবার শুরু করল, 'এত ডিসপ্যারিটি থাকা উচিত নয়। এই জঘন্য বৈষম্য ঘুচিয়ে দিতে হবে, দিতেই হবে।' অশোক উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'যে কোন কাণ্ট্রির পক্ষে এর চাইতে লজ্জার ব্যাপার আর কিছু থাকতে পারে না।'

নোট নিতে নিতে রঘুবীর বললেন, 'আপাতত আপনার ডেইলি রুটিন কী? আই মীন এখানে আসার পর কিভাবে আপনার দিন কাটছে?'

অশোক সামনের দিকে ঝুঁকে বলল, 'পাপেট ড্যান্স দেখেছেন?'

রঘুবীর একটু অবাক হয়েই বললেন, 'মানে পুতুল নাচ?'

অশোক রগড়ের গলায় বলল, 'হ্যাঁ, মাংকি ড্যান্সও বলতে পারেন।' তারপর টেবলের ওপাশে চন্দ্রকান্তকে দেখিয়ে বলল, 'আমার সেক্রেটারি রাহেজা সাহেবের হাতে অনেকগুলো ইনভিজিবল সুতো রয়েছে। আর সেগুলো আমার হাত-পা নাক-মুখ এটসেটরার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। রাহেজা সাহেব যেভাবে সুতো টানছেন আমিও সেভাবে উঠছি, বসছি, নাচছি, লাফাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি। যা উনি প্রম্পট করে যাচ্ছেন আমি গড় গড় করে সেই ডায়লগ আউড়ে যাচ্ছি।'

চন্দ্রকান্তর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। বিব্রতভাবে তিনি বললেন, 'এ আপনি কী বলছেন স্যর? আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।'

অশোক তার দিকে একটা হাত তুলে হাসতে হাসতে বলল, 'দিস ইজ জোক—সিম্পল তামাশা।'

রঘুবীর অশোককে বললেন, 'আপনার কথা বুঝতে পারলাম না মিস্টার ব্যানার্জি—'

অশোক বলল, 'রাহেজা সাহেব আমাকে আর দশটা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের মতো তৈরি করে তুলতে চাইছেন। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত ইণ্টারভিউ, অফিস, বোর্ড মীটিং, ক্লাব, পার্টি—এ সবের মধ্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফার্স্ট ক্লাস স্টেজ রিহার্সাল করিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু—'

রঘুবীর মুখ তুলে তাকালেন, 'কিন্তু কী?'

'আর ক'টা দিনই এই স্টেজ রিহার্সাল দেব। পুরনো নাটকে চেনা পার্টে অভিনয় করার জন্যে আমি এখানে আসি নি। মিস্টার রাহেজা ক'দিনের ভেতরেই জানতে পারবেন আমি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারে কী রোল প্লে করতে এসেছি।'

আরো কিছুক্ষণ কথা বলার পর রঘুবীর বললেন, 'এক্সকিউজ মী মিস্টার ব্যানার্জি, আমরা আপনার দু-একটা ফোটো নেব।'

'আমার পাবলিসিটির কোন দরকার নেই মিস্টার দত্ত।'

'আপনার জন্যে না মিস্টার ব্যানার্জি, আমাদের পেপারের জন্যে আপনার ফোটো দরকার।'

অশোক আর আপত্তি করল না। বলল, 'ঠিক আছে, নিয়ে নিন—'

রঘুবীর তাঁর সঙ্গীকে বললেন, 'আনন্দ, ক'টা স্ন্যাপ নিয়ে নাও—'

ছবি তোলা হয়ে গেলে রঘুবীর বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ।' একটু ভেবে বললেন, 'আপনার ফোটোর তলায় কী ক্যাপসান দেব, ভেবে রেখেছি।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কী ক্যাপসান?'

'অ্যান ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট উইথ এ চ্যালেঞ্জ বা ডিফারেন্স।'

'না।'

'তবে?'

'ক্যাপসান দেবেন, এ ওয়াইল্ড বুল ইন দা গ্লাস হাউস অফ ইণ্ডাস্ট্রি।'

'ইউ আর এ ফাইন ওয়াগ মিস্টার ব্যানার্জি।' রঘুবীর হাসতে হাসতে উঠে পড়লেন, 'ভেরি মেনি থ্যাঙ্কস ফর ওয়াণ্ডারফুল ইন্টারভিউ অ্যাণ্ড সামচুয়াস ব্রেকফাস্ট।'

'নো মেনসান প্লীজ।'

'সী ইউ এগেন স্যর—'

'সিওর।'

রঘুবীররা চলে গেলেন।

তেইশ

কথা ছিল রঘুবীর দত্তকে দশ মিনিটের ইন্টারভিউ দেবে অশোক। কিন্তু কথায় কথায় পুরো দুটি ঘন্টা পার হয়ে গেছে। কাজেই অফিসে এসে যখন সে পৌঁছুল, এগারোটা বেজে গেছে।

গেটের কাছে এসে লিমুজিনটা পার্ক করতেই অশোক প্রায় চমকে উঠল। টালিগঞ্জের অর্থাৎ তাদের পাড়ার পঞ্চাশ-ষাটটা ছেলে একধারে দাঁড়িয়ে আছে। খুব সম্ভব ওরা ভেতরে ঢুকবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের

লোকেরা ঢুকতে দেয় নি। এখনও তারা সারি সারি দাঁড়িয়ে দেয়াল তৈরি করে ওদের ঠেকিয়ে রেখেছে। অশোক ভিড়ের ভেতর রণেশ, ললিত, বিষ্টু, পল্টু, ভল্টেদের দেখতে পেল।

ললিতরাও অশোককে দেখতে পেয়েছিল। তারা এবার চেঁচিয়ে উঠল, 'অশোকদা, অশোকদা—' তার পরেই ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের লোকেদের ঠেলে এগিয়ে আসতে চাইল। মুহূর্তে ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল।

দ্রুত দরজা খুলে নেমে পড়ল অশোক। এক রকম দৌড়েই ললিতদের কাছে চলে এল সে। ওদিকে চন্দ্রকান্ত গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে এসেছেন। অশোকের নিরাপত্তার দায়দায়িত্ব তাঁর।

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, কী ব্যাপার ?'

ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের লোকেরা লম্বা লম্বা স্যালুট হাঁকিয়ে জানালো, এই বদমাস ছোকরারা জোরজার করে ভেতরে ঢুকতে চাইছে।

রণেশ এবং পল্টু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'আমরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম অশোকদা। এই মাকড়ারা ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। বলছি, তুমি আমাদের দাদা, এক পাড়াতেই থাকতাম। খচড়াগুলো কিছুতেই বিশ্বাস করছে না।'

অশোক ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের লোকেদের সরে যেতে বলল। ওরা চলে গেলে ললিতরা কাছে এগিয়ে গেল। অশোক তাদের বলল, 'কখন এসেছিস তোরা ?'

রণেশ বলল, 'ঘণ্টা খানেক। সেই দশটার সময়। রেখাদি বলেছিল আমরা এলে কেউ আটকাবে না। তুমি দারোয়ান-ফারোয়ানদের বলে রাখবে।'

অশোকের মনে পড়ে গেল, রেখা ওদের আসার কথা ঠিকই বলেছিল কিন্তু নানা রকম ঝামেলায় ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের লোকেদের বলে রাখতে সে ভুলে গিয়েছিল। অশোক বলল, 'তোরা আয় আমার সঙ্গে—'

একটু পর লিফ্‌টে করে সবাইকে নিজের চেম্বারে নিয়ে এল অশোক। চন্দ্রকান্ত বেয়ারাদের দিয়ে অনেকগুলো আরামদায়ক চেয়ার আনিয়ে দিলেন। সবাই বসে পড়ল।

এরকম একটা অফিসে, যেখানে গোটা একুশতলা বাড়িটাই পুরোপুরি এয়ার-কণ্ডিসানড, যেখানে পা ফেললেই ছ' ইঞ্চি পুরু জয়পুরী কার্পেট, চেয়ারে বসলে দেড় ফুট ফোমের ভেতর শরীর ডুবে যায়—আগে আর কখনও ঢোকে নি রণেশরা। বাইরের রাস্তায় তবু তারা চিৎকার-টিৎকার করছিল কিন্তু এখানে

একেবারে হকচকিয়ে গেছে। নিজেদের মধ্যে তারা চাপা গলায় বলাবলি করছিল।

'উরি শালা, অশোকদা কোথায় 'ইন' করেছে রে?'

'মাইরি, হিন্দী ফিলিমের পয়সাওলা হিরোইনদের বাড়ির মতো।'

'লাইফে এমন বাড়ি চোখে দেখি নি।'

পল্টু ভল্টেকে বলল, 'এ্যাই, আমাকে একটা চিমটি কাট তো—' বলে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

ভল্টে বলল, 'কেন রে?'

'শালা ড্রিম-ফ্রিম দেখছি কিনা—'

এই সময় অশোক বলল, 'কেমন আছিস তোরা?'

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, তারা ভালই আছে।

'বাড়ির খবর ভালো তো?'

ভল্টে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'এমনিতে তো ভালোই কিন্তু চাকরি-বাকরি না হলে সুইসাইড করতে হবে। বাবা বাড়ি ছাড়ার নোটিশ ধরিয়ে দিয়েছে।'

অশোক বলল, 'তোদের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। আগে বল, কী খাবি?'

'না-না, কিচ্ছু খাব না। তুমি আমাদের বাঁচাও অশোকদা। আমাদের ব্যাপারটা তো তুমি জানোই। চাকরি-টাকরি না পেলে মরে যাব।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আগে কিছু খেয়ে নে—' বলেই অশোক চন্দ্রকান্তর দিকে তাকাল, 'মিস্টার রাহেজা—'

রহেজা ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছিলেন। চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বললেন, 'ইয়েস স্যর—'

একটু পর বেয়ারাদের দিয়ে আশ্চর্য সুন্দর প্লেটে দামী দামী প্রচুর কেক, প্যাস্ট্রি, সন্দেশ, কাজু বাদাম ইত্যাদি আনিয়ে দিলেন চন্দ্রকান্ত।

টেবলের ওপর এত ভালো ভালো খাবার কিন্তু রণেশরা হাত গুটিয়ে রেখেছে। তারা খুবই আড়ষ্ট বোধ করছিল।

অশোক বলল, 'কি রে, কী হলো তোদের? খা খা—'

তাড়া দিয়ে দিয়ে ওদের খাওয়ালো অশোক। খাওয়া-দাওয়ার পর ললিত মুখ কাচুমাচু করে বলল, 'আমাদের তা হলে কী হবে অশোকদা? তুমি এত বড় কোম্পানির টপে এসে বসেছ। আমরা কিন্তু হেভি আশা করে আছি।'

অশোক বলল, 'তোদের কথা আমি সব জানি। রেখাও আমাকে সব বলেছে। আমি তো সবে এখানে এলাম। চাকরি-বাকরির ব্যাপারে একটু

সময় লাগবে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তোরা আজ যা। কিছু ব্যবস্থা হলেই খবর দেব।'

সবাই উঠে পড়ল। পল্টু বলল, 'যা করার একটু তাড়াতাড়িই করো অশোকদা—'

অশোক বলল, 'বার বার বলতে হবে না। তোদের কথা আমার মনে আছে।'

ওদের এগিয়ে দেবার জন্য চেম্বার থেকে বেরিয়ে করিডরের শেষ মাথায় লিফ্‌ট বক্সের কাছে চলে এল অশোক। তারপর বোতাম টিপে লিফ্‌ট ওপরে আনিয়ে দিল। একসঙ্গে দশজন করে নিচে নামতে লাগল।

চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জনের নামতে বার চার-পাঁচেক লেগে গেল। শেষবার যারা লিফ্‌টে ঢুকল তাদের ভেতর ললিত রয়েছে। হঠাৎ কী মনে পড়তে হুড়মুড় করে লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে এল সে। বলল, 'একটা কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম অশোকদা—' বলতে বলতে পকেট থেকে প্ল্যাস্টিকের একটা কৌটো বার করে অশোকের দিকে বাড়িয়ে দিল।

অশোক কৌটোটা নিতে নিতে বলল, 'কী এটা?'

'বলতে পারব না। মালতীমাসী এটা তোমাকে দিতে বলেছে।'

অশোক বলল, 'ঠিক আছে।'

ললিত আবার লিফ্‌টে গিয়ে ঢুকল। আর তক্ষুনি সেটা সাঁ করে নিচে নেমে গেল।

অশোক করিডরের ছ' ইঞ্চি পুরু নরম কাশ্মীরী কার্পেট মাড়িয়ে নিজের চেম্বারের দিকে ফিরতে ফিরতে প্ল্যাস্টিকের কৌটোটা খুলে ফেলল। ভেতরে ঠাসাঠাসি করে নারকেল নাড়ু আর পাটিসাপ্টা সাজানো রয়েছে।

এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারে আসার পরই সবাই তার কাছে কিছু না কিছু আশা করে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে আছে। শুধু মালতী-কাকীমা বাদ। নারকেল নাড়ু আর পাটিসাপ্টা অশোকের খুবই প্রিয় খাদ্য। কাকীমা তা ভোলে নি। বড় যত্নে আর মায়ায় সেসব নিজের হাতে তৈরি করে পাঠিয়ে দিয়েছে।

খাবারগুলো দেখতে দেখতে চোখে জল এসে যাচ্ছিল অশোকের।

চব্বিশ

আরো তিন-চার দিন কেটে গেল। এর ভেতর আলাদা রকমের কিছু ঘটে নি। সব কিছুই ছক-কাটা প্রোগ্রামের মধ্যে চলেছে। যেমন ভোরে বেড-টী, তারপর একে একে ম্যাসাজ, খবরের কাগজ পড়া, স্নান, ব্রেক-ফাস্ট, অফিস, বোর্ড মীটিং, ক্লাব, চেম্বার অব কমার্স ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশ্য এর ভেতর দিন-রাত সে ভেবে গেছে, কিভাবে কোত্থেকে নিজের কাজ শুরু করবে। এই হাউসে সঞ্চিত বিপুল ওয়েলথের স্রোত কেমন করে পভার্টি লাইনের নিচের দিকে বইয়ে দেবে। মোটামুটি অশোক ঠিক করেছে এই হাউসে যে একশো উনষাটটা কোম্পানি রয়েছে প্রথমে তার প্রতিটির ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেণ্ট থেকে শুরু করে টার্ন ওভার, আউট-পুট, লাভ বা ক্ষতি, ইনকাম ট্যাক্স, ওয়ার্কারদের সংখ্যা, তাদের স্যালারি, বোনাস ইত্যাদি যাবতীয় খুঁটিনাটি খবর নেবে। তারপর ভবিষ্যৎ প্রোগ্রাম স্থির করবে। চন্দ্রকান্ত এবং কোম্পানি সেক্রেটারি কার্লেকারকে একশো উনষাটটা কোম্পানির সব ব্যালান্স শীট, অডিট রিপোর্ট দিতে বলেছে। ওঁরা জানিয়েছেন, দু-এক দিনের মধ্যে অশোক সব পেয়ে যাবে।

আজ ঘুম থেকে উঠে ম্যাসাজ-ট্যাসাজের পর বাইরের লাউঞ্জে বসে দ্বিতীয় রাউণ্ডের চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছিল অশোক। পাশের সোফায় বসে চন্দ্রকান্তও একটা ইকনমিক ডেইলির পাতা উল্টে যাচ্ছিলেন। এই সময় সোমদেবের টেলিফোন এল, 'গুড মর্ণিং অশোক। তারপর তোমার কাজ শুরু করে দিতে পেরেছ?'

ভদ্রতাসূচক দু-একটা কথা বলে অশোক জানালো, এখনও কাজ শুরু না করলেও সে সম্বন্ধে অনবরত ভাবছে।

সোমদেব বললেন, 'তোমাকে সেদিন পার্টিতে একটা ওয়ার্নিং দিয়েছিলাম, মনে আছে?'

'আছে। বেশি দেরি করলে যে সেট-আপের মধ্যে আমি ঢুকেছি সেটা আমাকে শেষ করে দেবে। আমার মধ্যে যেটুকু রেভোলিউশনারি

স্পিরিট আছে তা টোটালি ধ্বংস করে ফেলবে। আমার পারপাসের কথা তুই একটা সেকেণ্ডের জন্যেও আমি ভুলি নি চ্যাটার্জি সাহেব।'

'ফাইন। সেই সঙ্গে সাদির পয়লা রাতে বেড়াল মারার গল্পটা সবসময় মনে রেখো। তাতে উপকার হবে।'

'গল্পটা সেদিন বলবেন বলেছিলেন, কিন্তু এখনও বলেন নি।'

'বেশ আজই বলে দিচ্ছি। তোমার এখন কোন তাড়া-টাড়া নেই তো?'

'না। এখন ঘণ্টাখানেক আমি ফ্রী। তারপর মিস্টার রাহেজা আমাকে ঠেলেঠুলে বাথরুমে পাঠিয়ে দেবেন।'

'আমি তোমার মিনিট পাঁচেক সময় নেব মাত্র। নট এ সেকেণ্ড মোর।'

সোমদেবের গল্পটা এই রকম। ইরান দেশে ফুটন্ত গোলাপের মতো শাহজাদী ছিল। যেন দুটি আসমানের হুরী। যেমন তাদের ধনদৌলত তেমনি বিরাট বিরাট প্যালেস। কিন্তু দুই বোনের বিয়ে আর হয় না। তার কারণ সাদির ব্যাপারে তাদের শর্ত রয়েছে। যারা তাদের বিয়ে করবে তারা সোনাদানা, উত্তম খানাপিনা, দামী দামী পোশাক, রাজপ্রাসাদ—সবই পাবে কিন্তু প্রতিদিন ঘুমোবার জন্য বিছানায় উঠবার আগে আর ভোরে ঘুম ভাঙার পর মোট দু'বার শাহজাদীদের পঞ্চাশ ঘা করে পয়জার খেতে হবে। জুতোর বাড়ি খাবার শর্তে কে আর শাহজাদীদের সাদি করবে?

বিয়ের শর্ত জানিয়ে রোজই বাদশার লোকেরা রাস্তায় রাস্তায় ঢ্যাড়া দিয়ে যায়।

এদিকে হয়েছে কি, অন্য এক দেশ থেকে যমজ দুই ভাই কাজের খোঁজে বাদশাহজাদীদের দেশে এসে হাজির হলো। তারা যুবক এবং সুপুরুষ। তবে ভীষণ গরীব। দু-বেলা খাওয়া-দাওয়া জোটে না, কাজও পাচ্ছে না। অগত্যা কী আর করে, দুই ভাই ঠিক করল দুই রাজকন্যাকে সাদি করবে। দিনে এক শো পয়জার বরাদ্দ আছে ঠিকই কিন্তু পেট পুরে খেতে তো পাবে। পেটে খেলে পিঠে সয়।

শহরের দুই মাথায় দুই বিশাল প্যালেসে দুই ভাইয়ের সঙ্গে একই দিনে দুই শাহজাদীর বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পর গ্র্যাণ্ড ফীস্ট। দুই প্রাসাদে দুই শাহজাদীর পাশে খেতে বসেছে তাদের স্বামীরা। ধরা যাক, দুই স্বামীর নাম হারুণ আর হুসেন।

বিয়ের পর দুই ভাইকে আর চেনা যায় না। হাজার হোক তারা

শাহজাদীদের স্বামী তো। পরনে তাদের হীরে আর চুনী পান্না বসানো ভেলভেটের পোশাক, মাথায় সোনার মুকুট, কোমরে মীনে-করা রুপোর খাপে ঢাকা তলোয়ার।

খেতে বসার পর দেখা গেল, দুই শাহজাদীরই ডজন দুয়েক করে পোষা বেড়াল রয়েছে। মালিকানীদের বরেদের পাতে কোর্মা পোলাও দেখে তারা ঝাঁক বেঁধে বেরিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে টানাটানি করে খেতে লাগল।

এত ভালো ভালো এবং দামী দামী সুখাদ্য আগে কখনও চোখেই দ্যাখেনি দুই ভাই। অথচ বেড়ালের জ্বালায় পাতে হাতই দেওয়া যাচ্ছে না।

হারুণটা ছিল খুবই রগচটা গোঁয়ার। যা হবার হবে, ভেবেই কোমর থেকে তলোয়ারখানা বার করে বসিয়ে দিল এক কোপ। সাত আটটা বেড়াল তক্ষুনি খতম। বাকীরা গতিক বুঝে হাওয়া হয়ে গেল। শাহজাদী বরের কাণ্ডকারখানা দেখে টঁ্যা-ফোঁ করতে সাহস করল না। এমন কি রাত্তিরে শোবার আগে পঞ্চাশ পয়জারের কথাও মুখে আনল না।

ওদিকে হুসেনটা ভীষণ গোবেচারা গোছের। শাহজাদীর পেয়ারের বেড়ালদের গায়ে হাত তোলার মতো বুকের পাটা তার নেই। কোনরকমে তাদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে সিকিপেটা খেয়ে এবং শোবার আগে পঞ্চাশ পয়জার হজম করে সে শুতে গেল।

এই ভাবেই চলছিল। ভালো ভালো খেয়ে রাজবাড়িতে আরামে থেকে ক্রমশ তাগড়া হয়ে উঠতে লাগল হারুণ। বেড়াল মারার পর থেকে পয়জারের কথা আর মুখেই আনে না শাহজাদী। কিন্তু মুখচোরা ভীতু হুসেন আধপেটা সিকিপেটা খেয়ে এবং রোজ এক শো জুতোর বাড়ি হজম করে আরো কাহিল হয়ে পড়ল।

মাস দুয়েক বাদে দুই ভাইয়ের হঠাৎ একদিন দেখা। হুসেনের হাল দেখে খুবই কষ্ট পেল হারুণ। হুসেন কিন্তু হারুণের দিকে তাকিয়ে অবাক হল এবং জানতে চাইল কিভাবে সে এমন শাঁসেজলে নাদুস-নুদুস হয়ে উঠেছে? হারুণ সব কথা জানিয়ে বলল, বেড়াল মারার পর শাহজাদী আর পয়জারের কথা তো তোলেই না, অন্য বেড়ালেরাও খাবার সময় তার ধারে কাছে ঘেঁষে না। উদ্দীপ্ত উত্তেজিত হুসেন সব শুনে ঠিক করে ফেলল সেদিনই বাদশাজাদীর মহলে ফিরে খাবার সময় সবগুলো বেড়াল সাবাড় করে ফেলবে। সত্যি সত্যি করলও তাই কিন্তু তার ফল হলো উল্টো। ক্ষিপ্ত শাহজাদী তার পয়জারের বরাদ্দ ডবল করে দিল।

আরো কিছুকাল বাদে আবার দুই ভাইয়ে দেখা। হুসেনকে এখন আর চেনাই যায় না। একে তো বেড়ালের জ্বালায় খাওয়া-দাওয়া নেই। তার ওপর রোজ শাহজাদীর দু'শো করে পয়জার খেয়ে ঘাড় বেঁকে গেছে, মাথার চুল উঠে উঠে টাক পড়ে গেছে, সারা গায়ে জুতোর বাড়ির কত যে দাগ! প্রাণটুকু কোনরকমে ধুকধুক করছে তার।

হারুণ বলল, 'এ কী চেহারা হয়েছে তোর?'

হুসেন বলল, 'তোর কথামতো বেড়াল মেরে আমার এই হাল।'

হারুণ তখন জানালো, 'সাদির পয়লা রাতেই বেড়াল মারতে হয়। দেরি করে ফেললে হুসেনের মতো অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়।'

গল্প শেষ করে সোমদেব বললেন, 'দিস ইজ মাই স্টোরি। কেমন লাগল বল?'

অশোক বলল, 'একসেলেন্ট। তবে এর মোরালটা আরো ভালো। সে কথা আমার মনে থাকবে।'

'গুড।' সোমদেব বললেন, 'আমার কাছেই পারমিতা বসে আছে। ও তোমার সঙ্গে কথা বলবে। পারমিতাকে ফোনটা দিলাম—'

ওধার থেকে পারমিতার গলা ভেসে এল, 'ভালো আছেন?'

অশোক বলল, 'একরকম চলে যাচ্ছে। আপনি কেমন আছেন?'

'ভাল।'

এলোমেলো দু-একটা কথার পর পারমিতা বলল, 'পরশু কিন্তু রবিবার। সেই ব্যাপারটা মনে আছে তো?'

অশোকের মনে পড়ল। কোন একটা বস্তিতে নিজের সোসাল সারভিস অর্থাৎ সেবামূলক কাজকর্ম দেখাবার জন্য অশোককে নিয়ে যেতে চান পারমিতা। আগেই এ নিয়ে তাদের কিছু কথাবার্তা হয়ে গেছে।

অশোক বলল, 'নিশ্চয়ই মনে আছে। আমাকে কী করতে হবে বলুন—'

পারমিতা বললেন, 'রবিবার সকালের দিকে কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখবেন না। আমি ঠিক ন'টায় আপনার বাড়ি থেকে আপনাকে তুলে নিয়ে যাব।'

'আচ্ছা।'

'নমস্কার।'

'নমস্কার।'

ফোনটা ক্রেডেলে নামিয়ে রাখতে রাখতে লীনার কথা মনে পড়ে গেল অশোকের। ইণ্ডিয়ার মতো আণ্ডার-ডেভলাপড কান্ট্রির জনসাধারণের যে বিপুল

অংশ পভার্টি লাইনের তলায় রয়েছে তাদের ওপর রিসার্চ করে ডক্টরেট পেয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে বিশ্বের সকল দেশের বস্তিবাসীদের সমস্যা এবং সমাধান নিয়ে জেনেভাতে একটা কনফারেন্স বসবে। ইণ্ডিয়া সেখানে একটা বড় ডেলিগেসান পাঠাবে। কেননা পৃথিবীতে বস্তিবাসীদের সংখ্যা ভারতেই খুব সম্ভব সব চাইতে বেশি। কাজেই তার বক্তব্যকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে। লীনার ইচ্ছা, এই কনফারেন্সে সে ভারতীয় দলের একজন প্রতিনিধি হয়ে যাবে। দারিদ্র্য সীমার নিচেকার মানুষ নিয়ে ডক্টরেট হবার পর ডেলিগেসনে জায়গা পাওয়ার দাবী সে নিশ্চয়ই করতে পারে। তার বাবা স্যর হরিকিষণ দেশাই। কাজেই পেডিগ্রির জোর তো আছেই। ডেলিগেসনে তাকে রেকমেণ্ড করার লোকেরও অভাব হবে না। কিন্তু অসুবিধাটা অন্য জায়গায়। বস্তি সম্পর্কে তার ধারণা ভাসা ভাসা, অস্পষ্ট। দূর থেকেই সে স্লাম দেখেছে, কিন্তু কখনও ভেতরে ঢুকে দ্যাখে নি। ডক্টরেট সে করেছিল নানা রকম স্ট্যাটিসটিকস এবং বইটই থেকে বস্তিবাসীদের লিভিং কণ্ডিসান সম্পর্কে তথ্যটথ্য যোগাড় করে। কিন্তু ডেলিগেসনে যেতে হলে বস্তি এবং সেখানকার পরিবেশ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার, নিজস্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া এই ধারণা অসম্ভব। লীনা এই কারণে কোন বস্তিতে অশোককে নিয়ে যেতে বলেছিল।

রবিবার পারমিতা অশোককে বস্তিতে নিয়ে যাবেন। তখন কি লীনাকে সে সঙ্গে যেতে বলবে? লীনা গেলে একসঙ্গে দুটো কাজ হয়ে যায়।

আগে কখনও লীনাকে ফোন করে নি অশোক। কিছুটা দ্বিধা করে আঙুল দিয়ে ডায়াল ঘোরাতে লাগল। লীনা তাকে একটা নাম্বার দিয়ে গিয়েছিল। সেটা ডায়াল করলে তাকে তার বেডরুমে পাওয়া যায়।

একটু পর ফোনে লীনার গলা ভেসে এল, 'কাকে চান?'

অশোক বলল, 'আমি অশোক—'

লীনা খুশিতে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'হোয়াট এ প্লেজাণ্ট সারপ্রাইজ! তুমি কোনদিন আমাকে ফোন করবে, ভাবতেই পারি নি। বল, কী ব্যাপার?'

'একটা বিশেষ দরকারে তোমাকে ডিসটার্ব করলাম।'

'নো কোশ্চেন অফ ডিসটর্বেন্স। ইট'স প্লেজার। বল—'

'তুমি আমার সঙ্গে বস্তিতে যেতে চেয়েছিলে না?'

'ওহ্ সিওর। কাল খবর পেয়েছি খুব শিগগিরই ইণ্ডিয়ান ডেলিগেসান ফর্মড হয়ে যাবে। তার আগেই স্লাম সম্পর্কে আমার পার্সোনাল এক্সপীরিয়েন্স হওয়া দরকার। কবে আমাকে বস্তি দেখাতে নিয়ে যাবে বল।'

'পরশু। সকালে ন'টার ভেতর তুমি আমার এখানে আসতে পারবে ?'

'ডেফিনিটলি পারব।'

'তোমার জন্যে আমি ওয়েট করব। ন'টার বেশি দেরি করো না।'

'আরে না-না।'

'তা হলে রাখছি—' বলেই লাইন কেটে দিল অশোক।

পঁচিশ

ন'টা বেজে গিয়েছিল। লীনার সঙ্গে কথা বলার পর সোজা বাথরুমে চলে গেল অশোক। দ্রুত স্নান, ব্রেকফাস্ট ইত্যাদি সেরে ঠিক দশটায় অফিসে চলে এল সে।

প্রথম দিকে অশোকের জন্য অফিস এবং অফিসের বাইরের দৈনন্দিন যাবতীয় প্রোগ্রাম তৈরি করতেন চন্দ্রকান্ত। কয়েকদিন পর সেটা দু ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে! অফিসের প্রোগ্রাম আজকাল ঠিক করে রাখে পার্ল। অফিসের বাইরের ব্যাপারগুলো ঠিক করেন চন্দ্রকান্ত।

নিজের চেয়ারে বসতে বসতে অশোক জিজ্ঞেস করল, 'মিস শেঠনা, আজ আমার প্রথম কী কাজ ?'

ডায়েরি খুলে মুখস্থ বলার মতো গড় গড় করে প্রোগ্রামগুলো বলে গেল পার্ল। বেশির ভাগই দৈনন্দিন রুটিন ওয়ার্ক। ডাইরেক্টরস বোর্ডের মীটিং কিংবা আগের অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনুযায়ী নানা লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, ইত্যাদি।

এই তালিকার মধ্যে অত্যন্ত জরুরী দুটো প্রোগ্রাম রয়েছে। এক নম্বর হলো, হাই পাওয়ার কমিটির ডাকে বেলা এগারোটায় এক্সট্রা-অর্ডিনারি একটা মীটিং। দ্বিতীয়টি হলো, লাঞ্চের পর বিকেল তিনটেয় অফিসে অটোমেশন চালু করার ব্যাপারে কনফারেন্স।

অশোক এ হাউসে আসার পর মোটামুটি জেনেছে, এখানকার এক শো উনষাটটা কোম্পানির প্রায় হাজারখানেক ডাইরেক্টরের ভেতর থেকে সাত জন ভি-আই-পিকে বেছে নিয়ে একটা হাই-পাওয়ার কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। এঁদেরই এই বিশাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারের যাবতীয় পলিসি স্থির করার কথা। কিন্তু সোমদেব ছিলেন এমনই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যে তাঁর ওপর কারো কথা বলার সাহস বা ক্ষমতা ছিল না। নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে হাই-পাওয়ার কমিটির

মীটিং-এ নিজের পছন্দমতো সব পলিসিই পাশ করিয়ে নিতেন। তাতে অবশ্য বরাবরই এই হাউস লাভবানই হয়েছে।

যাই হোক, এই কমিটির কনভেনার হলেন মিস্টার বিলিমোরিয়া। এঁর সঙ্গে আগেই অশোকের আলাপ হয়েছে। যে কোন সময় হাই-পাওয়ার কমিটির মীটিং ডাকার ক্ষমতা বিলিমোরিয়া সাহেবের আছে।

সোমদেব চলে যাবার পর হাই-পাওয়ার কমিটির ক্ষমতা কতটা রয়েছে বা আজকের মীটিং-এ কী ধরনের আলোচনা হবে সে সম্বন্ধে কোন রকম ধারণা নেই অশোকের। যেদিন ললিতরা চাকরির জন্য এখানে এসেছিল সেদিন বিকেলে বিলিমোরিয়ার সই-করা একটা চিঠি পায় অশোক। অত্যন্ত বিনীত ভাষায় বিলিমোরিয়া আজকের মীটিং-এ তাকে যোগ দিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

কাঁটায় কাঁটায় এগারোটায় কনফারেন্স রুমে চলে এলো অশোক। হাইপাওয়ার কমিটির মেম্বাররা আগে থেকেই এখানে এসে বসে আছেন। এঁদের মধ্যে বিলিমোরিয়া আর ব্রিজলাল আগরওয়ালকে আগেই দেখেছে অশোক। বাকীদের দেখলেও মনে নেই।

হাই-পাওয়ার কমিটির মীটিং-এ কোন মেম্বারই তাঁর সেক্রেটারি বা পি-এদের নিয়ে আসতে পারেন না। অন্য কোন সাধারণ কোম্পানি ডাইরেক্টর বা বড় অফিসারদেরও এখানে আসা নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র যাঁরা হাই-পাওয়ার কমিটিতে আছেন তাঁরাই এখানে আসতে পারেন।

অশোককে দেখে সবাই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। অশোক তাঁদের বসতে বলে মাঝখানের একটা সোফায় বসল।

কনভেনর বিলিমোরিয়া প্রথমে অচেনা মেম্বারদের সঙ্গে অশোকের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওঁরা হলেন মিস্টার মালহোত্রা, মিস্টার ভট্টাচারিয়া, মিস্টার সাঙ্কু এবং মিস্টার তাহিলরামানি।

আলাপ-পরিচয়ের পর বিলিমোরিয়া অশোককে বললেন, 'স্যর, আপনার অনুমতি পেলে মীটিং-এর কাজ শুরু করে দিতে পারি।'

অশোক বলল, 'সিওর।' এই হাউসে আসার পর প্রথম দিকে যে আড়ষ্টতা আর নার্ভাসনেস ছিল এখন সে-সব অনেক কাটিয়ে উঠেছে অশোক। এখন নিজের পদমর্যাদা, ক্ষমতা এবং অধিকার সম্পর্কে সে অনেক বেশি সচেতন। নিজের ওজন অনুযায়ী সে কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য আনতে চেষ্টা করে।

বিলিমোরিয়া বললেন, 'আগে এই হাই-পাওয়ার কমিটির চেয়ারম্যান

ছিলেন চ্যাটার্জি সাহেব। আপনি তাঁর জায়গায় আমাদের হাউসের মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পারসন হয়ে এসেছেন। নিয়ম অনুযায়ী আপনি এখন থেকে এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন। আশা করি এতে আপনার আপত্তি হবে না।'

অশোক মুখ খোলার আগেই অন্য মেম্বাররা একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'এর চাইতে ভালো প্রোপোজাল আর হয় না। আমরা হোল-হার্টেডলি সাপোর্ট করছি।'

অশোক দু-একবার বাধা দেবার চেষ্টা করল কিন্তু কেউ তার কথা শুনলেন না। অশোক হাই-পাওয়ার কমিটির চেয়ারম্যান হয়ে গেল।

বিলিমোরিয়া বললেন, 'আমাদের এক শো উনষাটটা কোম্পানিতে হাজারখানেক ডাইরেক্টর রয়েছেন। তাঁরা সবাই হয় বিগ বিজনেসম্যান নইলে বিগ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। এ ছাড়া আছেন বড় বড় একজিকিউটিভ, টপ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার। কিন্তু আমরা এই হাই-পাওয়ার কমিটির মেম্বাররা এই বিরাট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারের সব পলিসি ঠিক করব। আশা করি এতে আপনার আপত্তি নেই।'

অগুনতি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এবং বিজনেস টাইকুনের মধ্যে এই ক'জন একটা সিণ্ডিকেট তৈরি করেছে এবং তাকে ওদের দলে টানতে চাইছে। অশোক সতর্কভাবে বলল, 'কমিটি যদি ভালো কাজ করে আমার তাতে সাপোর্ট আছে।'

'ধন্যবাদ। সবসময় আমাদের হাউসের ইন্টারেস্ট রক্ষা করার জন্য এই কমিটি সেট-আপ করা হয়েছে। গ্যারান্টি দিচ্ছি, ভালো ভালো কাজই সে করে যাবে।'

অশোক উত্তর দিল না।

বিলিমোরিয়া আবার বললেন, 'আমাদের কমিটির বেস অ্যাবসোলুটলি ডেমোক্র্যাটিক। এখানে কোন ইনডিভিজুয়ালেরই বেশি পাওয়ার নেই। সবার ক্ষমতা সমান। আসলে আমরা সবাই মিলে কালেকটিভ লিডারশিপে এই হাউস চালাতে চাই।'

অশোকের স্নায়ুগুলো কষে বাঁধা তারের মতো টান টান হয়ে গেল। তার মনে হতে লাগল, এঁরা তাকে এককভাবে নিজের ইচ্ছা বা পরিকল্পনা অনুযায়ী বেশীদূর এগুতে দিতে চান না। নিজেদের ছাঁচের ভেতর ফেলে এঁরা তাকে আরেকজন বিলিমোরিয়া, আগরওয়াল বা সাঙ্ঘু বানাতে চান। স্থির চোখে বিলিমোরিয়াকে দেখতে দেখতে ভারী মোটা গলায় অশোক বলল, 'শুনেছি আমি আসার আগেও এই হাই-পাওয়ার কমিটি ছিল। তখনও কি কালেকটিভ লিডারশিপে এই হাউস চালাতেন?' সোমদেবের কথা জানা থাকলেও ইচ্ছা করে তা বলল না অশোক।

অনেকক্ষণ গোটা কনফারেন্স রুমটা চুপ করে রইল। তারপর মালহোত্রা একসময় বলে উঠলেন, 'তখন কমিটির ফাংসান তেমন ছিল না। কারণ তখন সোমদেব ছিলেন। হী ওয়াজ জায়েণ্ট এমাং দা হোল ট্রাইব অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস। তাঁর সব কথা আমরা ব্লাইণ্ডলি মেনে নিতাম। আমরা জানতাম এমন কিছু তিনি করবেন না যাতে আমাদের হাউসের এতটুকু ক্ষতি হয়। বরং তাঁর হাতে এই হাউসের ফ্যাবুলাস গ্রোথ হয়েছে।'

অশোক সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন, 'আপনাদের কি ধারণা আমার হাতে এই হাউসের ক্ষতি হবে?'

সাঙ্কু অত্যন্ত চতুর এবং বুদ্ধিমান। তিনি ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'তা নয়, তা নয়। আপনি সবে নতুন আমাদের এখানে এসেছেন। সব বুঝে নিতেও তো সময় লাগবে। ততদিন কালেকটিভ লিডারশিপ চলুক। তারপর চ্যাটার্জি-সাহেবের মতো যেদিন আপনি জায়েণ্ট হয়ে উঠবেন তখন এণ্টায়ার লিডারশিপ আপনার হাতেই চলে যাবে।'

অশোক বুঝতে পারছিল খুব সহজে এখানে সে কিছু করতে পারবে না। চারদিকে বিরাট বিরাট দেয়াল তোলা রয়েছে। সে সব ভাঙতে হবে, ভাঙতেই হবে। অশোকের চোয়াল ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠতে লাগল।

এই সময় বিলিমোরিয়া বললেন, 'স্যর, একটা ব্যাপারে আপনার অ্যাটেনসান ড্র করতে চাই।'

অশোক বিলিমোরিয়ার দিকে ফিরল, 'বলুন—'

'আপনি যেখানে থাকতেন দিন চারেক আগে সেখান থেকে অনেকগুলো ছেলে আমাদের অফিসে এসেছিল—'

'হ্যাঁ। ওরা এডুকেটেড আন-এমপ্লয়েড। শিক্ষিত বেকার।'

'আপনি কি ওদের চাকরি দেবেন বলে কথা দিয়েছেন?'

সেভাবে ঠিক কথা দেয় নি অশোক। তবু একটু ভেবে সে বলল, 'হ্যাঁ।'

'চন্দ্রকান্ত রাহেজা কি আপনাকে বলেন নি এভাবে চাকরির ব্যাপারে কাউকে কথা দেওয়া ঠিক নয়।'

'বলেছেন। কিন্তু আপনারা হয়ত ভুলে গেছেন আমি আপনাদের মতো বর্ন্ বা ট্র্যাডিশানাল শিল্পপতি নই। আমি এখানে এসেছি ওই রকম হাজার হাজার ছেলের কাজের স্কোপ করে দেবার জন্যে। চ্যাটার্জি-সাহেব এবং আমি পরিষ্কার ভাষায় এসব কথা বলে নিয়েছি।'

'উই নো, উই নো। ওই কথাটা স্লোগান হিসেবে একসেলেণ্ট। এতে

পীপলের কাছে আমাদের হাউসের ভাবমূর্তি অনেক বড় হবে। সাধারণ মানুষ ভাববে এই হাউস দেশের একমাত্র প্রগ্রেসিভ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউস। এখানকার যিনি সর্বেসর্বা, মানে আপনি সর্বক্ষণ আর্থিক দিক থেকে সোসাইটির দুর্বল শ্রেণীর কথা চিন্তা করেন।'

ক'দিন আগে অশোকের সম্মানে যে পার্টি দেওয়া হয়েছিল, সেখানে বিভিন্ন চেম্বারের কয়েকজন শিল্পপতি তার বক্তৃতার পর ঠিক এ জাতীয় মন্তব্যই করেছিলেন। সব শিল্পপতিই খুব সম্ভব একইভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত। ভাবনাচিন্তা করার জন্য তাঁদের মাথায় যে সব গ্যাজেট রয়েছে সেগুলো বোধ হয় একই ফ্যাক্টরিতে তৈরি। অশোক ভেতরে ভেতরে হঠাৎ খুব রেগে গেল। সোমদেবের সেই কথাটা মনে পড়ে গেল তার। দেরি করলে হাতের ফাঁক দিয়ে ঝর ঝর করে সময় বেরিয়ে যাবে। সাদির পয়লা রাতে বেড়াল না মারতে পারলে আর মারা যাবে না। অশোক বলল, 'এই হাউসের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্যে আমি এখানে আসি নি। আমি এখানে এসেছি সাধারণ মানুষের জন্যে।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর ভট্টাচারিয়া প্রথম মুখ খুললেন, 'আপনার এসব কথা আমরা আগেই শুনেছি। কিন্তু স্যর, আপনি যখন এখানে এসেই পড়েছেন তখন এই হাউসের যদি ভালো হয় ডেফিনিটলি এমপ্লয়মেন্টের স্কোপ বাড়বে। যত ভালো তত এমপ্লয়মেন্ট। তাতে কিছু মানুষ নিশ্চয়ই উপকৃত হবে।'

অশোক উত্তর দিল না।

বিলিমোরিয়া এতক্ষণ অশোককে লক্ষ্য করছিলেন। এবার বললেন, 'স্যর নিশ্চয়ই ঐ ছেলেগুলোকে চাকরির ব্যাপারে কমিটি করে ফেলেছেন। আচ্ছা ওরা সবসুদ্ধ ক'জন?'

অশোক বলল, 'পঞ্চাশ ষাট জন হবে।'

'এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেসন?'

'স্কুল ফাইনাল, হায়ার সেকেণ্ডারী, বি-এ, বি-কম—'

'আপনার কমিটমেণ্ট মানে এই হাউসেরই কমিটমেণ্ট। আপনার সম্মান রাখতেই হবে। তবে স্যর স্কুল ফাইনাল, বি-এ, বি-কম পাশ করে ক্লার্ক ছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভব না। একসঙ্গে এত ক্লার্ক দরকার আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। কোম্পানি সেক্রেটারিদের বলে কোথায় কী ভ্যাকান্সি আছে সেটা জানতে হবে।'

অশোক জোর দিয়ে বলল, 'ভ্যাকান্সি না থাকলেও ওদের অ্যাপয়েন্টমেণ্ট

কিভাবে দেওয়া যায় সেটা দেখবেন। আমি ওটা চাই।'

এক সময় হাই-পাওয়ার কমিটির মীটিং শেষ হলো। অশোক নিজের চেম্বারে ফিরে আসতে আসতে ভাবল, ললিতদের চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা করে দু-চারদিন পর টালিগঞ্জে রেখার সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

চেম্বারে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে পার্ল বলল, 'এবার তাদের জুট মিলগুলোর মডার্ণাইজেসনের ব্যাপারে বোর্ড মীটিং আছে। তারপর রয়েছে নর্থ বেঙ্গল আর আসামের ক'টা চা-বাগান কেনা সম্পর্কে আলোচনা। ঐ চা-বাগানগুলোর মালিক একটা ব্রিটিশ কোম্পানি। তারা ইণ্ডিয়ার কাজ-কারবার গুটিয়ে দেশে চলে যেতে চাইছে।'

মীটিং এবং আলোচনা করতে করতে লাঞ্চের সময় হয়ে গেল।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে আড়াইটায় অফিসে ফিরে এলো অশোক। আধঘণ্টা পর ঠিক তিনটেয় অটোমেসনের ব্যাপারে হাই-পাওয়ার কমিটির মীটিং-এ আবার তাকে কনফারেন্স রুমে আসতে হলো।

বিলিমোরিয়া সাহেব প্রথমে অটোমেসনের বিষয়টা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন। হাই-পাওয়ার কমিটি মোটামুটি ঠিক করেছে এক বছরের মধ্যে এই হাউসে অটোমেসন চালু করবে। প্রথমে সবগুলো কোম্পানির অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেণ্টে। তারপর ধীরে ধীরে প্রয়োজন মতো সব ডিপার্টমেণ্টে। আপাতত এ ব্যাপারটা 'টপ সিক্রেট' হিসেবে রাখা হয়েছে। পরে সুযোগ বুঝে কোন টানা ছুটির সময় কমপিউটার বসানো হবে। সব কিছু যে গোপন রাখা হয়েছে তার একটাই কারণ। সেটা হলো, এখন জানাজানি হয়ে গেলে এমপ্লয়ীদের মধ্যে দারুণ অ্যাজিটেসন শুরু হয়ে যাবে। যাই হোক, এখন অশোক এ ব্যাপারে রাজী হলে (ওঁদের ধারণা রাজী হবেই) তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলা হবে। হাই-পাওয়ার কমিটির দু-একজন মেম্বার এ নিয়ে স্পেশালিস্ট কোন কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করার জন্য আমেরিকা কি জাপানে যাবেন।

শুনতে শুনতে শিরদাঁড়া টান টান হয়ে গিয়েছিল অশোকের। সে বলল, 'চ্যাটার্জি সাহেব অটোমেসনের ব্যাপারটা জানেন ?'

বিলিমোরিয়া বললেন, 'জানেন মানে ! এটা তো ওঁরই ব্রেন চাইল্ড। অটোমেসন চালু করার জন্য নিউ ইয়র্ক আর টোকিওর দুটো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সঙ্গে উনিই কথা বলে রেখেছেন। আজকাল মোস্ট সোফিস্টিকেটেড মেশিন ওরাই নাকি তৈরি করছে।'

অশোক স্থির চোখে পলকহীন তাকিয়ে রইল।

বিলিমোরিয়া বলতে লাগলেন, 'চ্যাটার্জি সাহেবের আরো পরিকল্পনা ছিল। শুধু অফিসেই নয়, আমাদের সব ফ্যাক্টরিতেই আস্তে আস্তে অটোমেসন চালু করবেন—'

অশোক বলল, 'তাতে কী লাভ ?'

'লোকজন অনেক কম লাগবে। খরচ কমে যাবে। যারা কাজ করবে মোটা স্যালারি পাবে, ভালো বোনাস পাবে। যে প্রোডাক্ট বাজারে ছাড়া হবে সেগুলোর ফিনিশ এবং কোয়ালিটি একেবারে টপ ক্লাসের হবে। ইণ্টারন্যাশনাল মার্কেটে আমরা যে কোন কাণ্ট্রির প্রোডাক্টের সঙ্গে কমপীট করতে পারব। তা ছাড়া শেয়ার-হোল্ডাররা ভালো ডিভিডেণ্ড পাবেন। লাভটা কতদিক থেকে হবে দেখুন—'

আচমকা চিৎকার করে উঠল অশোক, 'ইমপসিবল—'

হাই-পাওয়ার কমিটির মেম্বাররা একসঙ্গে চমকে উঠলেন, 'কী হলো স্যর, কী হলো ?'

'অটোমেসন চালু করা যাবে না।'

'ওয়ার্ল্ডের সব জায়গায় অটোমেসন চালু হয়ে গেছে। সোফিস্টিকেটেড মেসিন না বসালে কোয়ালিটি প্রোডাক্ট কিছুতেই করা সম্ভব নয়! আমরা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডে এমনিতেই পিছিয়ে আছি, আরো পিছিয়ে পড়ব।'

'কিন্তু দেশের মানুষের কথা ভেবে দেখেছেন ? আমাদের মতো আণ্ডার-ডেভলাপড কাণ্ট্রিতে এমনিতেই কোটি কোটি বেকার। তার ওপর অটোমেসন চালু করে আরো বেকার বাড়ালে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে ভেবে দেখেছেন ?'

'আমরা কথা দিচ্ছি স্যর, অটোমেসনের জন্য একটা লোকও রিট্রেনচ্‌ড্‌ হবে না। কারো চাকরি যাবে না।'

'তা না হয় যাবে না। কিন্তু ফিউচার এমপ্লয়মেণ্টের কী হবে ? আমাদের হাউসের মতো অন্য সব হাউসও যদি অটোমেসন চালু করে তা হলে তো সর্বনাশ। ভবিষ্যতে কেউ কোনদিন চাকরি পাবে না। আমাদের মতো গরীব দেশে এটা টোটালি অ্যাণ্টি-পীপল।'

'কিন্তু স্যর, তাই বলে মডার্ণ সায়েন্স মডার্ণ টেকনোলজির সুযোগ আমরা নেব না ?'

'মানুষের চাইতে সায়েন্স টেকনোলজি বড় হতে পারে না। যে ডিভাইস লক্ষ লক্ষ মানুষের ফিউচার নষ্ট করে দেবে তার সম্বন্ধে আমার কোনরকম সমর্থন নেই। পীপলের কথা আপনারা একবার ভেবে দেখেছেন ?'

'ওটা স্যর গভর্ণমেন্ট ভাববে। আমরা ভোট দিয়ে অনেক এম-এল-এ, এম-পী, মিনিস্টার বানিয়ে দিয়েছি। দেশ, জনসাধারণ—এসব বিষয়ে ভাবনার কথা ওদের, ওটা আমাদের এক্তিয়ারে পড়ে না। আমাদের কাজ হল ফ্যাক্টরি, ইণ্ডাস্ট্রি, ম্যানেজমেণ্ট, লেবার, প্রফিট অ্যাণ্ড লস, লাইসেন্স, লেটার অফ ইনটেণ্ট—এসব নিয়ে। ন্যাশনাল লেভেলে পলিটিসিয়ানরা, ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা, সরকারী আমলারা, কেরানীরা—যে যার কাজ পরিষ্কারভাবে ভাগ করে নিয়েছে। জনসাধারণের কথা চিন্তা করতে গেলে আমাদের পক্ষে অনধিকার চর্চা হয়ে যাবে।'

অশোক বলল, 'আপনারা যাই বলুন, হিউজ ম্যান-পাওয়ার নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। অটোমেসন চালু করার আগে বার বার ভেবে দেখুন—'

সাক্কু বললেন, 'বহুবার আমরা ভেবে দেখেছি। তারপর এই ডিসিসানে এসেছি। প্রী-লাঞ্চ মীটিং-এ বিলিমোরিয়া সাহেব আপনাকে বলেছিলেন আমাদের এই হাই-পাওয়ার কমিটি ডেমোক্রাটিক ভ্যালুজে বিশ্বাসী। এখানে অধিকাংশের মতকে সবাই সম্মান করে, মত-বিরোধ থাকলেও সেটা মেনে নেয়। আশা করি আপনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে মর্যাদা দেবেন।'

'আমাকে একটু ভাবতে দিন। তবে আগেই জানিয়ে রাখছি এ ব্যাপারে আমার প্রোটেস্ট রইল। যে কোন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসকে দেশের মানুষের কথা ভাবতেই হবে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর বিলিমোরিয়া একসময় বললেন, 'স্যর একটা কথা।'

অশোক জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। বিলিমোরিয়া বললেন, 'আমরা, এই হাই-পাওয়ার কমিটির মেম্বাররা কিছু নিয়মকানুন মেনে চলি। তার একটা হল, আমাদের মধ্যে যা আলোচনা হয় কোন মেম্বার বাইরে তা প্রকাশ করতে পারবেন না। সেটা পুরোপুরি গোপন রাখতে হবে। আমার বিশ্বাস আজকের আলোচনা আমাদের কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।'

অশোক একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমাকে আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন।'

'ধন্যবাদ।'